উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৩,৯৩৮.৭১ (-৪৬৫.৭৫)
নিফটি : ২৫,৭২২.১০ (-১৫৫.৭৫)

আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করার দাবি
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পালটা প্যাটেলকে সামনে রেখে আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করার পক্ষে সওয়াল মল্লিকার্জুন খাড়গের। » ৭

চালু কমিশনের নতুন সাইট
অবশেষে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট বিভ্রাট কাটল। সৌজন্যে রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সিইও'র দপ্তর। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৪°	২৪°	২৪°	২৩°
সর্বনিম্ন	২১°	২২°	২২°	১৯°

হাসপাতালে ভর্তি শোলের বীরু » ৭

১৪ কার্তিক ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 1 November 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 162

স্বপ্নদর্শী

এবারের কাপ আমাদেরই

বেদা কৃষ্ণমূর্তি

ক্রিকেটকে যদি বলা হয় অনিশ্চয়তার খেলা, তবে গতকালের সেমিফাইনাল ম্যাচটি ছিল সেই অনিশ্চয়তাকে জয় করার এক অবিস্মরণীয় উপাখ্যান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আমরা যা দেখলাম, তাকে এক কথায় 'অসাধ্যসাধন' ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! ৭ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া- যাদের হারানো প্রায় অলীক স্বপ্ন, তাদের দেওয়া ৩৩৯ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করে ৫

দলকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েও যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল জেমিমার।

উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেওয়া কেবল একটি সেমিফাইনাল জয় নয়। এটি আমাদের মহিলা দলের মানসিক দৃঢ়তা, লড়াকু মনোভাব এবং নতুন প্রজন্মের অদম্য আত্মবিশ্বাসের এক জ্বলন্ত প্রতীক। এই জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক হয়ে থাকবে।

অস্ট্রেলিয়া তাদের ইনিংস যখন ৩৩৮ রানে শেষ করল, তখন গ্যালারিতে যেমন চাপ ছিল, তেমনি ড্রেসিংরুমের আবহাওয়াটাও আমি আন্দাজ করতে পারি। হয়তো চাপা উত্তেজনা, হয়তো বা সাফল্যের শেষ ধাপে পৌঁছানো নিয়ে সংশয়। আমাদের টপ অর্ডার, শেফালি (ভার্মা) আর স্মৃতি (মান্ধানা), দ্রুত ফিরে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল, যেন নক আউটে আমাদের বহু পুরোনো ব্যর্থতার ভূত আবার ফিরে আসছে। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তা আমার দুই প্রিয় সতীর্থের অটুট বিশ্বাস এবং সাহসিকতার প্রতিচ্ছবি।

আমি বরাবরই জেমিমার (রডরিগেজ) খেলা দেখে মুগ্ধ হই। ওর সঙ্গে আমার মুম্বই অ্যাকাডেমি থেকে জাতীয় দল পর্যন্ত বহুদিনের পথ চলা। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন শান্ত, নম্র এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী- ব্যাট হাতে নামলে সেই মেয়েটাই যেন ইস্পাতকঠিন হয়ে যায়।

এরপর বারোর পাতায়

বল দখলে টেক্কা দিতে না পারলেও সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের বিপিন সিংরা।

'শূন্য' ডার্বিতেও সেমিতে ইস্টবেঙ্গল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
ইস্টবেঙ্গল এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ৩১ অক্টোবর : সুপার কাপ থেকে বিদায় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। দ্বিতীয় দল হিসাবে সেমিফাইনালে গেল ইস্টবেঙ্গল।

হিসাবটা ছিল, সেমিফাইনালে যেতে হলে মোহনবাগানকে জিততে হবে। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের শুধু প্রতিপক্ষকে আটকে দিলেই চলবে। কিন্তু শুরুর দিকে খেলা দেখে মনেই হল না মোহনবাগান জিততে নেমেছে। শেষদিকে সব বিদেশিকে নামিয়েও গোল এল না। ফলস্বরূপ ম্যাচটা গোলশূন্য ড্র হতেই সুপার কাপ অভিযান শেষ হয়ে যায় মোহনবাগানের। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থেকে সেমিফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। গত দুই ডার্বির মতোই এদিন অনেক বেশি সদর্থক মনোভাব ও জেতার ইচ্ছা নিয়ে মাঠে নামে লাল-হলুদ বাহিনী। মিগুয়েল ফিগুয়েরার পায়ে বল গেলেই সবুজ-মেরুন ডিফেন্স কেঁপে গিয়েছে। ব্রাজিলীয় অ্যাটাকারের প্রতিটি বিষাক্ত ক্রস থেকে গোলের সুযোগ তৈরি হয় প্রথমার্ধে। সেসময় অন্তত গোটা দুয়েক নিশ্চিত সুযোগ ছিল। মাত্র ২ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপার মিস পাস থেকে বল পেয়ে মহম্মদ রাকিপের ক্রস থেকে নেওয়া মিগুয়েলের শট গোলে ঢোকার আগে ক্লিয়ার আলবার্তো রডরিগেজের। ২৩ মিনিটে বিপিন সিংয়ের শট পোস্টে লাগাটা দুর্ভাগ্যজনক। ২৮ মিনিটেও মিগুয়েলের ক্রস থেকে নাওরেম মহেশ সিংয়ের শটও সাইডনেটে লাগে। আসলে আগের বছরগুলির তুলনায় এবার অনেক বেশি গোছানো ফুটবল খেলছে ইস্টবেঙ্গল। ৬০ ও ৬১ মিনিটে হামিদ আহদাদ ও জয় গুপ্তা ভালো সুযোগ পেয়েও বিশাল কেইথের হাতে বল তুলে দেন।

সেখানে গত মরশুমের ছন্দটাই যেন খুঁজে পাচ্ছে না মোহনবাগান। এর পিছনে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কিছু গোয়ার্তুমিও দায়ী। গতবার আইএসএলের শেষদিকে জেসন কামিন্সকে নম্বর ১০ খেলাচ্ছিলেন। এতে অনেক বেশি সুযোগ তৈরি হচ্ছিল জেমি ম্যাকলারেনের জন্য। তিনি এদিন এই জুটিটা ব্যবহার করলেন ৬২ মিনিটের পর। কামিন্স নামার পর আক্রমণে খানিকটা গতি আসে। তার আগে ম্যাকলারেন কয়বার বল ধরেছেন গুণে বলে দেওয়া যাবে। কারণ সাহাল আব্দুল সামাদ তাঁকে সেভাবে বল বাড়াতেই পারেননি। বরং আগের ম্যাচে গ্যালারিতে থাকা লিস্টন কোলাসো দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কয়েকটা সুযোগ তৈরি করেন। তাঁর একটা হেড অল্পের জন্য গোলে ঢোকেনি। ৪০ মিনিটে লিস্টনের ক্রস থেকে আপুইয়ার শটটাই গোল লক্ষ্য করে মোহনবাগানের প্রথম আক্রমণ। পরে তাঁর ফ্রি-কিক থেকে টম অ্যালড্রেডের হেডও ক্রসপিসের সামান্য উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৭৬ মিনিটে সব বিদেশিকে নামিয়ে দেন মোলিনা। তাও গোলমুখ খুলতে পারেনি মোহনবাগান। ৭৯ মিনিটে দিমিত্রিস পোত্রাতোসের বাড়ানো বলে কামিন্সের শট ঠিকঠাক না হলেও পেয়ে যান রবসন রোবিনহো। তাঁর শট উপর দিয়ে যায়।

এরপর বারোর পাতায়

৫ অক্টোবরের দুর্যোগের ক্ষত এখনও টাটকা। এমন আবহে টানা বৃষ্টি ভয় বাড়াচ্ছে উত্তরে। বিশেষ করে নদীপাড় ও পাহাড়ের বাসিন্দারা আতঙ্কিত। ইতিমধ্যে চালু ত্রাণশিবির।

নদীপাড়ে ভয়

ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা তিন জেলায়

নিউজ ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : ঠিক ২৬ দিন পর ফের নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে সমতলে আশঙ্কার মেঘ। অক্টোবরের ৫ তারিখ ভুটান ও দার্জিলিং পাহাড় এবং সমতলে ডুয়ার্সে প্রবল বৃষ্টিতে ফুঁসে উঠেছিল নদীগুলি। প্লাবিত হয়েছিল পাহাড় ও ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা। দুর্যোগের বলি ছিলেন ৪০ জনেরও বেশি। সেই আতঙ্কের রেশ কাটার আগেই ফের নিম্নচাপ মন্থার প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গে। কোথাও ঝিরঝিরে, আবার কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার সারাদিন। ফলে কিছু নদীর জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে।

শনিবারও উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই বিক্ষিপ্তভাবে কমবেশি বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের দু'-একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় ওই তিন জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মেঘমুক্ত আকাশ পাওয়া যাবে রবিবার থেকে। তবে দিনে রোদ পাওয়া গেলেও, রাতে তাপমাত্রার পতন হবে।

শুক্রবার বিকেল থেকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট ও কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানে শিসামারা ও তোর্ষার জল ঢুকতে শুরু করেছে। নতুনপাড়া গ্রামের নবীন সংঘ কলোনিপাড়ায় বাঁধের পুরোনো ভাঙা অংশ দিয়ে শিসামারার জল ঢুকে যায় প্রায় ২০০ বাড়িতে। ওই পরিবারগুলিকে ত্রাণশিবিরে সরিয়ে আনা হয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে বীরপাড়ার কাছে ফের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্যারগান্ডা নদীর সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড।

পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে বালাসনের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় এদিন সকাল থেকে দুধিয়ায় হিউমপাইপ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতুতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে প্রশাসন। সকালে একমুখী যান চলাচল করলেও সন্ধ্যার পর মিরিকগামী ওই রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দুপুরে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে ধস সরিয়ে রাস্তা খুলে দেয় প্রশাসন। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা সর্বক্ষণ তিস্তা, বালাসন, রঙ্গিতের জলস্তরের দিকে নজর রাখছেন। নদী পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রামগুলিতে বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিতে মাইকে প্রচার করা হয়েছে। রাতে বিজনবাড়িতে ২০টি পরিবারকে ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে আনে প্রশাসন।

গত ৫ অক্টোবরের প্লাবনে সমতলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের কিছু এলাকা। মন্থার প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়ে আশঙ্কায় ছিল জেলা প্রশাসন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নদী তীরবর্তী জলঢাকা, তিস্তা, ডায়নার তীরবর্তী এলাকার গ্রামগুলি থেকে প্রায় তিন হাজার মানুষকে ত্রাণশিবিরে সরিয়ে আনা হয়।

এদিকে গত ৫ অক্টোবর প্লাবনে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়িতে জলঢাকা নদীর ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত করা হলেও সেখানে রেইনকাট দেখা দিয়েছে। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে নির্মাণ করা বাঁধের অংশ।

এরপর বারোর পাতায়

দুধিয়ায় ফুলেফেঁপে উঠেছে বালাসন। শুক্রবার দুপুরে। ছবি : সূত্রধর

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সন্ধে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

জলপাইগুড়ি	১৪৯.৩
আলিপুরদুয়ার	৮২.০
শিলিগুড়ি	৬৪.৪
কোচবিহার	৪০.০
দার্জিলিং	৩৯.৪
গ্যাংটক	১৪.৯

(বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মিলিমিটারে)

কোচবিহারে ক্ষতি আমন, সবজির

কোচবিহার ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : এ যেন একেবারে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এমনিতেই এবার বাদামি শোষকপোকা ও গন্ধীপোকার জোড়া আক্রমণে কোচবিহার জেলার আমন চাষ সংকটের মুখে। তার ওপর ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে আমনচাষিরা আরও বেকায়দায়। বিঘার পর বিঘা জমিতে ধানের গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। কোথাও কেটে রাখা ধানে জমেছে জল। শুধু তাই নয়, অসময়ের বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে জেলার শীতকালীন সবজি ও আগাম আলু চাষও।

আমন ধান উৎপাদনে কোচবিহার জেলার বিশেষ সুনাম রয়েছে। এবারও জেলায় প্রায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যার ভবিষ্যৎ কার্যত অনিশ্চিত। *এরপর বারোর পাতায়*

উত্তরে টানা বৃষ্টিতে যখন দুর্যোগের শঙ্কা, তখন শ্বেতশুভ্র সিকিম। ভারত-চিন সীমান্তের কাছে নাথু লা-য় তুষারপাতের পর। শুক্রবার।

উচ্চমাধ্যমিকে সেরা দশে উত্তরবঙ্গের দুই কৃতী

নিউজ ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : পরীক্ষা শেষের ৩৯ দিনের মাথায় শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ফল প্রকাশিত হল। এবারে ৯৩.৭২ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। ২০১১ সালের পর এই হার সর্বাধিক বলে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে। প্রথম দশের সম্ভাব্য মেধাতালিকায় ৬৯ জন রয়েছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক স্কুল ও পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে এই তালিকায় ৩১ এবং ২৪ জন রয়েছে।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রীতম বল্লভ ও আদিত্যনারায়ণ জানা মেধাতালিকায় একসঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। দুজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৯৮.৯৭ শতাংশ। মেধাতালিকায় উত্তরবঙ্গের দুজন রয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের দৌলতপুর হাইস্কুলের দীপান্বিতা পাল (৯৮.৪ শতাংশ) ও কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের সূর্য বর্মন যথাক্রমে চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। দীপান্বিতা রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। সূর্য ৯৭ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। এছাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল মডেল স্কুলের পড়ুয়া তুহিন আখতার সম্ভাব্য মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

সর্বোচ্চ নম্বরের দিক থেকে এবারের ফল খুব একটা আশাজনক নয়। মাত্র ০.৪৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। পরীক্ষার হলে যারা মোবাইল ফোন সহ ধরা পড়েছিল, তাদের ছ'টি বিষয়ে আবার পরীক্ষা দিতে হবে বলে সংসদ *এরপর বারোর পাতায়*

পরিকাঠামো ছাড়া ৪৫টি পঞ্চায়েতকে স্বচ্ছ ঘোষণা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। কোচবিহার জেলা পরিষদের সেই দশাই হয়েছে। একে তো জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) এখনও চালু হয়নি। তার ওপর যেখানে যেখানে এই প্রকল্প চালু হয়েছে সেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা বা দুটো আবর্জনা পরিষ্কারের গাড়ি বা টোটো রয়েছে। কোথাও কোথাও সেটাও নেই। কোনও কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে চালু হওয়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে জেলাজুড়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ সেভাবে প্রায় কিছুই হয়নি। এই অবস্থায় প্রথম ধাপে ২৮টির পর শুক্রবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে নতুন করে আরও ৪৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্বচ্ছ বলে কোচবিহার জেলা পরিষদ ঘোষণা করল। শুধু ঘোষণা করাই নয়, আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রতিনিধিদের হাতে ট্রফি ও সার্টিফিকেটও তুলে দেন তাঁরা। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে।

এখানেই শেষ নয়। জেলায় আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য এদিন রবীন্দ্র ভবনে জেলা পরিষদের তরফে আরও একটি অ্যাপের উদ্বোধন করা হয়। জেলা শাসক রাজু মিশ্র সেই অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। রাজ্যে প্রথম এই অ্যাপই চালু করা হল বলে জেলা পরিষদের দাবি। জেলা পরিষদের অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ অফিসার তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত বলেন, 'আগে ২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দৃশ্যত স্বচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ নতুন করে আরও ৪৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘোষণা করা হল। এছাড়া জেলায় আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য wastrack নামে একটি অ্যাপের উদ্বোধন করা হয়েছে।'

নতুন অ্যাপ

- প্রথম ধাপে ২৮টির পর কোচবিহারের আরও ৪৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্বচ্ছ ঘোষণা
- জেলাজুড়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ সেভাবে প্রায় কিছুই হয়নি
- ফলে এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে স্বচ্ছ ঘোষণা করা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন উঠেছে
- জেলায় আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য wastrack নামে একটি অ্যাপের উদ্বোধন

এরপর বারোর পাতায়

লালঘাড় ধনেশের নয়া আস্তানা ঝান্ডি

'...তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে? তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।' জীবনানন্দ তাঁর কবিতার পাখিদের বর্ণনা করেছিলেন এভাবেই। উত্তরের আকাশেও পাখিদের অবাধ বিচরণ। পরিযায়ীদেরও। সেই পাখিদের নিয়েই বিশেষ সিরিজ। আজ দ্বিতীয় পর্ব।

পাখি সব করে রব

অনুপ সাহা

ঝান্ডি, ৩১ অক্টোবর : সংরক্ষণ জীববিজ্ঞান বা কনজারভেশন বায়োলজি নিয়ে গবেষকদের অধিকাংশই বলে থাকেন, 'কনজারভেশন বাই আইসোলেশন', যার অর্থ কোনওকিছুকে সংরক্ষণ করতে হলে তার থেকে দূরে থাকা। প্রকৃতির বুকে তাকে নিজের মতো বেঁচে থাকতে দেওয়া।

তিন বছর আগে যাকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে লাটপাঞ্চারের উত্থান, বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী শিডিউল-১ শ্রেণিভুক্ত সেই লালঘাড় ধনেশ (রুফাস নেকড হর্নবিল)-এর নতুন আস্তানা হয়ে উঠেছে কালিম্পং জেলারই আরেক পাহাড়ি গ্রাম ঝান্ডি। বিপন্নপ্রায় এই ধনেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এই মুহূর্তে ঝান্ডিতে তাদের প্রকৃত সংখ্যা বন দপ্তর জানাতে চাইছে না। ঝান্ডিতে পাখিদের রঙিন দুনিয়া নিয়ে খুব বেশি হইচই, বড় বড় লেন্সযুক্ত ক্যামেরা কাঁধে তথাকথিত পাখিপ্রেমীদের দাপাদাপি, তা একেবারেই চাইছেন না কালিম্পং বন বিভাগের কর্তারা। লাটপাঞ্চারের বর্তমান অবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে ঝান্ডি যাতে এই পক্ষীকূলের নিরাপদ আস্তানা হয়েই থাকে, এখন সেদিকে সতর্ক নজর বনকর্তাদের। কালিম্পং বন বিভাগের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য বলেন, 'ঝান্ডির পক্ষীকূল, বিশেষ করে রুফাস নেকড হর্নবিলের বাণিজ্যিকীকরণ আমরা একেবারেই চাইছি না। চাইছি না পাখি দেখতে দলে দলে পর্যটকরা ভিড় জমান ওই এলাকায়। এতে পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটবে।' বন দপ্তর ঝান্ডিতে রুফাস নেকড হর্নবিলের সংখ্যা বলতে না চাইলেও তা যে

এরপর বারোর পাতায়

ঝান্ডিতে রুফাস নেকড হর্নবিল। ছবি অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

বোল্লাকালীতে ৩৫ পুরোহিত

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৩১ অক্টোবর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লাকালীর পুজো হতে আর আটদিন বাকি। আগামী ৭ নভেম্বর শুক্রবার বোল্লাকালীর পুজো শুরু হচ্ছে। ১০ নভেম্বর দেবীর নিরঞ্জনপর্ব পর্যন্ত কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে। চারদিন ধরে চলবে মেলা। এই মেলা ও পুজোকে ঘিরে এখন বোল্লায় এখন সাজোসাজো রব। বোল্লা রক্ষাকালীর পুজোয় থাকবেন ৩৫ জন পুরোহিত। পুজোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ২৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করছে মন্দির কমিটি। বোল্লাকালীর গায়ে থাকবে প্রায় ৯ কেজি সোনার গয়না। এদিকে, শুক্রবার প্রায় ৭০০ পাঠা উৎসর্গ করা হল বোল্লাকালীকে। বিকুচ এলাকায় অস্থায়ীভাবে রেলের হল্ট স্টেশন করছে রেল। চারদিনই বেশ কিছু ট্রেন সেখানে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াবে। বোল্লা মন্দির কমিটি রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে যাতে আগামী সোমবার থেকেই ট্রেন যাতে দাঁড় করানো যায়।

বোল্লাকালীর পুজো উপলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে বাতাসা। -মাজিদুর সরদার

৪ দিনের মেলা

- আগামী ৭ নভেম্বর শুক্রবার বোল্লাকালীর পুজো শুরু হচ্ছে
- চারদিন ধরে চলবে মেলা
- পুজোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ২৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করছে মন্দির কমিটি
- বোল্লাকালীর গায়ে প্রায় ৯ কেজি সোনার গয়না পরানো হবে

এদিকে, প্রসাদের জন্য জোরকদমে চলছে বাতাসা তৈরি। বোল্লামেলা চত্বরে কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা বিক্রি হয় পুজোর চারদিনে। তাই পতিরাম এবং আশপাশের এলাকাগুলিতে এখন দিনরাত এক করে কাজ করছেন স্থানীয় কারিগররা। পতিরামের কলেজপাড়া, কদমতলি, হারপুর ও পারপতিরাম সহ বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগররা এখন দিনরাত এক করে বাতাসা তৈরি করছেন। পুজোর ভোগে সরবরাহের জন্য বাতাসা ছাড়াও খাজা, ছাঁচ কদম, জাম সহ চিনির তৈরি নানা ভোগের উপাদানও তৈরি হচ্ছে। ভাইফোঁটার পর থেকেই বোল্লাকালীর পুজোর উপযোগী মান বজায় রেখে বাতাসা তৈরি শুরু হয়ে যায়। কেউ এগুলি পাইকারি বাজারে বিক্রি করবেন, আবার কেউ বোল্লামেলায় সরাসরি দোকান খুলে বিক্রির পরিকল্পনা করছেন।

তবে, গত কয়েকবছরে পরিস্থিতি আগের মতো অনুকূল নেই। জেলার বাইরের ব্যবসায়ীরা বোল্লা এলাকায় নিজস্ব কারখানা স্থাপন করায় পতিরাম ও আশপাশের স্থানীয় কারিগরদের পাইকারি বিক্রিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। পতিরাম কলেজপাড়ার নরেশ মণ্ডল, কদমতলির কৃষ্ণ সাহা, হারপুরের সুদেব হালদার ও পারপতিরামের স্বপন ঘোষরা জানান, আগে চল্লিশ-পঞ্চাশ কুইন্টাল বাতাসা তৈরি করতেন তাঁরা। এখন দশ-পনেরো কুইন্টাল বানাতেই ভয় লাগে। কারণ খরচ বাড়ছে। কিন্তু লাভ আগের মতো আর নেই। তাঁদের অভিযোগ, ৪৪০০-৪৫০০ টাকা দরে ভালো মানের চিনি এবং ৬০০-৭০০ টাকা দরে খড়ি কেনার ফলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। তার সঙ্গে শ্রমিকের মজুরি, জ্বালানি ও পরিবহণ খরচ যোগ হয়ে লাভের পরিমাণ ক্রমেই কমছে। একসময়ে মন্দিরে এমনভাবে বাতাসা ছুড়ে মারা হত যে স্বেচ্ছাসেবকদের হেলমেট পরে থাকতে হত। তবে এখন তারের খাঁচা করে দেওয়া হয়েছে। বাতাস ছোড়া হয় মন্দিরের বাইরে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'বোল্লামেলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল মানুষই বাতাসা ভোগ দেন। কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা বেচাকেনা হয় পুজোর চারদিনে। পুজোর ক'টা দিন কয়েক লক্ষ ভক্ত দূরদুরান্ত থেকে আসবেন।'

বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি তানিয়ার

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : এবার মার্কিন বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফট-এ চাকরি পেলেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রী তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় মুদ্রায় বার্ষিক ৫৪ লক্ষ টাকার প্যাকেজে তিনি চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন। হুগলির ব্যান্ডেলের মেয়ে হলেও ২০২২ সাল থেকে পড়াশোনার সূত্রে জলপাইগুড়িতে থাকেন। ছাত্রীর এই সাফল্যে খুশি কম্পিউটার সায়েন্সের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুভাষ বর্মন। তিনি বলেন, 'শ্রেয়ার পর তানিয়ার সাফল্য আমাদের গর্বিত করেছে। কম্পিউটার সায়েন্সের প্রত্যেক পড়ুয়ার লক্ষ থাকে গুগল কিংবা মাইক্রোসফট-এ কাজ করার। আশা করছি, ভবিষ্যতে তানিয়ার মতো অনেকের স্বপ্নপূরণ হবে।'

তানিয়া এখন কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। তিনি বলেন, 'উচ্চমাধ্যমিকের পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পাই। ভালো প্লেসমেন্টের পাশাপাশি এখানে কোডিং ক্লাব থাকায় মনে

হয়েছিল, এটা সাফল্যের দিকে একধাপ এগিয়ে গেলাম। এরপর সুযোগ আসে মাইক্রোসফটের নয়ডার অফিসে ইন্টার্নশিপ করার। তখনই ইন্টারভিউ হয়। দু'দিন আগে অফারলেটার পাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দেওয়ার।' এরপর তিনি হায়দরাবাদের অফিসে যোগ দেবেন। মাইক্রোসফটে ইন্টার্নশিপের আগে গুগলে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তানিয়ার বাবা এক শিল্পকারখানায় কাজ করেন। মা গৃহবধূ। মা সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কলেজের অধ্যাপকদের অবদান ভোলার নয়। ইন্টার্নশিপ চলাকালীন ক্লাসে কী হচ্ছে, সব বিষয়ে ওকে সাহায্য করতেন। আমরা ওর সাফল্যে খুব খুশি।'

চলতি বছরে ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসিং-এ বসে প্রায় দেড়শোর বেশি পড়ুয়া বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ক্যাম্পাসিং-এ প্রথমবারের জন্য হাজির হয় ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের (বেল) মতো সরকারি সংস্থা।

DDP/N-60/2025-26

e-Tenders for 15(Fifteen) no. of works under Rural Roads 2025 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-60/2025-26 is 14/11/2025 at 16.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Notice Inviting eBid

The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :
1. eNIT No. :- 60/KDI/2025-26, Memo No. : 1618/Estt. Dated : 30/10/2025
1. eNIT No. :- 61/KDI/2025-26, Memo No. : 1619/Estt. Dated : 30/10/2025
Bid Proposal submission Start date : 31/10/2025 at 05.00 P.M.
Bid Proposal for submission Closing date : 18/10/2025 at 5.00 P.M.
Bid Opening for Technical evaluation date : 20/10/2025.

Sd/-
Block Development Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Sontu Mia, S/o. Md Salek Mia, Vill - Sadipur, P.O. J. Kagmari, P.S. Mothabari, Dist. Malda, Pin - 732207. আমার পাসপোর্টে যার No. R1694739. আমার নাম ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 29/10/2025-এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mohammad Sontu Mia এবং Mohammad Salek Mia থেকে Md Sontu Mia, S/o. Md Salek Mia করা হল। (C/118874)

ফার্মাসিস্ট চাই

Registered Pharmacist হিসেবে কাজ করতে চাই - 62972-76010. (C/118865)

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গবাসীদের নিজের এলাকায় বাড়ি থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ। 91632-72406. (K)

•

Wanted A.T. (Female) B.A. Pass (Beng) with B.Ed., Gen in Maternity Leave Vacancy on 11.11.2025 (Walk-in-Interview) at 12 P.M. in Bidhannagar Jr. Balike Vidyalaya (Bidhannagar, Darjeeling). Bring 2 sets of all testimonials along with originals. (M) 98040-15765. (C/118885)

•

Required Siliguri Bengali Male (X pass min.) for Office Work. (Age 25-40). M-8637372499. (C/118392)

•

Required 5 Smart and dynamic Sales Representative for Book Promotion in Schools The role involves generating orders and building relationships with Schools. Qualifications : 12th pass or equivalent. Send your CV to 9832084669. (C/118391)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e- N.I.T. Memo No. 5695/KCK-III, Sl.No.- 01 to 03, on dated 30.10.2025 is invited by BDO., Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 18.11.2025 upto 5 PM Details are available in the Office Notice Boards & WB.TENDER WEB PORTAL.

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Dev. Block
Baishnabnagar, Malda

e-TENDER NOTICE

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division *vide e-NIT No - 13/APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated - 30-10-2025.* Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV.

নোটিশ

আমার মক্কেল বান্টি দত্ত, হাকিমপাড়ার বিজয় অ্যাপার্টমেন্টের দ্বিতীয় তলায়, L.R. খতিয়ান নং 15243, 15244, 15245, L.R. প্লট নং 3664, জমিতে অবস্থিত সঞ্জিত ঘোষ, সুমন ঘোষ এবং সমীর ঘোষের কাছ থেকে (যাহা প্রয়াত বিজয় গোবিন্দ কর্মকারের আইনি উত্তরাধিকারী থেকে খরিদকৃত) একটি ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছে। উক্ত সম্পত্তির উপর কোনও দাবি বা আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 7 দিনের মধ্যে 9609700118/8918348081 নম্বরে ফোন করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা অ্যাডভোকেট চঞ্চল দাশগুপ্ত সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, দেশবন্ধুপাড়া, NTS মোড়ের কাছে, শিলিগুড়ি-734004, W.B. (Cont. 9832034430)

অ্যাডভোকেট - চঞ্চল দাশগুপ্ত

রোড ওভার ব্রিজের নির্মাণ

টেন্ডার নোটিস নং. সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৯ তারিখঃ ২৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৯। কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়ি- আলুয়াবাড়ি খণ্ডের রাঙাপানি-নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মধ্যের ৭/৯-৮/০ কিলোমিটারে লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৫ এর (মানব নিযুক্ত) পরিবর্তে রোড ওভার ব্রিজের নির্মাণ। আনুমানিক রাশিঃ ৬২,৭৭,৮৯,৫৭৮.৩৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩২,৮৯,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"হাসিমুখে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রাকারী ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৭টি এসএলআর কামরা পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ৩ (তিন) বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রাকারী ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৭টি এসএলআর কামরা লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলি সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণ করাও প্রয়োজন। **অকশন ক্যাটালগের বিশদ : (১) অকশন ক্যাটালগ নং. : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১এ; কম্পার্টমেন্ট : ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৭টি এসএলআর কামরা। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ০৩.১১.২০২৫, দুপুর ২ টো।**

(HWH-366/2025-26) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫২২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Tender Notice

E-NIT No. : 13(e)/CHAN-II/APAS/2025-26, Dated - 29/10/2025 & 14(e)/CHAN - II/APAS/2025-26, Dated - 29/10/2025 Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov.in

Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal - II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Dev. Block, Malatipur
Malda

বৃষ্টিতে সতেজ জলদাপাড়ার ঘাসবন

দুর্যোগের পর পলি জমে ক্ষতিগ্রস্ত ঘাসবন। -ফাইল চিত্র

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : দিন পঁচিশেক আগের কথা। প্রবল বৃষ্টিতে তোর্ষা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় সেই জল ঢুকে পড়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন জায়গায়। একদিকে বন্যপ্রাণীরা ক্ষতির মুখে পড়ে। তেমনই জলদাপাড়ার ঘাসবনের বড় অংশ ক্ষতির মুখে পড়ে। পলি জমে বিভিন্ন জায়গায় ঘাসবন নষ্ট হয়। সেই ছবি যেন কিছুটা বদলাতে চলেছে। নিম্নচাপের ফলে বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকা যখন ক্ষতির মুখে, তখন উলটো ছবি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। দু'দিনের বৃষ্টিতেই কয়েক জায়গার ঘাসে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

এদিন জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'বৃষ্টিতে তো লাভ হবেই। তবে সেটা কতটা, তা বৃষ্টি কমার পর পর্যবেক্ষণ করেই বোঝা যাবে। পলি জমে যে ক্ষতি হয়েছিল সেটা পূরণ করতেও কিছুটা সময় লাগবে।'

অক্টোবরের প্রথমে জলদাপাড়া যে ধাক্কা খায়, সেটা থেকে এখনও বের হতে পারেনি। তোর্ষা নদীর পাড়ে বেশিরভাগ ঘাসবন নষ্ট হয়েছে। এছাড়াও জঙ্গলের ভেতরে এক ফুট উঁচু পলির স্তর পড়েছে। খাদ্যসংকটে হাতির দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে লাগাতার হানা দিচ্ছে। এত খারাপ খবরের মাঝে বৃষ্টি যেন স্বস্তি দিচ্ছে বনকর্তাদের। জলদাপাড়ার এক রেঞ্জ অফিসার জানালেন, জঙ্গলের ঘাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি।

শীতকালে বন্যপ্রাণীদের খাওয়ার অভাব থাকে না। কিন্তু এবছর খাদ্যসংকটের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যে ঘাসগুলো নেতিয়ে পড়েছিল, সেটা দু'দিনের বৃষ্টিতে অনেকটাই তাজা হবে। আবহাওয়া দপ্তর শনিবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।

জলদাপাড়ায় এবছর বন্যপ্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডার সুনিশ্চিত করতে জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৪০০ হেক্টর জমিতে ১২ রকমের ঘাস লাগানো হয়েছে। চিলাপাতা, কোদালবস্তি, নীলপাড়া, ইস্ট জলদাপাড়া, ওয়েস্ট জলদাপাড়া, নর্থ জলদাপাড়া, লঙ্কাপাড়া এলাকায় ঘাস লাগানো হয়েছিল। চেপ্টি, মধুয়া, মালসা, ভুট্টাঘাস, নল, বনসপাটারি, বাঁশ খাগড়া, কাশিয়া, একরা, পুরুন্ডি, হোগলা, ঢাড্ডার মতো ঘাসগুলোও শীতের শুরুর আগে বৃষ্টিতে আরও তাজা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাহাড়ে বৃষ্টি, বাতিল টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য শুক্রবারও বাতিল করা হল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং আপ ও ডাউন টয়ট্রেন পরিষেবা। এই সময়ে ট্রেন চললে চাকা স্কিট করে লাইনচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাহাড়ি পথে ধস নামারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কর্তারা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল রাখা হবে বলে জানা গেল। শনিবার আবহাওয়ার অবস্থা দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে রেল।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'বৃষ্টিতে গাড়ি চালানো ঝুঁকি হয়ে যাবে। তাই পরিষেবা বাতিল রাখা হয়েছে।'

পাহাড়ে বুধবার থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিন ট্র্যাকে বালি ছড়ানোর পরও বারবার পিছলে যাচ্ছিল চাকা।

ডিএইচআর সদর দপ্তর কার্সিয়াংয়ে এলিসিয়া ভবনে বিষয়টি জানানো হয়। এরপরই এলিসিয়া ভবন থেকে ট্রেন বাতিলের নির্দেশ আসে। যাত্রীদের ভাড়াগাড়িতে চাপিয়ে দার্জিলিং পৌঁছে দেওয়া হয়।

বন্ধন ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধি

নিউজ ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : বন্ধন ব্যাংক ২০২৫-'২৬ অর্থ বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। ব্যাংকের মোট ব্যবসা গত বছরের তুলনায় ৯ শতাংশ বেড়ে ২.৯৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। মোট আমানতের মধ্যে খুচরো আমানতের অংশ এখন প্রায় ৭১ শতাংশ। বর্তমানে বন্ধন ব্যাংক দেশের ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬,৩৫০টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে ৩.২৩ কোটির বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে। এই বিষয়ে ব্যাংকের এমডি ও সিইও পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত বলেন, 'বন্ধন ব্যাংক ২.০-এর পরবর্তী ধাপে আমরা আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে যাব।'

eNIT NO :- 08/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call)
of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No. : 801/WBSRDA/DD, Dated : 31.10.2025
(E-Procurement)

Details of eNIT NO :- 09/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT||WBSRDA||DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 01.11.2025 at 10.00 Hrs.

Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T. No:-
1) WBMAD/JM/CH/e-NIT-53/2025-26 MEMO No. 3370/JM DATE : 30/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_934252_1
Last date of bidding (On line) dated:- 29/11/2025 at 6.55 P.M.
2) WBMAD/JM/CH/e-NIT-54/2025-26 MEMO No. 3371/JM DATE : 30/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_935109_1
3) WBMAD/JM/CH/e-NIT-55/2025-26 MEMO No. 3372/JM DATE : 30/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_935147_1
4) WBMAD/JM/CH/e-NIT-56/2025-26 MEMO No. 3373/JM DATE : 30/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_935168_1
5) WBMAD/JM/CH/e-NIT-57/2025-26 MEMO No. 3374/JM DATE : 30/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_935187_1
6) WBMAD/JM/CH/e-NIT-58/2025-26 MEMO No. 3375/JM DATE : 30/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_935206_1
Last date of bidding (On line) dated:- 01/12/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের ইউনিট ভিত্তিক ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ির আওতাধীন রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে-

ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	নভেম্বর, ২০২৫	০৭-১১-২০২৫ এবং ১৮-১১-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	নভেম্বর ২০২৫	০৭-১১-২০২৫ এবং ১৮-১১-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	নভেম্বর ২০২৫	০৭-১১-২০২৫ এবং ১৮-১১-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সিনিয়ার/জুনিয়ার রিপোর্টার চাই
WALK-IN-INTERVIEW

শিলিগুড়িতে সিনিয়ার/জুনিয়ার রিপোর্টার নেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা রবিবার, ২ নভেম্বর ২০২৫-এ বেলা ১১টায় সিভি সহ সরাসরি চলে আসতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা থাকবে।

সময় : দেড় ঘণ্টা
ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১

আজ টিভিতে

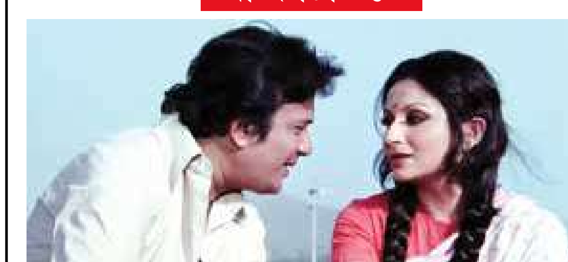

আনন্দ আশ্রম সকাল ১০.৩০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ সুদ আসল, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ সেজবউ, সন্ধে ৭.১৫ ফাইটার-মারব নয় মরবো, রাত ১০.৪৫ কে তুমি নন্দিনী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ আনন্দ আশ্রম, দুপুর ১.৩০ সিঁথির সিঁদুর, বিকেল ৪.৪৫ রাবণ, সন্ধে ৭.৪৫ কেল্লোর কীর্তি, রাত ১০.৪৫ শুধু তোমার জন্য

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, দুপুর ১২.০০ অভাগিনী, ২.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৫.০০ মঙ্গলদীপ, রাত ১০.৩০ বুনোহাঁস

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ তলাশ, বিকেল ৩.৫০ ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি, সন্ধে ৬.৫০ ক্রোধ, রাত ১০.০০ হাউসফুল

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.১৩ ফুল বনে অঙ্গারে, বিকেল ৪.২৮ জুর্ম, সন্ধে ৭.২৮ খিলাড়ি ৪২০, রাত ১০.০১ খোঁজ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৯ টয়লেট : এক প্রেম কথা, দুপুর ২.২৭ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৫.১৫ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, সন্ধে ৭.৩০ গ্রাউন্ড জিরো, রাত ৯.৫৭ খুঁখার

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ৯.৪২ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১২.০০ ফোবিয়া, ১.৪৮ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৩.৫২ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.৩১ ডন-টু, রাত ৯.০০ কোড নেম তিরঙ্গা, ১১.১৭ হ্যাপি ভাগ জায়েগি

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৪৫ ব্রুস অলমাইটি, বিকেল ৩.৩০ অনওয়ার্ড, ৫.০০ জাঙ্গল ক্রুজ, রাত ১১.৩০ এক্সোডাস : গডস অ্যান্ড কিংস

চুনো মাছের চচ্চড়ি এবং কিমা পোস্ত কারি রান্না শেখাবেন শুভ্রা ঘোষ এবং সোনালি রাও ঘোষ।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ওয়াইল্ড ফ্র্যাঙ্ক ইন আফ্রিকা
রাত ৯.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

জাঙ্গল ক্রুজ বিকেল ৫.০০ **স্টার মুভিজ**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাওয়ার জন্য দৌড়াবেন না। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃষ : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান। বিদ্যার্থীরা সফলতা পাবেন। প্রেমের বিষয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা। আর্থিক কারণে সম্পর্ক নষ্ট। মিথুন : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। ভ্রমণে বেরিয়ে সমস্যায়। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে রাশ টানুন। কর্কট : সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে। সিংহ : নিজের বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখুন। চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদগণ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। কন্যা : সামান্য কারণে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সংগীতশিল্পীরা উদাহরণযোগ্য সুযোগ পাবেন। তুলা : মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। পরিবার নিয়ে সারাদিন ভালো কাটবে। বৃশ্চিক : আইনি সমস্যায় জড়াতে পারেন। কারও অর্থ নিজের কাছে রাখবেন না। হাঁটুর সমস্যা বাড়বে। ধনু : বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। লোহা ও কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বরাত পাবেন। অধিক ভোজনে সমস্যা। মকর : আজ কোনও কাজেই মনোনিবেশ করতে পারবেন না। সন্তানের সঙ্গে বিরোধ হতে পারে। ব্যবসা চলবে মোটামুটি। কুম্ভ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অতিভোজনে সমস্যা। ব্যবসায় বিনিয়োগে লাভবান হবেন। মীন : সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি এড়াতে নীরব থাকাই শ্রেয়। বদলির সংবাদ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১০ কার্তিক, ১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪ কাতি, সংবৎ ১১ কার্তিক সুদি, ৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৪।৫৭। শনিবার, একাদশী রাত্রি ২।৪৮। শতভিষানক্ষত্র দিবা ২।৩৬। ধ্রুবযোগ রাত্রি ১১।৪৪। বণিজকরণ দিবা ৩।২২ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ২।৪৮ গতে ববকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ২।৩৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ২।৩৬ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ২।৪৮ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ২।৪৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।১০ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।১০ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ২।৩৬ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ৩।২২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ২।৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে দক্ষিণে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ২।৪৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।৪৮ গতে মাসদগ্ধা। উত্থানৈকাদশীর উপবাস। গোস্বামিমতে অদ্য ও নিম্বার্কমতে পরাহে উত্থানৈকাদশীর উপবাস। গোস্বামিমতে নিয়মসেবা (একাদশ্যারম্ভকল্পে কার্তিকব্রত) সমাপন। গোস্বামিমতে ভীষ্মপঞ্চক ব্রতারম্ভ। বকপঞ্চক মধ্যে নদীর শীতল জলে স্নান কর্ত্তব্য এবং জীবহিংসা ও মাংসভক্ষণ নিষেধ। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু দিবস ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের প্রয়াণ দিবস। স্বামী সুবোধানন্দের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ৭।২৮ গতে ৯।৩৬ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৩৭ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৪৩ গতে ২।২৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২৯ গতে ৩।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্জলা ধলপলের শতাধিক পরিবার

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : দীর্ঘ চার বছর পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত শতাধিক পরিবার! ২০২৪ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছানোর কথা। তবে ২০২৫ সাল শেষ হতে চললেও এখনও বঞ্চিত ধলপলের বেশ কয়েকটি গ্রাম। আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? প্রশ্ন বঞ্চিতদের। সুস্থ থাকতে হলে পরিস্রুত পানীয় জল প্রয়োজনীয়। অথচ বছরের পর বছর টিউবওয়েলের আয়রনযুক্ত জলেই তেষ্টা মেটাচ্ছেন গ্রামবাসী। ফলে পেটের রোগ সহ একগুচ্ছ সমস্যায় ভুগছেন মানুষ। এই নিয়ে প্রশাসনের উদাসীনতায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিকলিগুড়ি দ্বিতীয় খণ্ড, ডিয়ারিপাড়া, বিসেরডাঙ্গা, উত্তর ধলপলের কিছু অংশ, নারায়ণধামের পাড় সহ বিভিন্ন এলাকায় চার বছর ধরে পানীয় জলের পরিষেবা একদম বন্ধ রয়েছে। কারণ, আগে শুধুমাত্র রাস্তার ধারে স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে জল পড়ত। তারপর বাড়ি বাড়ি জলের লাইন দেওয়ায় আর জল পৌঁছায় না। বেশি সংখ্যায় জলের সংযোগ এবং এলাকা

থেকে দূরে জলাধার থাকায় বাড়িতে জল পৌঁছাচ্ছে না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি নতুন জলাধার নির্মাণের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। তবে ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলপল বাজার, সিংপাড়া, ভুরকুশ এলাকায় মোট তিনটি রিজার্ভার চালু রয়েছে। তবুও সমস্যা মিটছে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন উপপ্রধান নুর ইসলাম মিয়াঁ বলেন, 'আমার এলাকায় চার বছর পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরে বহুবার জানিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। পানীয় জলের জন্য এলাকায় হাহাকার চলছে। তবে কে কার কথা শোনে!'

কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায় জল কিনে খাওয়ার মতো অবস্থা নেই কারও। অনেকে আবার দু'কিলোমিটার দূরে গিয়ে জল নিয়ে আসেন। তবে রোজ তা সম্ভব হয় না। সামিদুল রহমান নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'প্রতিদিন কাজের ক্ষতি করে দূরে গিয়ে জল আনা সম্ভব নয়। দ্রুত পরিষেবা চালু না হলে আন্দোলনে নামার কথা ভাবতে হবে।'

তুফানগঞ্জ পিএইচই-র সহকারী বাস্তুকার তরুব্রত রায় বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

খাইরুলের বাড়িতে উদয়ন

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : গত ২৯ অক্টোবর এসআইআর আতঙ্কে দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিৎপুরের বাসিন্দা খাইরুল শেখের কীটনাশক পানের ঘটনায় চাঞ্চল্য জেলাজুড়ে। ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রীরও নজরে এলে শুক্রবার তাঁর নির্দেশে খাইরুলের বাড়ি গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

খাইরুল ও তাঁর পরিবারকে সরকারি তরফে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি এসে ফর্ম ফিলআপ করবেন। সঠিকভাবে ফর্ম পূরণের জন্য প্রশাসনের তরফেও কর্মীরা থাকবেন।' মন্ত্রীর আশ্বাসে আপাতত কিছুটা স্বস্তিতে গ্রামবাসী।

চায়ে পে চুমুক... বৃষ্টিস্নাত কোচবিহার শহরে শুক্রবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়।

প্রশ্ন বিএমওএইচ'কে নিয়ে

পরিষেবা তলানিতে ক্ষোভ দেওয়ানহাটে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৩১ অক্টোবর : চিকিৎসায় গাফিলতিতে গত চার মাসে দেওয়ানহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি শিশু এবং এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। বাসিন্দারা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) দীপায়ন বসু সহ এখানকার চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে অতিদ্রুত পদক্ষেপ না করা হলে বাসিন্দারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ব্যতিক্রমী হলেও এক্ষেত্রে শাসকদল তৃণমূল সহ বিজেপি, সিপিএম নেতৃত্বের গলাতেও একই সুর। তাঁরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার আড়ি বলেছেন, 'ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে আমার কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। বৃহস্পতিবারের ঘটনা শুনেছি। সবটা খতিয়ে দেখা হবে।'

বৃহস্পতিবার রাতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। মৃতের নাম অর্চনা বর্মন (১৫)। পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ অবস্থাতেই ওই কিশোরীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। পরিবারের লোক ও প্রতিবেশীরা বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের হস্তক্ষেপে ঘণ্টা দুয়েক পর সেই অবরোধ ওঠে। শুক্রবার কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকেরা ওই কিশোরীর মৃতদেহ নিয়ে ফের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ।

মৃত কিশোরীর জেঠিমা মায়া বর্মন বলেন, 'আমরা যা হারাবার তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এভাবে যেন আর কারও সন্তান চলে না যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখুক।'

> আমরা যা হারাবার তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এভাবে যেন আর কারও সন্তান চলে না যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখুক।
>
> **মায়া বর্মন** *মৃত কিশোরীর জেঠিমা*

আরজি কর কাণ্ডের সময় রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উঠে আসা থ্রেট সিন্ডিকেটে দীপায়নের নাম জড়িয়ে ছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে তাঁর প্রবল প্রতাপের কথা কারও অজানা নয়।

বর্তমানে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিএমওএইচ দীপায়ন সহ মোট পাঁচজন চিকিৎসক আছেন। অভিযোগ, তাঁরা কেউই নিয়মিত রোগী দেখেন না। সেই জায়গায় দায়িত্ব সামলান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। অভিযোগ উড়িয়ে দীপায়ন বলেন, 'আমি এবং বাকি মেডিকেল অফিসাররা যথাযথ দায়িত্ব পালন করি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। চিকিৎসায় গাফিলতির কোনও বিষয় নেই।'

চলতি বছরের জুলাই মাসে দেওয়ানহাট মোয়ামারির চার বছরের শিশু তানবির হককে সাপে ছোবল দেয়। অভিযোগ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তানবিরকে অ্যান্টি ভেনম ইনজেকশন দেওয়া হয়নি। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হলে পথেই তার মৃত্যু হয়। কোচবিহার-১ ব্লক সহ দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রায় ৭০ হাজার মানুষ দেওয়ানহাট ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা নিয়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত দল সরব হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি তাপসকুমার দে বলেন, 'দীপায়ন নিজে এই হাসপাতালে আসেন না। জুনিয়ার ডাক্তারদের দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে। আমরা দলীয়ভাবে সোমবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে লিখিত অভিযোগ জানাব।'

হুঁশিয়ারি দিয়ে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির আহ্বায়ক শুভাশিস চৌধুরী বলেন, 'বারবার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠলেও স্বাস্থ্য দপ্তর উদাসীন। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ যেদিন ভাঙবে প্রশাসন তা সামলাতে পারবে না।'

সিপিএমের দেওয়ানহাট এরিয়া কমিটির সম্পাদক নীহাররঞ্জন দাসের বক্তব্য, 'বিল্ডিং-এর রংই শুধু নীল-সাদা হয়েছে, চিকিৎসার কোনও উন্নতি নেই। তার খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ।'

দুরন্ত শৈশব।। কোচবিহার রাসমেলার মাঠে। শুক্রবার । ছবি : জয়দেব দাস।

কেউ অভাবকে জয় করে নিজের সাফল্যগাথা লিখেছে। কেউ আবার মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে। তৃতীয় সিমেস্টারের ফল প্রকাশিত হতে খুশির হাওয়ার মাঝেই মেধাতালিকা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্নও।

অভাবের মধ্যেও সূর্যের তেজ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৩১ অক্টোবর : উচ্চমাধ্যমিকের থার্ড সিমেস্টারে রাজ্যের সম্ভাব্য মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্র সূর্য বর্মন। সূর্য কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগ্রামের বাসিন্দা। রাজ্যের সম্ভাব্য মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সূর্য ভবিষ্যতে আইআইটিতে পড়তে চায়।

সূর্যের কথায় বলে, 'আমার ভালো ফলের পিছনে বাবা-মায়ের অবদান আছে। স্কুলের সমস্ত শিক্ষক এবং আমার গৃহশিক্ষকরা আমাকে এই ফল করতে ভীষণ সাহায্য করেছেন।' পড়ার বইয়ের পাশাপাশি সূর্য গল্পের বই পড়তেও ভালোবাসে। অবসর সময়ে সূর্য ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে।

সূর্যদের অভাবের সংসার। তার বাবা দিলীপ মাথাভাঙ্গা শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের গাড়ির চালক, মা মাধবী গৃহবধূ। দেড় বিঘা বন্ধকি জমিতে চাষাবাদ ও গাড়ি চালিয়ে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই কোনওরকমে তাদের দিন চলে। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চায় অভাবী ঘরের এই মেধাবী ছাত্রটি। দিলীপ বলেন, 'খুব কষ্ট করে ওর পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছি। জানি না আর কতদিন খরচ চালাতে পারব।'

তৃতীয় সিমেস্টারে সূর্য ৯৭ শতাংশেরও বেশি নম্বর পেয়েছে। সূর্য বাংলায় ৩৮, ইংরেজিতে ৪০ এবং অঙ্কে ৩৮ পেয়েছে। সূর্য ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে ৩৫ এবং বায়োলজিতে ৩২ নম্বর পেয়েছে। ছাত্রের ভালো ফলে খুশি হয়েছেন স্কুলের শিক্ষকরা। বিদ্যালয়ের টিআইসি শ্যামল পাল, সহশিক্ষক তন্ময় চক্রবর্তী সূর্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

সূর্যের এই ফলে খুশি প্রতিবেশীরাও। পাড়ার বাসিন্দা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মজিবুল আহমেদ বলেন, 'অভাবের মধ্যেও সূর্য নিজের তেজ দেখিয়েছে। ও জীবনে অনেক দূর এগোক এই কামনা করি।'

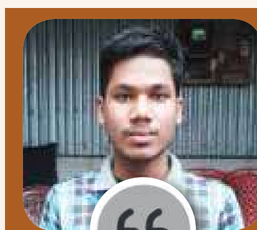

> আমার ভালো ফলের পিছনে বাবা-মায়ের অবদান আছে। স্কুলের সমস্ত শিক্ষক এবং গৃহশিক্ষকরা আমাকে এই ফল করতে সাহায্য করেছেন।
>
> - সূর্য বর্মন

সময় পেলে দুর্গা প্রতিমা তৈরি

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৩১ অক্টোবর : শুক্রবার দৌলতপুর হাইস্কুলের 'হিরো' ছিল দীপান্বিতা। দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে। ততক্ষণে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সাংবাদিক সম্মেলন করে গোটা রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছেন সেই মেধাবী কন্যার কৃতিত্বের কথা। তারপর দীপান্বিতাকে সামনে রেখে প্রেয়ারের লাইনে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীকে দাঁড় করানো হয়। তারপর বাকিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় কৃতী দীপান্বিতার সঙ্গে। উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারে রাজ্যে চতুর্থ ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে খালি দৌলতপুর হাইস্কুলের নয়, দক্ষিণ দিনাজপুরের নাম উজ্জ্বল করেছে এই কন্যা।

দৌলতপুর হাতিডুবা এলাকার বাসিন্দা দীপান্বিতা পালের বাবা জগৎপতি পাল। তিনি হরিরামপুর বেটনা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর মা তন্দ্রা ঘোষ মেয়ের স্কুলেই ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষিকা। দীপান্বিতারা দুই বোন। সে বড়।

দীপান্বিতা ৯৮.৪২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। ১৯০ এর মধ্যে মোট প্রাপ্ত নম্বর ১৮৭। বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্কে ৪০ নম্বর করে পেয়েছে। কেমিস্ট্রিতে ৩৩ ও ফিজিক্সে ৩৪ নম্বর পেয়েছে। অঙ্ক তার প্রিয় বিষয়। পরবর্তী সিমেস্টারে তাই আরও বেশি নম্বর তোলার চেষ্টা করবে সে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ভবিষ্যতে গবেষণা করার ইচ্ছে রয়েছে দীপান্বিতার। পড়াশোনার কোনও বাঁধাধরা সময় ছিল না, তবে যখন পড়তে বসত, তখন চেষ্টা করেছে পুরো বিষয়টির গভীরে গিয়ে বুঝে নেওয়ার। এই মেধাবী ছাত্রী বলছিল, 'সময় পেলেই গান করি, আঁকি, মাটির মূর্তি বানাতে ভালোবাসি। এবার দুর্গাপুজোয় একটি দুর্গা প্রতিমাও বানিয়েছিলাম।' এই সাফল্যের পেছনে বাবা-মা, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পাঁচজন গৃহশিক্ষক এবং যোগ শিক্ষকের ভূমিকা রয়েছে, জানিয়েছে দীপান্বিতা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'প্রত্যন্ত এলাকায় থেকেও যে এইরকম ফলাফল করা যায় তা দেখিয়ে দিল দীপান্বিতা। ওর সাফল্য কামনা করি।'

> সময় পেলেই গান করি, আঁকি, মাটির মূর্তি বানাতে ভালোবাসি। এবার দুর্গাপুজোয় একটি দুর্গা প্রতিমাও বানিয়েছিলাম।
>
> - দীপান্বিতা পাল

মেধাতালিকা নিয়ে প্রশ্ন চন্দ্রচূড়ের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : ২০২৩ সালে রামভোলা হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্য মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল চন্দ্রচূড় সেন। শুক্রবার রাজ্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ থেকে যে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে তার নাম নেই। আর কেন নাম নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চন্দ্রচূড়।

এবার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারে ১৯০ নম্বরের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর হল ১৮৮। আর ১৮২ নম্বর পেয়েছে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের চন্দ্রচূড়। চন্দ্রচূড়ের দাবি, মেধাতালিকায় তার সপ্তম হওয়ার কথা।

চন্দ্রচূড়ের কথায়, 'এবার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা হয়েছে মাল্টিপল চয়েসে। সেখানে কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। শতাংশের হারে কোনও নম্বর নেই। সবটাই পূর্ণাঙ্গ নম্বর। সেক্ষেত্রে ১৮৮ যদি সর্বোচ্চ নম্বর হয়, তাহলে ১৮২ পেয়ে তো আমার সপ্তম হওয়ার কথা। কিন্তু যে ১৮৪ নম্বর পেয়েছে সে দশম হয়েছে। এই ৫ নম্বরের মধ্যে মেধাতালিকায় ১০ জনের নাম এল কী করে?'

চন্দ্রচূড় সেন

ধোঁয়াশা যেখানে

- পরীক্ষা হয়েছে মাল্টিপল চয়েসে
- সেখানে কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই
- শতাংশের হারে কোনও নম্বর নেই
- সবটাই পূর্ণাঙ্গ নম্বর
- ৫ নম্বরের মধ্যে মেধাতালিকায় ১০ জনের নাম এল কী করে

চন্দ্রচূড়ের দাবি কতখানি যথার্থ, সেকথা বলতে পারছেন না উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলার যুগ্ম কনভেনার মানস ভট্টাচার্যও। তিনি বলেন, 'কীভাবে এই মেধাতালিকা ঘোষণা করা হয়েছে সেই বিষয়টি আমারও জানা নেই।' উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের রাজ্য সভাপতির সঙ্গে কথা বলবেন তিনি।

রামভোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দাস অবশ্য বলেন, 'রেজাল্ট ঠিকই আছে। রেজাল্টে কোনও ভুল নেই। আগামী সিমেস্টারে চন্দ্রচূড় আরও ভালো ফলাফল করে রাজ্য মেধাতালিকায় জায়গা পাবে বলে আমি আশাবাদী।'

বৈঠক

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : মদনমোহনবাড়ির ভেতরে শুক্রবার রাসমেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাকে কেন্দ্র বৈঠক হয়। বৈঠকে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএনএল অফিসের সামনে জল

তুফানগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : জমা জল পেরিয়ে সবাই তুফানগঞ্জের বিএসএনএল অফিসে ঢুকছে। বেশ কয়েক বছর ধরে জলনিকাশি ব্যবস্থা অচল থাকায় অল্প বৃষ্টি হলেই অফিসের সামনে জল জমে যায়। একটানা বৃষ্টিতে বর্তমানে অফিসের সামনের রাস্তার জল থইথই অবস্থা। এছাড়াও অফিসে ঢোকার মুখে জমে রয়েছে আবর্জনা।

বিএসএনএল অফিসের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সুমিত আর্য বলেন, 'উপযুক্ত জলনিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।' তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন জানান, বিএসএনএল অফিসের সামনের রাস্তা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

তুফানগঞ্জ-কোচবিহার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রয়েছে বিএসএনএল অফিস। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন গ্রাহকরা বিভিন্ন কাজে এই অফিসে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দা সমীর সরকার বিএসএনএল অফিসে মোবাইলের সিম নিতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'মাঝেমধ্যেই দেখি অফিসের ঠিক সামনে কিছু গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। সরকারি একটি অফিসের সামনে এভাবে আবর্জনা ফেলে রাখা এবং গাড়ি পার্ক করে রাখা ঠিক নয়। বৃষ্টিতে অফিসের সামনের রাস্তায় জল জমে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে।'

চৌরঙ্গির জগদ্ধাত্রীপুজোয় সম্প্রীতির নজির

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৩১ অক্টোবর : না আছে চন্দননগরের চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, না আছে থিমের বহর, তবুও চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি এলাকার জগদ্ধাত্রীপুজো সকলের নজর কাড়ে। এই পুজোয় যেমন সাধন রায় ও লিটন রহমানরা একসঙ্গে মিলে আয়োজন করেন তেমনি পুজো শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে স্কুল পড়ুয়া সেলমি নাসরিন ও রূপসা তরফদাররা। বর্তমান সময়ে ধর্মের নামে হিংসা ও বিবাদের মাঝে এই পুজোটি সকলের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেয়।

চৌরঙ্গি জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটির সদস্যদের মধ্যে সাধন বলেন, 'এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ দুর্গা ও কালীপুজোর সময় বাড়ির বাইরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। কেউ পুজো সংলগ্ন মেলায় দোকান দেন, কেউ মণ্ডপের কাজ করেন, কেউবা আলোকসজ্জার কাজের জন্য উৎসবের দিনগুলিতে বাড়ির বাইরে থাকেন। তাঁরাও যাতে পরিবারের সঙ্গে একটি পুজো কাটাতে পারেন তাই ছয় বছর আগে এলাকার তরুণরা মিলে জগদ্ধাত্রীপুজো শুরু করেছিলেন।' তিনি জানান, এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন প্রয়াত পিন্টু রায়।

চৌরঙ্গির জগদ্ধাত্রীপুজোর মণ্ডপ। -সংবাদচিত্র

চৌরঙ্গির বাসিন্দা প্রদীপ রায় বিভিন্ন মেলায় খাবারের দোকান দেন। তিনি বলেন, 'কোনও পুজোয় পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারি না। কালীপুজো শেষে বাড়ি ফিরি। তাই বাড়িতে ছেলে মন খারাপ করে। কিন্তু বাড়ির কাছে জগদ্ধাত্রীপুজো হওয়ায় পরিবারের সকলে মিলে দু'দিন খুব আনন্দ করি।'

> দুর্গাপুজোর সময় থেকে আমাদের এই জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পুজো উপলক্ষ্যে চাঁদা সংগ্রহ থেকে শুরু করে রাত জেগে প্যান্ডেলের কাজের তদারকি করা, এমনকি ভোগের প্রসাদ বিলি এবং প্রতিমা বিসর্জন সবকিছু আমরা একসঙ্গে করি।
>
> **লিটন রহমান** *সদস্য, চৌরঙ্গি জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটি*

কমিটির আরেক সদস্য লিটন রহমানের কথায়, 'দুর্গাপুজোর সময় থেকে আমাদের এই জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পুজো উপলক্ষ্যে চাঁদা সংগ্রহ থেকে শুরু করে রাত জেগে প্যান্ডেলের কাজের তদারকি করা, এমনকি ভোগের প্রসাদ বিতরণ এবং পুজো শেষে প্রতিমা বিসর্জন সবকিছু আমরা একসঙ্গে করি। এই পুজোর জন্য আমরা বছরভর অপেক্ষা করি।'

পুজো কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'নবমী ও দশমীতে পুজো হয়। এই দুইদিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।' ছয় বছর ধরে এই পুজোর পৌরোহিত্য করছেন মনোজ বর্মন। দশমীতে এখানে খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এই পুজো দেখতে এবং প্রসাদ গ্রহণ করতে ভিড় জমান। আগের বছরগুলিতে পুজোটি চৌরঙ্গি নেতাজি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে হয়ে থাকলেও এবছর সুহৃদ সংঘের মাঠে পুজোটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক বছর এখানে দশমীতে সন্ধ্যায় বাইরের ও স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে এবছর অনুষ্ঠানটি রবিবার করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সোমবার মায়ের বিসর্জন হবে।

পালটা হেনস্তার প্রতিবাদে ভোট বয়কটের ডাক বাসিন্দাদের

পাচারে বাধা, আক্রান্ত পুলিশ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : কথায় আছে, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা'। কিন্তু তুফানগঞ্জের দেওচড়াই এলাকার চৌকুশি বলরামপুর গ্রামে দেখা গেল উলটো ছবি। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা ওই গ্রামে গোরু পাচার রুখতে অভিযান চালাতে গিয়ে পাচারকারীদের রোষের মুখে পড়ল খোদ পুলিশই। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এতে দুজন পুলিশকর্মীও আহত হন। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর ও হামলার ঘটনায় ২৪ জনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের ওপরই পালটা দোষ চাপিয়ে দিয়েছে। তাঁদের পালটা দাবি, ওই রাতে পুলিশের দল কোনও পাচারকারীকে ধরতে পারেনি। বরং একটি বাড়ির গোয়াল থেকে দুটি গোরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। চোর ভেবেই গ্রামের মানুষ তাতে বাধা দেন। এদিকে, গ্রামবাসীদের নামে হওয়া মিথ্যে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ও পুলিশি হেনস্তার প্রতিবাদে শুক্রবার চৌকুশি বলরামপুর গ্রামে জমায়েত করে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে একত্রিত হয়েছেন বাসিন্দারা। চৌকুশি বলরামপুরে।

এই নিয়ে বর্তমানে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে ক্রমে উত্তেজনা বাড়ছে। পুলিশকে মামলা তুলে নিতে পালটা চাপ তৈরি করছেন এলাকাবাসী। গত দু'দিন ধরে মামলা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে স্থানীয়রা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে গেলেও কোনও লাভ হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিকেলে চৌকুশি বলরামপুর গ্রামের মাঠে গ্রামবাসীদের একাংশ জমায়েত করে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। স্থানীয় আনোয়ার হোসেনের দাবি, 'নিরপরাধ বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার করা না হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমরা দুটি বুথের বাসিন্দারা ভোটদান থেকে বিরত থাকব।' এছাড়া বিষয়টি নিয়ে সকলে শনিবার এসপি অফিসে যাবেন। সেখানেও সুরাহা না হলে আগামীদিনে তুফানগঞ্জ থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দেন।

অভিযোগ

- মঙ্গলবার গোরু পাচার রুখতে অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশ পাচারকারীদের রোষের মুখে পড়ে বলে অভিযোগ
- পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া হয় এবং দুজন পুলিশকর্মী আক্রান্ত হন
- স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ দুটি গোরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় চোর ভেবেই গ্রামের মানুষ তাতে বাধা দেন

তবে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার স্পষ্ট বলেছেন, 'সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং পুলিশকে মারধরের অভিযোগেই মামলা হয়েছে।' চৌকুশি বলরামপুর গ্রামের কালজানি নদী দিয়ে গোরু পাচারের খবর পেয়েছিল পুলিশ। তুফানগঞ্জ এসডিপিও-র নেতৃত্বে মঙ্গলবার রাতে পাচার রুখতে অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, গোরু উদ্ধার করে ফেরার সময় পুলিশের গাড়ি ঘিরে ফেলে পাচারকারীরা। পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং দুজন পুলিশকর্মী আহত হন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কোনওক্রমে এলাকা ছাড়েন পুলিশকর্তারা।

এদিকে, এক গ্রামবাসী জাহিনুর হোসেনের বক্তব্য, 'গোরু পাচারের অভিযানের নামে প্রতি রাতেই আমাদের পুলিশি হেনস্তার শিকার হতে হয়। পুলিশ আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে গোরু নিয়ে রওনা দিয়েছিল। বাড়ির লোক চিৎকার করতেই গ্রামবাসীরা সেই গাড়ি ঘিরে ফেলে। অন্ধকারে কেউ ঢিল ছুড়েছে। তখনই মাইকে জানানো হয় ওরা চোর নয়, পুলিশ।'

এদিকে, পুলিশ স্থানীয় ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জাহিনুর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পাখির চোখে।। গুয়াহাটির ভুবনেশ্বরী মন্দির থেকে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের অর্ণব দত্ত।

ফের পোর্টাল খুলছে পিবিইউ

স্নাতকোত্তরের সিলেবাস শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তায় পড়ুয়ারা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার হয়েছে মপ আপ কাউন্সেলিং। তবুও কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগের আসন ফাঁকা। সান্ধ্যকালীন কোর্সেও বেশ কিছু আসন ফাঁকা। এই অবস্থায় শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠকে ফের স্নাতকোত্তরে ভর্তির জন্য পোর্টাল খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'আমাদের কিছু আসন এখনও ফাঁকা। কয়েকজন ছাত্র নতুনভাবে ভর্তির জন্য আমাদের কাছে আবেদনও জানিয়েছে। তাই ছাত্রস্বার্থের কথা মাথায় রেখে ২ নভেম্বর থেকে ফের পোর্টাল খোলা হচ্ছে। ৭ নভেম্বরের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠক সূত্রে খবর, ২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পোর্টাল ফের খোলা হবে। ৪ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন পড়ুয়ারা। পরবর্তীতে মেরিট লিস্ট প্রকাশ এবং ভর্তির সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা।

এদিকে, বারবার পোর্টাল খোলার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা পূরণ না হওয়ায় চিন্তা বাড়ছে অধ্যাপকদের। অন্যদিকে, নতুন ভর্তি হওয়া পড়ুয়ারা নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও পড়ুয়াদের সমস্যার কথা মানতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক প্রদীপ হালদারের কথায়, 'ফের পোর্টাল খোলা হলেও নতুন পড়ুয়াদের খুব একটা সমস্যায় পড়তে হবে না। পুজোর আগে ক্লাস শুরু হলেও পড়ুয়ারা হাতেগোনা কয়েকটি ক্লাস পেয়েছে।'

ভর্তির সুযোগ

- ২ নভেম্বর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পোর্টাল খোলা হবে
- ৪ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন পড়ুয়ারা
- ৭ নভেম্বরের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করা হবে

> পুজোর বন্ধের আগে দুই থেকে তিনদিন ক্লাস হয়েছে এবং ছুটি শেষ হলে তিনদিন ক্লাস হয়েছে। সবমিলিয়ে পড়ুয়াদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য আমরা ৭ তারিখের মধ্যেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব। তাছাড়া কারও যদি সিলেবাস শেষ করা নিয়ে সমস্যা হয়, তাহলে বিভাগীয় অধ্যাপকরা তাদের সহযোগিতা করবেন।
>
> **মাধবচন্দ্র অধিকারী**
> *ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার*

তবে রেজিস্ট্রার বলেন, 'পুজোর বন্ধের আগে দু থেকে তিনদিন ক্লাস হয়েছে এবং ছুটি শেষ হলে তিনদিন ক্লাস হয়েছে। সবমিলিয়ে পড়ুয়াদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য আমরা ৭ তারিখের মধ্যেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব। তাছাড়া কারও যদি সিলেবাস শেষ করা নিয়ে সমস্যা হয়, তাহলে বিভাগীয় অধ্যাপকের তাদের সহযোগিতা করবেন।'

সূত্রের খবর, গত বছরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে বহু আসন ফাঁকা পড়ে ছিল। ছাত্রের অভাবে সান্ধ্যকালীন একাধিক কোর্স সে বছরের জন্য বন্ধ করে দিতে হয় কর্তৃপক্ষকে। তাই এবার আসন পূরণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একাধিকবার পোর্টাল খোলা হয়। তবে দিনদিন উচ্চশিক্ষার প্রতি পড়ুয়াদের অনীহা বাড়ায় আশঙ্কায় অধ্যাপকরাও।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকলেও এবছর সবমিলিয়ে পাঁচ থেকে ছয়জন পড়ুয়া নির্ধারিত ওই ক্যাটিগোরিতে ভর্তি হয়েছে। আসন নির্ধারিত থাকার পরেও কেন ওই বিভাগে পড়ুয়ারা আবেদন করতে পারছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

জেলাজুড়ে ইন্দিরা গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন

কোচবিহার ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : শুক্রবার জেলাজুড়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন করল জাতীয় কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের তরফে তাদের কার্যালয়ে ইন্দিরার প্রতিকৃতিতে ও পুলিশ লাইন মোড়ে থাকা মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দিনহাটার কংগ্রেস কর্মীরা গোধুলিবাজার সংলগ্ন কার্যালয়েও দিনটি পালন করেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন নেতা-কর্মীরা।

হলদিবাড়ি ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে ইন্দিরার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

হলদিবাড়ির ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা কলোনি মোড়ে পূর্ণাবয়ব মূর্তিতেও মাল্যদান করা হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিচারণা, দেশ শাসন ও দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করে আলোচনা করেন বক্তারা।

চ্যাংরাবান্ধা বাজার আইএনটিইউসি-র দপ্তরেও প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও তাঁর মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ারহাটে দেশের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণ দিবস পালন করে আইএনটিইউসি।

কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারের কথায়, 'এদিন সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়েছে।'

কান্তেশ্বর গড়ে সেগুন গাছ চুরি

শীতলকুচি, ৩১ অক্টোবর : গাছ চুরির উদ্দেশ্যে ফের কান্তেশ্বর গড়ে দুষ্কৃতীদের হানা। বৃহস্পতিবার রাতে একটি সেগুন গাছ চুরি করে তারা। আরও দুটি সেগুন গাছ কাটার চেষ্টা করে। তবে কোনও কারণে অর্ধেক কেটে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার বিষয়টি বাসিন্দাদের নজরে পড়ে। দুটি গাছ বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপরই খবর দেওয়া হয় ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সার্জিনা খাতুন বিবি বলেন, 'মাঝেমধ্যেই গাছ চুরির ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনব। পুলিশে অভিযোগ জানানো হবে।'

তবে ওই ঘটনা নতুন নয়, গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি সেগুন গাছ চুরি হয়েছে শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য সর্বেশ্বর জয়দুয়ার বুথের কান্তেশ্বর গড় থেকে। এই নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ করেন। সারাদিন খেতে কাজ করার পর সন্ধে হলেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। সেই সুযোগে গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে। এভাবে গাছ চুরি হতে থাকলে কান্তেশ্বর রাজার গড় ক্ষয়ে গিয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন মুছে যাবে। কারা ওই কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের খুঁজে বের করে কঠোর ব্যবস্থা নিক প্রশাসন বলে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, যে গাছ দুটি অর্ধেক কাটা হয়েছে সেগুলো জোরে হাওয়া দিলে উপড়ে পড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তাই গাছ দুটি কেটে গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ে আসা হয়।

শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ দায়ের হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে পুলিশ।'

২ বছরেও তৈরি হয়নি কালভার্ট

সাঁকোর জায়গায় কালভার্টের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা। পূর্ব জোড়শিমুলিতে।

গোপালপুর, ৩১ অক্টোবর : বছর দুয়েক আগে বর্ষার সময় জলঢাকা নদীর জলের তোড়ে ভেঙে যায় কেদারহাট পঞ্চায়েতের পূর্ব জোড়শিমুলি বলদেরটারি এলাকার কালভার্ট। ভেঙে যাওয়ার দু'বছর পেরিয়ে গেলেও প্রশাসনের তরফে নতুন করে আর কালভার্ট তৈরি করে দেওয়া হয়নি। পাকা কালভার্টের বদলে অস্থায়ী সাঁকো তৈরি করে দিয়েই প্রশাসন দায় সেরেছে। এর ফলে স্থানীয়রা ঝুঁকি নিয়েই এই সাঁকোর ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। জলের তোড়ে এই সাঁকো ভেঙে গেলে গ্রামের শতাধিক পরিবার বিপাকে পড়বেন। তবু এই নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। এই প্রসঙ্গে কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী বর্মন বলেন, 'আগামীতে ওই স্থানে কালভার্ট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

অভিযোগের সুরে গ্রামবাসী বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, 'প্রশাসনের তরফে কালভার্ট তৈরি করা হলে এলাকাবাসী উপকৃত হবেন।' আরেক বাসিন্দা মণিভূষণ বর্মন বলেন, 'দু'বছর আগে বর্ষার সময় জলঢাকা নদীর জলের স্রোতে কালভার্টটি ভেঙে যায়। নতুন করে কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় সাঁকোর ওপর দিয়ে গ্রামের মানুষ বাইক এবং সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। প্রশাসনের কাছে দ্রুত একটি পাকা কালভার্ট তৈরি করার দাবি জানাই।' এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

টুকরো খবর

নতুন গাড়ি

তুফানগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : শববাহী গাড়ির পরিষেবা নিয়ে ভোগান্তির শেষ ছিল না তুফানগঞ্জবাসীর। এই ভোগান্তি দূর করতে শুক্রবার নতুন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শববাহী গাড়ির উদ্বোধন করলেন তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর। সঙ্গে ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা। কৃষ্ণা ঈশোর বলেন, 'সৎকার করতে সাধারণ মানুষ যাতে বিপাকে না পড়েন সেই উদ্দেশ্যে ১৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয়ে গাড়িটি কেনা হল।'

বাজেয়াপ্ত

সিতাই, ৩১ অক্টোবর : বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সিতাইয়ে বিএসএফের ৭৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন শুক্রবার ৪৮ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে তিন ব্যক্তিকে ব্যাগ হাতে ধানখেতের মধ্যে দিয়ে সীমান্তের দিকে এগোতে দেখেন জওয়ানরা। সন্দেহবশত তাঁরা অগ্রসর হলেই ওই ব্যক্তিরা একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে জওয়ানরা সিতাই বিওপি ক্যাম্পে কোম্পানি কমান্ডারের উপস্থিতিতে ওই ব্যাগ খুললে কাফ সিরাপ মেলে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০১৩৭ টাকা।

মূর্তি স্থাপন

দেওয়ানহাট, ৩১ অক্টোবর : তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর ডাকবাংলো মোড়ে শুক্রবার ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের আবক্ষমূর্তি স্থাপিত হল। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায়। আব্বাসউদ্দিন আহমেদ মূর্তি স্থাপন কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'আরও বহু বছর আগে এটা হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। তাই আমরা উদ্যোগ নিলাম।'

ধৃত ৪

বক্সিরহাট, ৩১ অক্টোবর : বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে রামপুর বাজারে একটি জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের থেকে নগদ ২৫০০ টাকা সহ জুয়ার সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। জুয়ার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান জারি থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

নাট্যমেলা

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আয়োজনে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১ থেকে ৪ নভেম্বর কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে ২৫তম নাট্যমেলা আয়োজিত হতে চলেছে। কোচবিহারের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার এবং দিনহাটার মোট ৮টি নাট্যদল সেখানে অংশ নেবে।

দেহ উদ্ধার

সিতাই, ৩১ অক্টোবর : শুক্রবার সকালে সিতাই ব্লকের ডাউয়াবাড়ি গ্রামে ঘর থেকে দিনবালা বর্মনের (৭০) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সিতাই থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

আনন্দ খুনে গ্রেপ্তার মিঠুন

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৩১ অক্টোবর : প্রায় চার বছর ধরে তাকে ধরতে পারেনি সিবিআই। অবশেষে শুক্রবার তাকে গ্রেপ্তার করল শীতলকুচি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মিঠুন মিয়াঁ। মিঠুনের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে শীতলকুচির পাঠানটুলি গ্রামের বিজেপি সমর্থক আনন্দ বর্মনকে খুনের অভিযোগ ওঠে। বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। তার আগে মিঠুন গ্রেপ্তার হওয়ায় স্বস্তিতে পুলিশ। খুনের অভিযোগ ছাড়াও ১৭টি মামলা রয়েছে মিঠুনের বিরুদ্ধে। গোরু পাচারের কারবারের সঙ্গেও নাম জড়িয়েছে মিঠুনের।

গত বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারান পাঠানটুলি গ্রামের আনন্দ বর্মন। তিনি এলাকায় বিজেপি সমর্থক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত।

হাইকোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটদান পর্ব ও ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। আনন্দ খুনের তদন্তও শুরু করে সিবিআই। কিন্তু আনন্দ খুনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা যায়নি। অভিযুক্তদের সন্ধান দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও কোনও লাভ হয়নি। তবে, এই খুনের তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ার আগে রাজ্য পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা জামিন পেয়ে যায়। গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে নয়জন অভিযুক্তর নামে মাথাভাঙ্গা আদালতে চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই। তাঁদের নাম হাকিম মিয়াঁ, করিম মিয়াঁ, মিঠুন মিয়াঁ, বুলু মিয়াঁ, আবু বক্কর মিয়াঁ, তপনকুমার বর্মন, দীনেশ্বর বর্মন, নিত্যানন্দ বর্মন এবং সুভাষ বর্মন। কয়েকমাস আগে দীনেশ্বর এবং সুভাষকে গ্রেপ্তার করে শীতলকুচি থানার পুলিশ।

এরপর শুক্রবার পুলিশ গোপন সূত্র মারফত খবর পায় গ্রামে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে মিঠুন। সেইমতো ওঁত পেতে বসে ছিলেন পুলিশকর্মীরা। বিকেলে শীতলকুচি থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী পাঠানটুলি গ্রামে গিয়ে মিঠুনের বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ এসেছে টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে মিঠুন। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানালেন, আনন্দ বর্মন খুনের ঘটনায় আদালতের নির্দেশে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নেপথ্যে

- ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ভোট দিতে গিয়ে প্রাণ হারান আনন্দ
- আনন্দ পাঠানটুলি গ্রামে বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন
- অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটায়
- গত সেপ্টেম্বরে নয়জন অভিযুক্তের নামে চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই

শনিবার তাকে আদালতে তোলা হবে।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ বললেন, 'বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন রয়েছে। সিবিআই চার্জশিট জমা করেছে। আইন আইনের পথে চলবে।' অন্যদিকে, শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'সিবিআই সঠিকভাবে তদন্ত করেই চার্জশিট দিয়েছে। পুলিশ চাইলে আরও আগে গ্রেপ্তার করতে পারত।'

জলদাপাড়ায় বসছে সিসিটিভি

হাতির গতিবিধিতে নজর

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩১ অক্টোবর : হাতির গতিবিধি জানতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকার গ্রামগুলিতে বসানো হচ্ছে ৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। আর সেই ক্যামেরাগুলির ভিডিও ফুটেজে নজরদারি করা হবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষকের অফিস থেকে। এর ফলে হাতির গতিবিধি বনকর্মীদের মাধ্যমে আগাম জানতে পারবেন এলাকার মানুষ। সিসিটিভির মাধ্যমে হাতির চলাচলে নজর রাখার এমন উদ্যোগ জলদাপাড়ায় প্রথম।

জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির উৎপাতে অস্থির মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। কেবল ফসল নষ্ট করাই নয়, ঘটছে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনাও। গত এক সপ্তাহেই তো হাতির আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন মাদারিহাটের চারজন। তাঁদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে নাজেহাল বনকর্তারা। তাই এবার 'হাতিয়ার' সিসিটিভি ক্যামেরা। কোথায় কোথায় বসানো হবে তা? জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানালেন, যে সমস্ত এলাকা হাতি চলাচলের পরিচিত করিডর, সেইরকম ৩০টি স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই ৩০টি করিডরে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষকের অফিসে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। সেখানে টিভির পর্দায় হাতিদের গতিবিধি সব সময়ই পর্যবেক্ষণ করবেন বনকর্মীরা। আর কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বরটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে শেয়ার করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বনকর্মীরা টিভি স্ক্রিনে হাতির গতিবিধি 'রিয়েল টাইম'-এ পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং লোকালয়ে হাতি চলে এলে সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি গ্রামগুলির বাসিন্দাদের সতর্ক করতে পারবেন। প্রয়োজনে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকা বনকর্মীদের টহলদারি দলকে সেই এলাকায় পাঠানো যাবে। এমন উদ্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে, আশাবাদী বন দপ্তর।

বিভাগীয় বনাধিকারিক বলেছেন, 'পুলিশের জরুরি নম্বর ১০০-কেও এর সঙ্গেও যুক্ত করা হবে। কেউ যদি ১০০ নম্বরে ফোন করেন তবে তা বন দপ্তরের কন্ট্রোল রুমে চলে যাবে।'

বাদরদিনে একপ্লেট খিচুড়িতে তোমাকে চাই

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : সেই রাত থেকে শুরু হয়েছে। একটানা বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ঘুমটা বেশ পাকাপোক্ত হওয়ায় ভাঙতে বেলা গড়িয়ে গেল। বাইরে বের হওয়া ঝক্কি। তার থেকেও বড় ঝামেলা জলকাদা মেখে বাজার করা। কিন্তু মনটা খিচুড়ি খিচুড়ি গাইছে। সঙ্গে যদি একপিস মাছভাজা আর পাঁপড় জুটত, তবে তো জমে ক্ষীর!

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সদ্য ঘুম ভাঙা ঢুলুঢুলু চোখে যখন গরম খিচুড়ির ছবি ভাসতে শুরু করেছে, তখনই পেছন থেকে সেই চেনা গলার আওয়াজ এল। 'আমি কিন্তু এই স্যাঁতসেঁতে ওয়েদারে সাতপদ রেঁধে খাওয়াতে পারব না আগেই বলে দিলাম। হয় নিজে ব্যবস্থা করো, নয়তো আমি ভাতে আলু সেদ্ধ দিচ্ছি।' ব্যাস, স্বপ্ন চুরমার।

তাহলে, এবার কী করা যায়। আচ্ছা কাল না ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখাচ্ছিল, 'ক্লাউড কিচেনে ঘরের স্বাদ'। খিচুড়ি কম্বোও তো ছিল সেখানে। মাটির হাঁড়িতে তাও আবার। মোবাইল বের করে পোস্টে দেওয়া মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করেই হাসি খেলে গেল সম্রাটের মুখে। গিন্নি আর নিজের জন্য দুই প্লেট অর্ডার করে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসলেন। আজ তো জগদ্ধাত্রীপুজোর জন্য স্কুল ছুটি। খিচুড়ি খেয়ে ফের টানা ঘুম হবে।

বর্তমানে ব্যস্ততাময় জীবনে রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই দিতে হাজির ক্লাউড কিচেনগুলো। রেস্তোরাঁ বা হোটেলের সঙ্গে পার্থক্য কী? দাবি করা হয়, এখানে ঘরোয়া স্বাদ মেলে। মশলা সহ নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে। দাবি কতটা সত্যি, সেই বিতর্ক আজ থাক।

আমবাঙালির কাছে বৃষ্টি আর খিচুড়ির সম্পর্ক চিরকালীন মধুর। সেটা নিরামিষ হতে পারে, হতে পারে পেঁয়াজ-রসুন সহযোগে। কারও পছন্দ সবজি মেশানো পাতলা, কারও আবার ভুনা। সঙ্গী থাকতে পারে পাঁচমিশালি

তরকারি, ভাজাভুজি কিংবা অমলেট আর ইলিশ। নানা জিভের নানা স্বাদ। এই যেমন ঈশিতা সাহা একটি ক্লাউড কিচেন থেকে পরিবারের জন্য খিচুড়ি কম্বো অর্ডার দেওয়ার সময় 'ইনস্ট্রাকশন'-এর কলামে লিখলেন, 'একটু ঝাল দেবেন আর মাছ হবে কড়া ভাজা।'

পাতিকলোনির শান্তি সাহা গত কয়েকমাস ধরে ক্লাউড কিচেন চালাচ্ছেন। শুক্রবার সকালে তাঁর গ্রাহকদের মেসেজ পাঠিয়েছেন 'ওয়েদার স্পেশাল মেনু খিচুড়ি, পাঁপড় ভাজা আর বাঁধাকপির ঘণ্ট'। অর্ডার আদৌ আসবে নাকি, সেই চিন্তায় ছিলেন। শেষপর্যন্ত আবদারের হিড়িক সামলাতে

শিলিগুড়ি

গিয়ে নাজেহাল হলেন শান্তি। শুধু হোয়াটসঅ্যাপ নয়, ফেসবুকে মেসেজ করেও বহু অচেনা মানুষ এদিন প্রথম অর্ডার দিয়েছেন। বিক্রিবাটা বেশ ভালো হয়েছে অপূর্ব সাহা, চিকু বর্মনদেরও।

আগে পুজোর দিনগুলোতে মেনুতে খিচুড়ি রাখতেন শিবরামপল্লির চিকু বর্মন। এদিনই প্রথম বৃষ্টি দেখে দুপুরে ভাত, ডালের বদলে খিচুড়ি করেছিলেন। দিনশেষে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'এত বিক্রি হবে ভাবিনি। প্রায় ৬০টি খিচুড়ি ও মাছভাজার কম্বো, ৪০টি খিচুড়ি ও ডিম, বেগুনির কম্বো বিক্রি হয়েছে।'

বৃষ্টির দিনে বা মন খারাপ হলে মায়ের কথা খুব মনে পড়ে গৌরী গগৈয়ের। অসমের বাসিন্দা কাজের সূত্রে বর্তমানে শিলিগুড়িতে থাকেন। এদিন সকাল থেকেই অঝোরে বৃষ্টি পড়তে দেখে খিচুড়ি আর মাছভাজা খেতে মন চাইছিল তাঁর। হয়তো মায়ের হাতের স্বাদ মিলবে না, কিন্তু ক্লাউড কিচেনের দৌলতে মন খানিকটা শান্তি পাবে।

গৌরীর কথায়, 'বেগুনি, রুই মাছ ভাজার কম্বো অর্ডার করেছিলাম। কিছু কিছু খাবারের সঙ্গে বিশেষ অনুভূতি জড়িয়ে থাকে।'

সেই অনুভূতি পেতে ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে গরম গরম একপ্লেট খিচুড়ি হয়ে যাক তাহলে!!

অব্যাহতি দাবি

বিএলও ডিউটি থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ড অফ কাউন্সিলের সভাপতিকে চিঠি দিল অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

নর্দমায় দেহ

রাজাবাজারের ম্যানহোলে এক তরুণের দেহ উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৩০ বছরের ওই তরুণের দেহ শনাক্ত করা যায়নি। পুরকর্মীরা সাফাই করতে গিয়ে দেহটি খুঁজে পান।

জামিনে না

দুর্গাপুর গণধর্ষণ কাণ্ডে চার্জশিট জমার পরের দিনই শেখ সফিক ও শেখ রিয়াজউদ্দিনের জামিনের আবেদন খারিজ হল নিম্ন আদালতে। ৬ জনকে একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিধানসভায় 'ভয়'

বিধানসভার ভবনে রাত হলেই ভূতের উপদ্রব বাড়ে বলে ভয়ে কাঁটা নিরাপত্তারক্ষীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, দীর্ঘ ছুটিতে বিধানসভা বন্ধ থাকার পর এখন রাতে নাকি নানান রকম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অসমে মামলা, বঙ্গে প্রতিবাদ

রবীন্দ্রনাথের গান করায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা ঘিরে বিতর্ক

রিমি শীল

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : অসমের বরাক উপত্যকায় শ্রীভূমিতে একটি জনসভা থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রথম দুই লাইন গেয়েছিলেন অসমেরই এক কংগ্রেস নেতা। এই গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। এই অভিযোগে ওই নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের হয়েছে। যার আঁচ উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্য থেকে এসে পৌঁছোল পশ্চিমবঙ্গেও। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা ও প্রতিবাদে সরব হয়েছে শিল্পী ও সংস্কৃতি সমাজ। তাঁদের প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথেও কি ভাগাভাগি হয়? এই গান এক সময় ব্রিটিশ শাসনের বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে স্বরূপ ছিল অথচ কীভাবে তা রাষ্ট্রদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছোল তা অবাক করছে তাঁদের।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কবিগুরু লিখেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তাঁর কণ্ঠে ছিল পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিভাজনের প্রতিবাদ, একতার আহ্বান, ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনের সুর। তবে ওই কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকারের যুক্তি, বাংলাদেশ লাগোয়া ওই জেলা থেকে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নেই নেতার মন্তব্য আদতে উত্তর-পূর্ব ভারত বাংলাদেশের বলে দাবি করাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই ঘটনা হাস্যকর। ছেলেমানুষি। যে কেউ গাইতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রশ্নই ওঠে না। এতে অপরাধ কোথায়?' সুদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বাঙালির কাছে চিরদিনের। বাংলাদেশ সরকারের পতনের পর সেখানে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা ব্রাত্য হয়েছেন। অসমের যে ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়টি গুলিয়ে ফেললে মুশকিল। বাংলাদেশের সঙ্গে যেহেতু ধর্ম বা অন্যান্য বিষয় জড়িয়ে রয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে অসমের যে জায়গায় এই ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে বাংলা ভাষা, কাছার জনপদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সক্ষেত্রে এই আন্দোলনের কোনওটা যদি সেটা ছুঁয়ে থাকে, তা অন্যায়। সেটা মাথায় রেখে যদি রবীন্দ্রনাথের গান উচ্চারিত হচ্ছে বলে আন্দোলন হয়, তা নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়।'

অসমে যে সভায় কংগ্রেস নেতা 'আমার সোনার বাংলা' গেয়েছিলেন।

সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র বলেন, 'এই ধরনের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যাঁরা নেন, তাঁদের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। যে দেশেরই জাতীয় সংগীত হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা সবসময় বাঙালির। এতে রাষ্ট্রনৈতিক, রাজনৈতিক কোনও বিষয় মেশানো সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেন,'একটা ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা সমগ্র দেশের মনোভাব প্রকাশ পায় না। যা ক্ষুদ্র, সামান্য, তুচ্ছ, অগ্রাহ্যকর, নিন্দনীয় তার নিন্দা জানাই। এর অর্থ এই নয় যে, নিন্দিত ব্যক্তির দ্বারা গোটা দেশ অনুপ্রাণিত হচ্ছে।' সুবোধ সরকারের মন্তব্য, 'আমি এটা কল্পনা করতে পারছি না। যে কবির কবিতা জাতীয় সংগীত, যিনি আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় গর্ব, তাঁর গান গাওয়ার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ, ভাবা যাচ্ছে না। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি চাই সকলে এর প্রতিবাদ করুক।' গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী বলেন, 'কিছু সংকীর্ণ মনোভাবের মানুষকে মাথায় বসালে যা হয় তা হচ্ছে। এই ধরনের মানুষের সম্পর্কে মন্তব্য করতেও রুচিতে বাধে।' শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মত, 'এটা যাঁরা করেছেন তাঁদের আকাট মুর্খতা প্রমাণিত হয়। এতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ হলেও পাশে আছি।' মীরাতুন নাহার বলেন, 'এই ঘটনা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে।'

২০২২-এর তালিকায় অসংগতি রইলই

নয়া ওয়েবসাইটেও ভোটারদের বিভ্রান্তি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : অবশেষে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট বিভ্রাট কাটল। সৌজন্যে রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সিইও-র দপ্তর। এর ফলে এখন থেকে রাজ্যের ভোটার তালিকা ও এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্দেশিকা আগের মতোই সাধারণ মানুষ দেখতে পাবেন। গত ৪৮ ঘণ্টারও বেশি এই ওয়েবসাইট বন্ধ থাকায় নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও জল্পনা ছড়াতে শুরু করেছিল। বিশেষত এসআইআরকে কেন্দ্র করে ২০০২-এর ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার জন্য প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করছিলেন। আচমকা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অকূলপাথারে পড়ে যায় রাজ্যবাসী। জল্পনা ও বিভ্রান্তির জেরে চাপ বাড়ছিল কমিশনের ওপরেও।

মঙ্গলবার আচমকা বন্ধ হয়ে যায় রাজ্যের সিইও দপ্তরের ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইট দেখতে না পেয়ে হইচই পড়ে যায় সমাজমাধ্যমে। পরে সিইও দপ্তর থেকেই জানানো হয়, সার্ভার ক্র্যাশ করাতেই এই বিভ্রাট। সোমবার এসআইআর ঘোষণার পরই ২০০২-এর ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কমিশন সূত্রে দাবি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২-৩ কোটি মানুষ ওয়েবসাইট ব্যবহার করায় সার্ভার ক্র্যাশ করে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় সার্ভারের দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল ইনফরমেটিক সেন্টার বা এনআইসিকে। কিন্তু এনআইসি জানায়, তারা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাইরের কোনও এজেন্সির সার্ভারের দায়িত্ব আর তারা নেবে না।

আগের কথা

- মঙ্গলবার আচমকা বন্ধ হয়ে যায় রাজ্যের সিইও দপ্তরের ওয়েবসাইট
- ওয়েবসাইট দেখতে না পেয়ে হইচই পড়ে যায় সমাজমাধ্যমে
- পরে সিইও দপ্তর থেকেই জানানো হয়, সার্ভার ক্র্যাশ করাতেই এই বিভ্রাট।

এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইটি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। দিল্লির অনুমতি নিয়ে রাজ্যের আইটি দপ্তরের কাছে সার্ভার সংক্রান্ত জটিলতা কাটাতে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য চান সিইও। তার জেরেই শেষপর্যন্ত এদিন বেলা ১টা নাগাদ বন্ধ সার্ভারকে সচল করা হয়।

তবে এখন থেকে সিইও দপ্তরের এই সার্ভারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করবে রাজ্য প্রযুক্তি তথ্য দপ্তর। এর ফলে ওয়েবসাইটের ঠিকানাতেও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সিইও ওয়েবসাইটের এই নতুন ঠিকানা হল https://ceowestbengal.wb.gov.in

তবে এই সার্ভার বিভ্রাট চলাকালীন ২০০২-এর ভোটার তালিকার অসংগতি নিয়ে যেসব অভিযোগ উঠেছে, নতুন ওয়েবসাইটে তার কোনও সুরাহা মিলবে না। কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, ২০০২-এর যে ভোটার তালিকা আগেই এই ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছিল বর্তমান সাইটে সেই তালিকাই মিলবে।

কমিশনের হার্ড কপির সঙ্গে ওয়েবসাইটে দেওয়া ২০০২-এর ভোটার তালিকায় কিছু নাম মুছে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। দৃষ্টান্ত হিসেবে কোচবিহারের মাথাভাঙা, উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের কয়েকটি বুথের তালিকা দিয়ে অভিযোগ জানায় তৃণমূল।

অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য ইতিমধ্যেই জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে (ডিএম) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত ভোটার তালিকা থেকে হারিয়ে যাওয়া ওই অংশগুলির কোনও হদিস করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত হদিস না মিললে কী হবে তার উত্তর এখনও অজানা কমিশনের। এই প্রশ্নে ভবিষ্যতে আইনি জটিলতার মধ্যেও পড়তে হতে পারে কমিশনকে। এমনটাই দাবি করছে রাজনৈতিক মহল।

তৃণমূল কর্মীদের ওপর নজরদারি আইপ্যাকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর-এর কাজে দলের লোকেদের ওপর বিশেষ নজরদারি শুরু করল শাসকদল তৃণমূল। এই কাজে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে দলের পরামর্শদাতা প্রতীক জৈনের নেতৃত্বাধীন আইপ্যাক। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজসংকেত নিয়েই এই কাজে দলের পক্ষে নেতৃত্বে দিচ্ছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই এখন জেলায় জেলায় আইপ্যাকের লোকেরা কাজে নামতে শুরু করেছেন বলে শুক্রবার দলীয় সূত্রে খবর।

অভিষেক শিবিরের খবর, এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের প্রকাশ্য বিরোধিতা যাই থাক না কেন দলনেত্রী মনে করেন, বিরোধিতা থাকলেও তলে তলে এসআইআর নিয়ে দলের লোকেদের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতেই হবে। বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে এসআইআর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে দলের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও নেতা-কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা নিতেই হবে। অভিষেককে দলনেত্রীর নির্দেশ, এসআইআর-এর কাজে দলের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, নেতা-কর্মীদের ভূমিকা নিয়মিত নজরে রাখতে হবে। তারপরই অভিষেক এই কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। তবে অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, আইপ্যাকের এই ভূমিকা গোপন রাখা হচ্ছে।

তাঁর নির্দেশে আইপ্যাকের লোকেরা জেলায় জেলায় গিয়ে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলএদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। প্রতি বুথে এই কাজে দলের লোকেদের ভূমিকার ওপর নিয়মিত রিপোর্ট নিয়ে আইপ্যাকের লোকেরা তা অভিষেকের অফিসে পাঠাবেন। কোনও জেলায় দলের লোকেদের ভূমিকা সন্তোষজনক ভূমিকা না হলে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও ভেবে রেখেছেন অভিষেক। এক্ষেত্রে পুরোপুরি 'কর্পোরেট কালচার'-এ চলতেই অভ্যস্ত তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক।

টিটাগড়েও 'আত্মহত্যা'

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : ফের এসআইআর আতঙ্ক। পানিহাটি, বীরভূমের ইলামবাজারের পর এবার উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর। এসআইআর ঘোষণার পরেই একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ কাকলি সরকার গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁর বাপের বাড়ি বাংলাদেশে।

১৫ বছর আগে বিয়ে করে এই দেশে এসেছিলেন তিনি। এখন দুই সন্তানের মা। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির ছাদে গিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন কাকলি। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতার স্বামী, শ্বশুর ও ভাসুরকে আটক করেছে পুলিশ।

আবার এসো মা... কলকাতায় শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

চিতাবাঘের মৃত্যু

বাঁকুড়া, ৩১ অক্টোবর : বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল একটি পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘ। বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে যেখানে কস্মিনকালেও চিতার 'চ' পাওয়া যায়নি সেখানে এই চিতাবাঘটি কোথা থেকে এল সেটা নিয়েই ভাবাচ্ছে বন দপ্তরকে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন দপ্তরের বাঁকাদহ রেঞ্জের পচাডহরা গ্রামের কাছে বাঁকাদহ-জয়রামবাটী সড়কে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারাল পূর্ণবয়স্ক একটি চিতাবাঘ। ওই রাতে টহলরত পুলিশকর্মীরা প্রথমে বাঘটিকে দেখতে পান। চিতাবাঘটি রাস্তার পাশে নিথর অবস্থায় পড়ে ছিল।

বিএলও'দের সঙ্গে লেগে থাকার নির্দেশ

অভিষেকের কৌশলে তৃণমূলের ওয়াররুম

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে অ্যাসিড টেস্টের ফর্মুলাকে হাতিয়ার করতে হবে। শুক্রবার সাংসদ, বিএলএ, বিধায়ক সহ দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে এমনটাই নির্দেশ দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৯৪টি বিধানসভার প্রতিটিতে ১৫ জনের দল নিয়ে 'ওয়ার রুম' তৈরির নির্দেশ দিয়ে কার্যত যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিলেন তিনি। উত্তরের জেলাগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বকে। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, ভোটার লিস্টের হার্ড কপি ও ডিজিটাল তালিকা মিলিয়ে কোথাও অসংগতি দেখলে বা প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি দেখলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। একই সঙ্গে যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়লে আন্দোলন দিল্লিমুখী হবে।

৪ নভেম্বর থেকে এনুমারেশন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া যখন চলবে, ঠিক তখন থেকেই এক মাস এসআইআর-এর ক্যাম্প চালাবে সবুজ শিবির। বিএলএদের প্রতি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের নির্দেশ, এনুমারেশন ফর্মের কাজ করার সময় এক মিনিটও বিএলওদের একা ছাড়া যাবে না। বিএলওরা যাতে কোনও অনৈতিক কাজ করতে না পারেন, তা দেখার দায়িত্ব থাকবে বিএলএদের। প্রতিটি ওয়াররুম তদারকি করবেন এলাকার বিধায়ক, ব্লক সভাপতি ও সাংসদরা। ১০ জন যোগাযোগ রাখবেন বিএলএ-২-এর সঙ্গে। ৫ জন প্রতিনিধির কাছে ডেটা এন্ট্রি কাজের জন্য থাকবে ল্যাপটপ। রাজ্যজুড়ে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ৬২০০টি ক্যাম্প চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ধাপে ধাপে ক্যাম্পগুলি চলবে।

৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। এদিন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির উদ্দেশে অভিষেকের নির্দেশ, চা বাগানে বসে থাকলে হবে না, মানুষের জন্য লড়তে হবে। কোচবিহার ও উত্তর ২৪ পরগনার ভোটার তালিকায় একাধিক অসংগতি রয়েছে বলেও সতর্ক করেন তিনি। মালদা জেলাকে তাঁর বার্তা, পরিযায়ী শ্রমিকদের এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করাতে হবে। এক মাসের মধ্যে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ করতে হবে। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাটের বাসিন্দাদের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে অভিষেকের পরামর্শ, তৃণমূল যে মানুষের পাশে আছে তা ভোটের আগে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩ নভেম্বরের মধ্যে বিএলএদের নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাপতিদের একযোগে কাজ করার পরামর্শ দিলেন অভিষেক। কোনওরকম অসুবিধায় পড়লে খোদ অভিষেককে হোয়াটসঅ্যাপ করা যাবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এদিনই বসিরহাটে ফের ভোটার তালিকায় নাম উধাওয়ের ঘটনা সামনে এনেছে সবুজ শিবির। তাদের অভিযোগ, সেখানের একটি বুথে ৮৫৯ থেকে ৮৯২ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরের জায়গাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। এদিন সমাজমাধ্যমে তৃণমূল লেখে, ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের নামে বিরাট সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম মুছে ফেলার কাজে নেমেছে নির্বাচন কমিশন।

কিন্তু বাংলা চুপ করে থাকবে না। বৈঠকে অভিষেক জানিয়েছেন, একশো শতাংশ ফর্ম পূরণ নিশ্চিত করতে হবে বিএলএদের। বিএলওরা সহযোগিতা না করলে তাঁর নাম দলকে জানাতে হবে। জেলা স্তরের নির্বাচনি আধিকারিক ও দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে ব্লক ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজার ও পঞ্চায়েত ইলেক্টোরাল রোল সুপারভাইজার নামক দুটি পদ তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ক্যাগকে দায়িত্ব দিতে চায় আদালত

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : রোজভ্যালি চিটফান্ডের আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে হাইকোর্ট গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ফরেন্সিক অডিটের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিল সেবি। ফলে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ এবার এই বিষয়ে ক্যাগকে দায়িত্ব দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ক্যাগ এই কাজ করতে পারবে কি না তা আগামী সপ্তাহে জানাতে হবে কেন্দ্রকে। শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'সেবি অনিচ্ছুক থাকলে আদালত চুপ করে বসে থাকতে পারে না। প্রয়োজনে সেবিকে সিবিআইয়ের সাহায্য নিতে বলা হয়েছিল কিন্তু তারা এড়িয়ে গিয়েছে। তাই এই বিষয়ে তদন্ত করাতেই হবে।'

এদিন ওয়েবেলের ধীর কাজের জন্য প্রশ্ন তোলেন ইডির আইনজীবী। অন্যদিকে, অ্যালকেমিস্ট মামলায় সিবিআই, এক সদস্যের বিশেষ কমিটি ও আমানতকারীদের থেকে অর্থলগ্নি সংস্থা অ্যালকেমিস্টের মালিকানাধীন সংস্থাদের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে।

মামলা হাইকোর্টে

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্কের জল গড়াল কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় আদালতের নজরদারি ও সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি জানানো হয়। মামলা দায়েরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পরের সপ্তাহে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

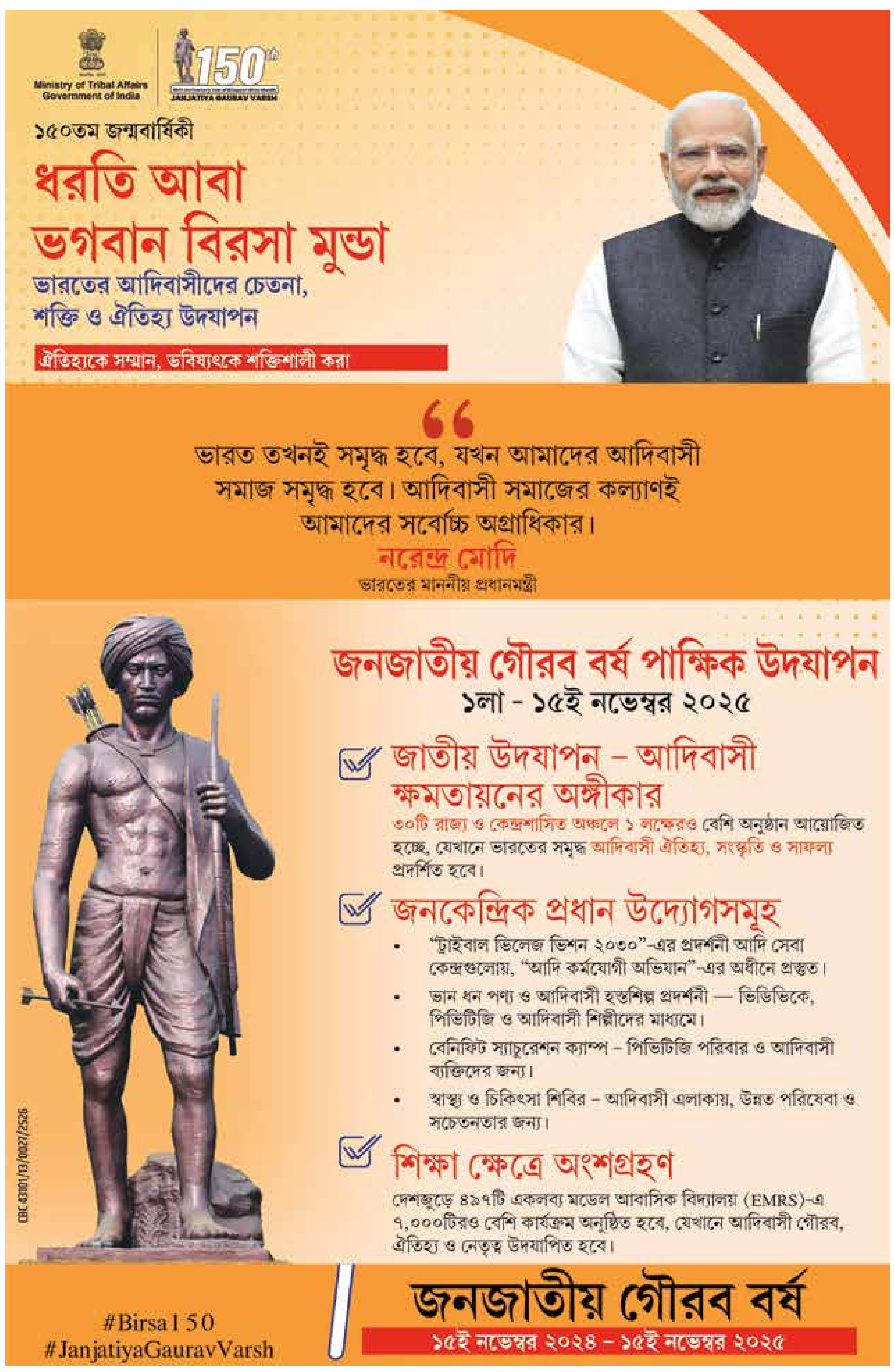

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬২ সংখ্যা, শনিবার, ১৪ কার্তিক ১৪৩২

অজ্ঞতার অন্ধকার

কূপমণ্ডূকতা বড় কঠিন ব্যাধি। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে তিলকে তাল বানানো কূপমণ্ডূকতাই বটে। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের সঙ্গে মিল না হলেই বিজেপির প্রতিক্রিয়া দেখে সেটা আরও বেশি মনে হচ্ছে। ছুতোয়-নাতায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের দস্তুর হয়ে যাচ্ছে। ভাবখানা হল, আরএসএস-বিজেপিই দেশভক্ত। বাকি সব বিরোধী ও সমালোচকরা টুকরে টুকরে গ্যাং, দেশবিরোধী, চিন, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের দালাল।

এমন একপেশে চিন্তা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। অসমের কংগ্রেস নেতা বিধুভূষণ দাস সম্প্রতি দলের অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে বিজেপির রোষানলে পড়েছেন। গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ভারতে গাওয়ায় প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

বাংলাদেশ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কংগ্রেস নেতা গানটি গেয়েছেন বলে যুক্তি দিচ্ছে বিজেপি। শুধু সমালোচনায় ক্ষান্ত হয়নি অসমের বিজেপি নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার ইতিমধ্যে ওই কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। অসমের কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈর পালটা যুক্তি, গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। গানটি বাংলার মাটির, প্রকৃতির এবং মানুষের প্রতি মমতার প্রতীক।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও বিজেপির সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেস দাবি করেছে, রবীন্দ্রসংগীত সবসময়ই সর্বজনীন। তাছাড়া গানের কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। রবীন্দ্রসংগীত বনাম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত- এই রাজনৈতিক বিতর্ক নিতান্তই অহেতুক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় আমার সোনার বাংলা গানটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেসময় ওই গান ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ জন্ম নেওয়ার পর ওই গানটির প্রথম ১০টি লাইন নতুন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হওয়ার কারণে বিশ্বকবির লেখা গান গাওয়া যাবে না বলে ফরমান অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যতদিন বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলি অমর হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারে এলে প্রায়ই ভাষণের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার দু-এক লাইনের উল্লেখ করেন। তাহলে একজন কংগ্রেস নেতাকে রবীন্দ্রনাথের লেখা গান গাওয়ায় দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হবে কেন? তবে শুধু গান কেন, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে দশম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছোটগল্প বাদ দেওয়া হয়েছে।

এরকম চলতে থাকলে হয়তো আগামীদিনে নজরুল ইসলামের লেখা কবিতা, গান পড়া বা আবৃত্তি নিয়ে ছুঁতমার্গ তৈরি হতে পারে। নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি- এই যুক্তিতে ভারতে নজরুলগীতি গাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে।

বিদ্যাসাগর, রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বরেণ্য মানুষকে কোনও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ বা মানসিকতা দিয়ে চেনা যায় না, বোঝাও যায় না। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যে বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষার তকমা দিয়েছে।

বাংলা বলার জন্য একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। এবার নতুন সংযোজন আমার সোনার বাংলা গান বিতর্ক। অজ্ঞতা অহংকারের রূপ ধারণ করলে তা ভয়ংকর উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। অথচ এটাই এখন দস্তুর হয়ে উঠেছে। নিজেদের দু-চোখ ঢেকে কেউ গোটা বিশ্বকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবলেও সত্যিটা বদলায় না।

আমার সোনার বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হতেই পারে। তাতে গানটির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও ঐতিহ্য বদলায় না। বিজেপি এতে দোষ খুঁজলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সৃষ্টি ঘিরে আপামর ভারতবাসীর আবেগ বিন্দুমাত্র টাল খাবে না।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

হাওড়া-এনজেপি : দুই স্টেশনে নরক দর্শন

বাংলার দুই নামী স্টেশনের বাইরে বোঝা কঠিন, এই শহরে প্রশাসন আছে। নেতারা উদাসীন, জনতাও।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এনজেপি জংশনে মোদির বহুচর্চিত 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' দোকানের এখন এই হাল!

হাওড়া স্টেশনে নামলে মনে হয় না, ওই শহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে কেউ পা রাখেন। মনে হয় না ওই শহরে শুভেন্দু অধিকারী বা মহম্মদ সেলিম বলে কেউ ট্রেনে যাতায়াত করেন।

ঠিক ওরকমই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বরে পা রাখলে মনে হয় না, ওই শহরে গৌতম দেব কখনও ট্রেনে যাতায়াত করেন। অথবা শংকর ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্য, সুবীন ভৌমিকদের আর স্টেশনে যাওয়ার দরকার পড়ে না। বাংলার দুটো স্টেশন চত্বরই এখন এত বিশ্রী অবস্থায় পড়ে, ভিনরাজ্য বা ভিনদেশের মানুষজন দেখে চূড়ান্ত অবাক হবেন।

দুটো স্টেশনের বাইরের এলাকা নরকসদৃশ। ঢোকা এবং বেরোনোর পথটি এত নোংরা, কিছু বলার নেই।

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরোলেই বাইরে গাড়ি পাওয়ার জন্য যাত্রীদের যা হেনস্তা, তা দশ বছর আগে মানা যেত। এখন উবার, যাত্রী সাথীর যুগে মানায় না। তবু ওই এলাকাগুলোয় পুলিশ এবং উবার বা যাত্রী সাথীর নিজস্ব লোক না থাকায় যা খুশি চলছে। যাত্রীদের গাইড করার মতো ভালো ব্যবস্থা নেই। এখনও স্টেশন চত্বরে গাড়ির জন্য দাদাগিরি চলে পুলিশের সামনে। রাজ্য প্রশাসন তাহলে কী করে? গঙ্গার ধারে তো এমনিতেই জঘন্য পরিবেশ।

মমতা সরকার কলকাতাকে ভালো করে সাজালেও হাওড়া স্টেশনের সামনের চত্বরটাকে একেবারে জঘন্য অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়েছেন। এখানে মুখ্যমন্ত্রী রেল বা পোর্ট কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করতে পারেন। রেলেরও কোনও মাথাব্যথা নেই গঙ্গা তীরটা সাফসুতরো রাখতে, যা বিশ্বের সেরা স্টেশন হতে পারত। এমন নদী, এমন ব্রিজ বিশ্বের কোনও স্টেশনের সামনে নেই। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীদের গাড়ি পাওয়ার জন্য চরম হেনস্তা, এটা কি রাজ্য সরকার দেখবে না বা হাওড়া পুরসভা?

এনজেপি স্টেশনেও এমনই ভয়ংকর পরিস্থিতি সরকার বা পুরনিগমের নিষ্ক্রিয়তার অভাবে। ড্রাইভারদের দাদাগিরি বন্ধ করা যায়নি। আরও কলঙ্কের, স্টেশন চত্বর বাড়ানোর নামে দিনের পর দিন বন্ধ থাকে এসকালেটর। প্রবীণ এবং প্রবীণারা অথই জলে। হাঁটতে কষ্ট, সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট। তবুও কিছু করার নেই, হেঁটে যাও, হেঁটে যাও। নোংরার মধ্যে, কাদাজলের মধ্যে। সাফ করার জন্য কোনও লোককে পাবেন না। মেয়র বা বিধায়কদের কি কিছুই করণীয় নেই? হাওড়ায় যেমন যাত্রীদের দুর্গতি নিয়ে কোনও বিক্ষোভ হয় না, শিলিগুড়িও উদাসীনতার শেষ কথা। গৌতম-শংকরের পার্টির নেতাদের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

সবচেয়ে বড় কথা, একটা স্টেশন তৈরি করতে এতদিন লাগবে কেন? এতদিন ধরে যাত্রীদের ভোগান্তিই বা হবে কেন? যদি বেশি সময় লাগে, তাহলে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার পর কেন ভাগাভাগি হল না? এনজেপি স্টেশন চত্বর জলে জলাকার। দালালদের ভিড় থিকথিক করছে। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ ভালো, সেই সাংসদ জয়ন্ত রায়ও এখানে নিশ্চুপ দর্শক।

গৌতম, জয়ন্ত, শংকর বা শিখা চট্টোপাধ্যায়দের যে এই প্রশ্নগুলো ভাবায় না, তার মানে একটাই। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের সম্পর্কে শিলিগুড়ির নেতৃবৃন্দের কোনও মাথাব্যথা নেই। সমস্ত পার্টি এখানে সমান।

মমতা থেকে শুভেন্দু, সেলিম থেকে অশোক, গৌতম থেকে শংকর-জয়ন্ত, এঁদের সবিনয়ে একটা কথাই বলা। একটা বড় স্টেশন, হাওড়া বা এনজেপির মতো স্টেশন একটা রাজ্য সম্পর্কে ভিন্ন রাজ্য বা ভিনদেশের লোকেদের ধারণাই বদলে দিতে পারে। শুধু একটা স্টেশন দেখেই শহর সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। স্টেশনটা ভালো হলে রাজ্য সম্পর্কে ধারণা পালটে যেতে পারে। বঙ্গ নেতারা সেই ব্যাপারটা ভাবলেনই না কেউ। রেলকর্তাদের ভাবতে বাধ্য করতেও পারলেন না।

এনজেপির সবচেয়ে বড় সমস্যা, এটা এখনও কাটিহার ডিভিশনের মধ্যে পড়ে। বিহারের বড় অফিসারদের এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। গৌতম, শংকর, জয়ন্তরা তো আবার একসঙ্গে ওঁদের কাছ থেকে দাবি আদায় করতে যাবেনও না। কাটিহারের রেলকর্তাদের অবহেলা নিয়ে মমতা-শুভেন্দু একসঙ্গে সোচ্চার হবেন না। এত অঙ্ক কষে কি শহরের উন্নয়ন হয়?

রেলস্টেশনের মতো বাসস্ট্যান্ডের দুর্দশাও সামান্য একটি লেখা দিয়ে আপনি তুলে ধরতে পারবেন না। সমস্যা এতটাই ব্যাপক। কলকাতার অনেক উন্নতি হয়, শুধু ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড পড়ে থাকে বাম আমলের ভয়ংকর দুর্দশার মধ্যে। একটা রাজ্যের রাজধানীর প্রধান বাসস্ট্যান্ড এত অগোছাল, এত অস্বাস্থ্যকর, নোংরা থাকে? একই পরিস্থিতি শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডের। যত গাড়ি রয়েছে, সব দাঁড়িয়ে যাবে একসঙ্গে। গৌতম দেবরা এতদিনেও কোর্ট মোড়ের যমদূত হয়ে থাকা বাগরাকোটের বিকল্প বাসস্ট্যান্ডও করতে পারেননি, তো তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডের কী হবে?

হাওড়া এবং এনজেপি স্টেশনের কথা হচ্ছে বলেই নরেন্দ্র মোদির অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কথা বলা যেতে পারে। অধিকাংশ স্টেশন এ প্রকল্পে পরিষ্কার হয়েছে আগের তুলনায়। তবে সবুজ গাছপালা তুলে একেবারে কংক্রিটের স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে গাছের জায়গা নেই। অধিকাংশ স্টেশনে বিশাল ওভারব্রিজ হয়েছে। কিন্তু লিফট না থাকায় প্রতিবন্ধী, প্রবীণদের দুর্দশার শেষ নেই। বিশেষ করে দুই নম্বর, তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে।

একটা স্টেশন, একটা বিমানবন্দর, একটা বাসস্ট্যান্ড— আজকের দিনে অনেক কিছু বলে দেয় একটা শহর সম্পর্কে। জানিয়ে দেয়, শহরটা কতটা উন্নত। শহরের প্রশাসকরা কত আধুনিক। শহরের মানুষগুলো কতটা সুখে রয়েছেন। হাওড়া স্টেশন বা এনজেপি স্টেশনের বাইরেটা দেখে মনে হবে, শহরে প্রশাসক বলে কিছু নেই। হাওড়া স্টেশন আলো দিয়ে সাজানো তো কী, এতে বাইরের অন্ধকার ঢাকা যাবে না।

রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা আরও নিন্দনীয়। তাদের তো মাথাব্যথাই নেই। এখন আপনি কোনও স্টেশনে সমস্যায় পড়লে কোনও রেলের লোককে সামনেও পাবেন না, কোনও দরকারি প্রশ্নের উত্তরও নেই। কম্পিউটারাইজড ঘোষণা করেই এঁদের কাজ শেষ।

অতীতে রেলে বাঙালিদের রমরমা ছিল। তাঁরা স্থানীয় মানুষদের সমস্যা বুঝতেন। এখন বড়কর্তা থেকে ছোট কর্মী, সব জায়গায় অবাঙালিদের ভিড়। শিলিগুড়ির বিশাল বিশাল রেল কোয়ার্টার্স এলাকায় বাঙালি নেই বললেই চলে। অনেকটা জায়গা ভূতুড়ে। জঙ্গলে ভর্তি। কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

অবাক কাণ্ড, এনজেপি স্টেশন এখনও কাটিহার ডিভিশনের মধ্যে পড়ে। সাম্প্রতিককালে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিএমের কোনও নেতাকে বারবার প্রশ্ন তুলতে দেখিনি, কেন এনজেপি কাটিহারের মধ্যে পড়বে। একবার শংকর ঘোষ বর্তমান রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দাবি তুলেছিলেন, এনজেপিকে আলাদা ডিভিশন করার। ওটুকুই। তারপর নিয়মিত দাবি তোলা হয়নি। বাগডোগরার একটি যাত্রী সংগঠন মাঝে মাঝে এই দাবি তোলে। কোনও পার্টি, কোনও নেতার মাথাব্যথা নেই যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে।

আগে রেল শহর কাটিহারে ছিল বাঙালি অফিসার ও কর্মীদের ভিড়। ইমার্জেন্সি কলোনি, ওটি পাড়া, সাহেব পাড়া, ড্রাইভারটোলা, ল্যাংড়াবাগান-- সব জায়গায় নব্বই ভাগ বাসিন্দা ছিল বাঙালি। যেমন দেশের দানাপুর (পাটনা), মালিগাঁও, বারাণসী, জব্বলপুর, ভাগলপুর, জামালপুর, মোগলসরাই- অন্য রেল শহরের ছবি ছিল। এখন বাঙালি শূন্য কাটিহারে কে ভাববে এনজেপি ও বাংলার ছ'টি জেলার স্টেশন নিয়ে?

গনি খান চৌধুরীর আমলে মালদাকে ডিভিশন করার জন্য ভাগলপুর, জামালপুর থেকে মালদার মহানন্দা ব্রিজ পর্যন্ত আনা হয়েছিল ওর আওতায়। এখনও বালুরঘাট, রায়গঞ্জ পর্যন্ত কাটিহার ডিভিশনে। জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি পর্যন্ত কাটিহার ডিভিশনে। ভাবতে অবাক লাগে, সুকান্ত মজুমদার থেকে জয়ন্ত রায়, উদয়ন গুহ থেকে অশোক ভট্টাচার্য, খগেন মুর্মু থেকে নিশীথ প্রামাণিক বা সাবিনা ইয়াসমিন, কেউ একবার দাবি তোলেননি, এরকম কেন হবে? কেন বাংলার হাফ ডজন জেলার স্টেশন কাটিহার ডিভিশনে থাকবে?

মোদির আর একটা প্রকল্প সব স্টেশনে ঢাকঢোল পিটিয়ে হয়েছিল বছরকয়েক আগে। ওয়ান স্টেশন, ওয়ান প্রোডাক্ট। হিন্দিতে এক স্টেশন, এক উৎপাদ। বাস্তবে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে উৎপাত। বছর দুই আগে নিউ কোচবিহার বা বারসই স্টেশনে দেখেছিলাম, একটা প্রোডাক্ট নয়, অসংখ্য জিনিস বিক্রি হচ্ছে। আর একটা স্টেশনারি দোকানেরই পরিবর্তিত রূপ। এনজেপি বা মালদা স্টেশন ছিল ব্যতিক্রমী। শুধু চা বা আমের জিনিস মিলত— যে উদ্দেশ্যে আসলে করা।

বৃহস্পতিবার এনজেপি স্টেশনে দেখলাম, ওরকমই দুটো দোকান। একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে হাজার রকমের জিনিস রাখা। যা আপনি বাজারের যে কোনও স্টেশনারি দোকানে পাবেন।

এই দোকানের মাথায় অবধারিতভাবে মোদির বিশাল মুখচ্ছবি। সেখানে যথারীতি লেখা, 'ওয়ান স্টেশন, ওয়ান প্রোডাক্ট'। আরে ভাই, ওটাকে 'ওয়ান স্টেশন, থাউজেন্ড প্রোডাক্টস' করে দিন না! বারসই স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওই দোকানটাই উঠে গিয়েছে দেখলাম। ভালোই হয়েছে। মালদা-এনজেপি লাইনের অনেক স্টেশনের এমন 'ওয়ান প্রোডাক্ট' দোকানে মাঝে চা-মুড়ি বিক্রি হত। অবশেষে উঠে গিয়েছে।

এসব দেখতে দেখতেই অন্য প্রশ্ন তাড়া করে। যে আশ্চর্য নিয়মশৃঙ্খলা কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে দমদম বা বাগডোগরা বিমানবন্দরের সামনে দেখাতে পারে, স্থানীয় নেতার ভাইদের দাদাগিরি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়, সেই শৃঙ্খলা হাওড়া-এনজেপি-শিয়ালদার সামনে দেখাতে পারে না কেন? সেটা কি বিমানবন্দরে অভিজাতদের ভিড়, আর রেলস্টেশনে সাধারণের ভিড় থাকে বলে?

সব দলের নেতারাই একটু আত্মবিশ্লেষণে বসুন। এখন আপনারা শুধু ভোটে মেতে আছেন তো, ভেবে দেখবেন, রেলস্টেশনেই বেশি ভোটারের ভিড়। রাজ্য বা দেশের মানচিত্র তৈরি করে দেন এই ভোটাররাই।

আজ

১৮৭৩

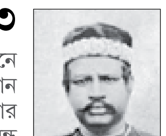

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের।

১৯৫০

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

অসমের বাঙালিদের বাংলাদেশি সাজাতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে বের করছেন। যে সভায় কংগ্রেসের নেতা 'আমার সোনার বাংলা' গেয়েছেন, সেই সভা শেষ করা হয়েছে জাতীয় সংগীত গেয়ে। হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে বলব, আপনি বাঙালিদের অপমান করছেন। পুরো তথ্য পাওয়ার আগেই পদক্ষেপ করছেন।

- সুস্মিতা দেব

ভাইরাল/১

বাঁ হাতে চ্যানেল। ডান হাতে স্যালাইনের বোতল। ওই অবস্থাতেই দিব্যি বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তরুণ। ঘটনা মধ্যপ্রদেশের সিরসৌদ গ্রামের। প্রত্যক্ষদর্শীরা তো তরুণের কাণ্ড দেখে থ! জানা গিয়েছে, ওই তরুণ একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। চিকিৎসা চলাকালীন তিনি কীভাবে সেখান থেকে বেরোলেন, উঠছে প্রশ্ন।

ভাইরাল/২

আবর্জনা ফেলার রকমারি ব্যবস্থা থাকলেও বেঙ্গালুরুতে কিছু বাড়ির লোকজন সেগুলি যত্রতত্র ফেলে দেয়। এর বিরুদ্ধে অভিনব অভিযান চালাল গ্রেটার বেঙ্গালুরু অথরিটি। তারা গাড়িতে আবর্জনা ভরে ওই বাড়িগুলির সামনে ফেলে দেয়। জরিমানাও করে। ভিডিওয় হইচই নেটদুনিয়ায়।

জনমন

জনমত

পোশাকে কী আসে যায়!

আজকাল সবেতেই যেন 'বলি কা বকরা' মহিলারা। ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলবেন মেয়েরা যেন রাতে না বেরোয়। কোনও মন্দিরের শালীনতা নষ্ট হচ্ছে তাহলে মেয়েদের জন্য ড্রেসকোড চালু করা হবে। যত নিয়ম মহিলাদের ঘিরে, অন্তত পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে তো তাই। উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত (৩০/১০/২০২৫) 'মহাকাল মন্দিরে মিনিস্কার্টে মানা' শীর্ষক খবরটি পড়ে অত্যন্ত অবাক হয়েছি। দেখুন, দক্ষিণ ভারতের কোন মন্দিরে কী নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ে আমি আগ্রহী নই। কিন্তু আমার পশ্চিমবঙ্গে এমন নিয়ম কেন হবে?

ভগবান তো কোথাও বলে দেননি অমুক পোশাক পরে আমার কাছে আসতে হবে। তমুক পোশাক পরলে আমার দর্শন পাবে না। তাহলে কেন অযথা এ ধরনের নিয়ম! তাছাড়া আমরা সাধারণত মন্দিরে গেলে ধোয়া জামাকাপড় পরে যাই। ড্রেসকোড হিসেবে ওই মন্দিরের তরফে যে পোশাক দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো কি আদৌ ধোয়া বা শুদ্ধ থাকবে? একই লোকের ব্যবহার করা পোশাকই তো আরেকজনকে দেওয়া হবে। আর পোশাক দিতে গিয়ে যদি ফি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মন্দির কর্তৃপক্ষ তাহলে তো বলতে হয় এটা একধরনের ব্যবসার ছক যাতে মহিলারা উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ, ওই প্রতিবেদনে মন্দির কমিটির তরফে বলা হয়েছে, 'বিশেষ করে বিদেশিরা স্কার্ট, মিনিস্কার্ট বা অন্য কোনও ছোট পোশাক পরে মন্দিরে আসছেন।' আচ্ছা, শুধু বিদেশি মহিলারাই কি ছোট পোশাক পরে মন্দিরে আসেন? বিদেশি পুরুষদেরও তো হাফপ্যান্ট এমনকি স্লিভলেস টি-শার্ট পরে দেখা যায়। তাহলে নিয়মে শুধু মেয়েরাই উপলক্ষ্য হবে কেন? তার থেকেও বড় কথা ভক্তিই আসল, বাকি আচার-নিয়ম তো তুচ্ছ। মনে যদি সত্যিকারের ভক্তি থাকে তাহলে মিনিস্কার্ট পরে পুজো দিন বা উপোস না করে, ভগবান আপনার পুজো নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। আশা করি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাহায্যে এই ধরনের নিয়ম মহাকাল মন্দির কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই প্রত্যাহার করবে।

তৃষিতা মিত্র, জলপাইগুড়ি।

ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে যাত্রাপথের সময় কমানো হোক

শিলিগুড়ি-বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস আগে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে এনজেপি হয়ে বালুরঘাট পর্যন্ত চলাচল করত। বর্তমানে শিলিগুড়ি জংশন থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত চলাচল করে। অতীতে ট্রেনটি প্রায় দশটার কাছাকাছি কামরা নিয়ে চলাচল করলেও কিছুদিন যাবৎ ট্রেনটির কামরা দিনের পর দিন কমিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ট্রেনটি ২৫ অক্টোবর থেকে ৮.০৫ মিনিটের পরিবর্তে ৭.৩০ মিনিটে ছাড়লেও যাত্রার সময় কমার পরিবর্তে আরও বাড়ছে। নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তাতে গঙ্গারামপুর থেকে বালুরঘাটের জন্য দুই ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা একেবারে হাস্যকর। সাধারণ মানুষের সময়ের কোনও মূল্য রেলের কাছে নেই। রেলমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, ট্রেনটির কামরা বাড়ানো হোক এবং যাত্রাপথের সময় কমানো হোক।

অভিজিৎ সাহা
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

কেরল পারলেও বাকিরা পারে না কেন?

দেশের প্রথম চরম দারিদ্র্যশূন্য রাজ্য হিসেবে কেরল স্বীকৃতি পেতে চলেছে। অথচ বাকি পৃথিবীতে অন্য ছবি।

শেখর সাহা

কেরল ভারতের মানচিত্রে ছোট্ট একটি রাজ্য, অথচ মানব উন্নয়নের সূচকে তার আলো ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্য পরিষেবায়, নারী ক্ষমতায়নে এবং দারিদ্র্যদূরীকরণে কেরল বহুদিন ধরেই এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এবার তাদের মুকুটে আরও এক নতুন পালক যোগ হতে চলেছে- ভারতের প্রথম 'চরম দারিদ্র্যশূন্য রাজ্য' হিসেবে এই রাজ্য স্বীকৃতি পেতে চলেছে। অর্থাৎ, কোনও মানুষ আর অনাহারে থাকবে না, কেউ মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত থাকবে না। স্বাধীনতার আট দশক পরে এমন একটি ঘোষণা শুধু কেরলের জন্য নয়, গোটা ভারতের জন্যই এক প্রতীকী মুহূর্ত- যেন 'মানব উন্নয়ন' এখন আর কেবল কাগজে নয়, বাস্তব জীবনে ছোঁয়া যায়।

এই ঘোষণা কেবল একটি প্রশাসনিক অর্জন নয়; এটি মানবিকতার জয়। পৃথিবীর এমন এক সময়ে, যখন উন্নয়ন শব্দটি প্রায়শই কেবল অর্থনীতির সূচকে সীমাবদ্ধ, সেখানে কেরল মনে করিয়ে দিয়েছে- উন্নয়ন মানে কেবল জিডিপি নয়, বরং জীবনের মর্যাদা, পুষ্টি, শিক্ষা ও সমতা। কেরলের এই পথ দেখায় যে, যদি সরকার মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও সামাজিক সুরক্ষার দায় নেয়, তবে দারিদ্র্যকে সত্যিই ইতিহাসে পরিণত করা যায়।

কিন্তু এই আলো ছুঁয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ঠিক এর বিপরীতে কত গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে পৃথিবীর বিশাল অংশ। রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, আজও বিশ্বে প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ খাদ্য-নিরাপত্তাহীন, প্রতি দশজনে একজনের পাতে পর্যাপ্ত খাবার নেই। বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে ৪.৭ কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে। পাঁচ বছরের নীচে ৪.৫ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। পৃথিবীজুড়ে চলছে খাদ্যের ভয়ানক অপচয়। ভারতই এই তালিকার শীর্ষে - প্রতি বছর প্রায় ৭৪ মিলিয়ন টন খাবার নষ্ট হয়, যা দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ। শহরের বিলাসী রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে গৃহস্থের রান্নাঘর-অপচয়ের এই শৃঙ্খল ভাঙার দায় কারও নেওয়া নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি নাগরিক বছরে প্রায় ৫০ কেজি খাবার ফেলে দেয়। ভাবতে অবাক লাগে, এই অপচয়ই যদি দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছাত, তাহলে দেশের কোনও শিশু হয়তো না খেয়ে কাঁদত না।

এই নৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আরও একটি অন্ধকার যুক্ত হয়েছে। যুদ্ধ। রাশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘাতে পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ প্রভাব। লক্ষ টন গম, ভুট্টা, সূর্যমুখী তেল রপ্তানি হতে না পেরে গুদামে পচে গেছে। আফ্রিকার বহু দেশ, যারা ইউক্রেনের শস্যের উপর নির্ভরশীল, সেখানে শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ কেবল জীবনই কেড়ে নেয় না, ছিনিয়ে নেয় রুটি, দুধ, শিশুর মুখের হাসি। অথচ এই সময়েই পৃথিবীর সামরিক ব্যয় ছুঁয়েছে ইতিহাসের সর্বোচ্চ সীমা-২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। কেবল এক বছরের সামরিক বাজেটের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় করলেই পৃথিবী থেকে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের পছন্দ যুদ্ধ - খাবার নয়, বোমা।

কেরলের গল্প তাই এক মর্মস্পর্শী প্রতিবিম্ব। এক রাজ্য দেখিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, জন অংশগ্রহণ ও মানবিক পরিকল্পনা থাকলে দারিদ্র্য জয় করা সম্ভব।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। বনের আবাস, বাণপ্রস্ত ৩। চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি ছোট হালকা গোলাকার মিঠাইবিশেষ ৫। ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল ৭। চালাকচতুর, দক্ষ, নিপুণ ৯। ধাক্কা, কাজের চাপ, খাটুনি, উৎপাত ১১। বন্দুকধারী সিপাই বা দেহরক্ষী ১৪। আদরযুক্ত বা যত্নযুক্ত ১৫। তীব্র যন্ত্রণা, তীব্র ঠান্ডা বা শীত।

উপর-নীচ : ১। নরকের অধিপতি ২। মাফ, অব্যাহতি নিষ্কৃতি ৩। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, প্রবল সমর্থন ৪। সমাপ্ত, খতম, সম্পূর্ণ ব্যয়িত ৬। পুত্র, বালক ৮। খয়ের ১০। তুচ্ছ বা হেয় বলে মনে করা ১১। তর্কাতর্কি, ঝগড়া ১২। পর্বতের গুহা, আদা, ওল ১৩। শিয়াল।

সমাধান ■ ৪২৮০

পাশাপাশি : ১। মগজ ৩। ক্ষুদে ৫। পর্ণ ৬। হালকা ৮। ময়লা ১০। দামামা ১২। বিছানো ১৪। সভা ১৫। নিষ্ক ১৬। গর্হিত।

উপর-নীচ : ১। মনস্কাম ২। জপমালা ৪। দেবল ৭। কানি ৯। চাবি ১০। দায়ভাগ ১১। মারফত ১৩। ছাউনি।

বিন্দুবিসর্গ

প্রাথমিকেও এবার এআই

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : এবার প্রাথমিক স্কুলেও ঢুকে পড়ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ঘোষণা করেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে (২০২৬-'২৭) তৃতীয় শ্রেণি থেকে উচ্চতর সব শ্রেণিতে কৃত্রিম মেধা ও গণনামূলক চিন্তার পাঠ্যক্রম চালু হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তরের সচিব সঞ্জয় কুমার বলেন, 'এআই-কে একটি মৌলিক সর্বজনীন দক্ষতা হিসাবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।' এআই পাঠ্যক্রমের সঙ্গে থাকবে নৈতিকতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব, যা 'জনকল্যাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' অর্থে প্রযুক্তিকে সামাজিকভাবে কাজে লাগানোর কথা তুলে ধরে। শিক্ষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও চালু করার ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রের। এই প্রকল্পটি চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সহায়তায়।

হাসপাতালে শোলের বীরু

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রবীণ বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। আগামী ডিসেম্বর মাসেই ৯০ বছর পূর্ণ করবেন শোলের 'বীরু'। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। পরিবার সূত্রে খবর, বার্ধক্যজনিত বেশ কিছু অসুখ ধরা পড়েছে তাঁর। তাই নিয়মিত চেকআপ-এর জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অভিনেতাকে। ধর্মেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ একজন জানিয়েছেন, 'ডিসেম্বর মাসে ওঁর ৯০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। বয়সজনিত বেশ কিছু অসুখ জাঁকিয়ে বসেছে। সেগুলির পরীক্ষানিরীক্ষা করতেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে।'

হাতে বসল পায়ের আঙুল

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : দুর্ঘটনায় হাতের বুড়ো আঙুল হারিয়েছিলেন রাজধানী দিল্লির বাসিন্দা বছর কুড়ির এক তরুণ। একটি পা-ও কাটা পড়ে তাঁর। কিন্তু এক বিরল ও জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তরুণকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দিলেন চিকিৎসকরা। তরুণের কাটা যাওয়া পা থেকে একটি আঙুল নিয়ে মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে তাঁর হাতে বসিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসকরা, যা এখন নতুন বুড়ো আঙুল হিসাবে কাজ করছে। অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকরা জানান, বুড়ো আঙুল হাতের ৭০ শতাংশ কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই অন্য কোনও কৃত্রিম পদ্ধতির চেয়ে 'টো-টু-হ্যান্ড ট্রান্সপ্ল্যান্ট' পদ্ধতিই সবচেয়ে কার্যকর।

সাংবাদিকের গাড়ি ভাঙচুর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : মধ্যরাতে রাজধানী দিল্লিতে হেনস্তার শিকার হতে হল এক মহিলা সাংবাদিককে। বৃহস্পতিবার রাত ১টা নাগাদ অফিস থেকে ফেরার পথে তাঁর গাড়ি তাড়া করে দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে দেয়। সাংবাদিকের অভিযোগ, তাঁর গাড়ির একটি লুকিং গ্লাস ভেঙে দেওয়ার পর তিনি প্রতিবাদ করলে এই ঘটনা ঘটে। ওই সাংবাদিক পুলিশকে জানিয়েছেন, দু'জন ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করে এবং এরপর রড দিয়ে তাঁর গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে দেয়। পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'আমরা অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করার জন্য আশপাশের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছি। শীঘ্রই তাদের ধরা হবে।'

কুকুরে নিষেধাজ্ঞা

চণ্ডীগড়, ৩১ অক্টোবর : গণসুরক্ষা বাড়াতে আক্রমণাত্মক স্বভাবের ছয়টি কুকুর প্রজনন ও রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল চণ্ডীগড় পুরসভা। নতুন 'পেট অ্যান্ড কমিউনিটি ডগ বাই-লজ, ২০২৩'-এ এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যে ছয়টি প্রজাতির কুকুর নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে পিটবুল, রটওয়েলার, আমেরিকান বুলডগ, বুল টেরিয়ার, ক্যান করসো এবং ডোগো আর্জেন্টিনো। পুরসভার একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, জনগণের নিরাপত্তার জন্য এই আগ্রাসী এবং সম্ভাব্য বিপজ্জনক কুকুর প্রজাতিগুলিকে চণ্ডীগড়ের সীমানার মধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে যে কুকুরগুলি নিবন্ধিত আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। নতুন নিয়মে প্রতিটি পোষা কুকুরের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে।

উত্তাল গঙ্গায় পর্যটকদের অ্যাডভেঞ্চার র‍্যাফটিং। শুক্রবার হৃষীকেশে।

বিহার ভোটে স্বপ্ন ফেরি এনডিএ-র

পাটনা, ৩১ অক্টোবর : মগধভূম দখলের চাবিকাঠি কি তাহলে রঙিন স্বপ্নেই অন্তর্নিহিত? সমালোচনাকারীরা যে যাই বলুন, শুক্রবার পঞ্চপাণ্ডবকে হাজির করিয়ে আসন্ন বিধানসভা ভোটের যে সংকল্পপত্র এনডিএ-র তরফে পেশ করা হয়েছে, তা আদতে স্বপ্ন ফেরি ছাড়া আর কিছুই নয়। আরজেডি, কংগ্রেসের কটাক্ষ, ২৮ অক্টোবর মহাজোট যে 'তেজস্বী প্রণ' প্রকাশ করেছিল, শুক্রবারের এনডিএ-র সংকল্পপত্র তারই 'কপি-পেস্ট'।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, চিরাগ পাসোয়ান, জিতনরাম মাঝি, উপেন্দ্র কুশওয়াহা, সম্রাট চৌধরী সহ এনডিএ নেতারা শাসক জোটের সংকল্পপত্র প্রকাশ করেন। তাতে বিহারে এক কোটিরও বেশি সরকারি চাকরি এবং কর্মসংস্থান, মহিলা রোজগার যোজনায় ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা, ১ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি হিসেবে তৈরি করা, মহিলা উদ্যোগীদের জন্য মিশন কোটিপতি, অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণি (ইবিসি)-র জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার মতো একাধিক জনপ্রিয় প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, প্রতিটি জেলায় কারখানা এবং শিল্পতালুক গড়ার কথাও বলা হয়েছে। পাটনা, দ্বারভাঙা, পূর্ণিয়া এবং ভাগলপুরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও আরও চারটি শহরে মেট্রো সম্প্রসারণের কথাও বলা

আমাদের ইস্তাহার দেখে সবটাই টুকে দেওয়া হয়েছে। এনডিএ-র উচিত দুঃখপ্রকাশ করা।

তেজস্বী যাদব
আরজেডি নেতা

হয়েছে এনডিএ-র সংকল্পপত্রে। বিজেপির দাবি, এই সংকল্পপত্রে বিহারের প্রত্যেক বর্গের উন্নতির কথা বলা হয়েছে।

নাড্ডা বলেন, 'এনডিএ-র ইস্তাহারে শুধুমাত্র সেই কথাগুলিই বলা হয়েছে, যেগুলি তারা পালন করতে পারবে। রাজ্যের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে।' জেডিইউ নেতা সঞ্জয় কুমার ঝা-র দাবি, এনডিএ-র ইস্তাহারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিহারের প্রতিচ্ছবি রয়েছে। যদিও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'আমাদের ইস্তাহার দেখে সবটাই টুকে দেওয়া হয়েছে। এনডিএ-র উচিত দুঃখপ্রকাশ করা।' এনডিএ-র সংকল্পপত্রে কী লেখা আছে সেই সম্পর্কে নীতীশ কুমার আদৌ কিছু জানেন কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী।

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট বলেন, 'জেপি নাড্ডা, নীতীশ কুমার সহ অন্যরা এসেছিলেন মাত্র ২৬ সেকেন্ডের জন্য। মাত্র ২৬ সেকেন্ডে ওঁদের সাংবাদিক বৈঠক সমাপ্ত হয়ে যায়। ওঁরা কথা বলতে এত ভয় পান কেন?' এদিকে মোকামায় জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী পীযূষ প্রিয়দর্শীর কাকা তথা প্রাক্তন গ্যাংস্টার দুলারচাঁদ যাদবকে গুলি করে খুনের ঘটনায় শাসক-বিরোধী চাপানউতোর তুঙ্গে। ৬ তারিখ প্রথম দফায় ভোট হবে মোকামায়।

চিন-মার্কিন চুক্তি আসন্ন

মুক্ত বাণিজ্যের প্রতিশ্রুতি শি'র

গিয়াংঝু, ৩১ অক্টোবর : এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় আমেরিকার চেয়ে এককদম এগিয়ে গেল চিন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে শুল্ককে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন, ঠিক সেইসময় উলটো পথে হাঁটলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। তারপরেই চিনা পণ্যের ওপর থেকে শুল্কের পরিমাণ ১০ শতাংশ কমানোর কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিকে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা বজায় রাখতে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন শি।

এদিন দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়াংঝুতে এপিইসি সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'গোটা বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা রক্ষায় সহায়তা করতে দায়বদ্ধ চিন। এক শতাব্দীর মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। যা আপাতভাবে নজরে আসছে না। তবে সমুদ্র যত উত্তাল হবে, আমাদের তত বেশি একজোট হতে হবে। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ছাড়া আমাদের কাছে এগিয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তা খোলা নেই।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে এদিনের বক্তৃতায় একটি শব্দও খরচ করেননি শি। তবে আমেরিকা-চিন শিখর বৈঠক নিয়ে স্পষ্টই আশাবাদী ট্রাম্প সরকার। মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসান্ট জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহেই দু-দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা চুক্তি

কুয়ালালমপুর, ৩১ অক্টোবর : ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করল আমেরিকা। শুক্রবার কুয়ালালমপুরে আমেরিকার যুদ্ধ বিষয়ক সচিব পিট হেগসেথ ও ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বৈঠকের পর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১০ বছর মেয়াদি এই চুক্তি অনুযায়ী দু-দেশ একে অপরকে সামরিক সহযোগিতা, কারিগরি সহায়তা ও তথ্য আদানপ্রদানের বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাজনাথ সিং এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কৌশলগত দিক থেকে আমরা যে ক্রমশ আরও কাছাকাছি আসছি, এই চুক্তি সেদিকে ইঙ্গিত করছে। ভারত-আমেরিকার অংশীদারিত্বের এক নতুন দশক শুরু হল।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে যাতে একটি মুক্ত এবং স্থিতিশীল অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলা যায়, সেজন্য আমাদের অংশীদারি খুব গুরুত্বপূর্ণ।' হেগসেথ

ভারত ও আমেরিকার অংশীদারিত্বের এক নতুন দশক শুরু হল।

রাজনাথ সিং

তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'এই চুক্তি একদিকে যেমন দু-দেশের মধ্যে সহযোগিতা, তথ্য আদানপ্রদান আর কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে, তেমনই আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষেও সহায়ক হবে।'

ট্রাম্পের নিশানায় ভারত

ওয়াশিংটন, ৩১ অক্টোবর : এইচ-১বি ভিসার কারণে নিজের দেশে কাজের সুযোগ হারাচ্ছেন মার্কিনরা। এই ভিসার অপব্যবহার করছেন অভিবাসীদের একাংশ। তাঁদের সাহায্য করছে আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলি। অভিবাসন তথা ভিসা নীতিতে কড়াকড়ির পক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে এবার সরাসরি ভারতকে নিশানা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে

এইচ-১বি ভিসা

একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন তিনি। সেখানে একটি পাই-চার্টে এইচ-১বি ভিসাধারী দেশগুলির অংশীদারির উল্লেখ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এইচ-১বি ভিসাপ্রাপকদের ৭২ শতাংশই ভারতীয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার মার্কিন শ্রম বিভাগের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছিল। সেই ভিডিও-র ভয়েসওভারে বলা হয়েছে, 'বহু মার্কিন তরুণের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন বিদেশি কর্মীরা। কারণ, আমাদের রাজনীতিবিদ এবং আমলারা কোম্পানিগুলিকে এইচ-১বি ভিসার অপব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।'

কেরলের দারিদ্র্যমুক্তি নিয়ে প্রশ্ন

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ অক্টোবর: সাতের দশকের গোড়ায় দেশ থেকে 'গরিবি হটাও'য়ের ডাক দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। তারপর অর্ধশতাব্দী কেটে গেলেও গরিবি হটেনি দেশ থেকে। ইতিমধ্যে ফের সেই ডাক দিল দক্ষিণের রাজ্য কেরল। ১ নভেম্বর 'কেরল পিরবি দিবস'-এ রাজ্যকে দেশের প্রথম 'চরম দারিদ্র্যমুক্ত' রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করতে চলেছে পিনারাই বিজয়ন সরকার। তবে অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মীদের একাংশের দাবি, এই ঘোষণা তথ্যগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। আর ভিজি মেনন, এমএ উম্মেন, কেপি কান্নন সহ ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক খোলা চিঠিতে সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন, সমীক্ষার পদ্ধতি ও মানদণ্ড প্রকাশ করতে। সরকারের দাবি, ৬৪,০০৬টি পরিবার 'চরম দরিদ্র' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় অন্তর্ভুক্ত পরিবার সংখ্যা ৫.৯২ লক্ষ। অর্থনীতিবিদদের প্রশ্ন, 'তাহলে কি এই পরিবারগুলি আর দরিদ্র নয়?' তাঁদের অভিযোগ, তথ্যের স্বচ্ছতা ও সমীক্ষার সত্যাসত্য নিয়ে গুরুতর সন্দেহ রয়ে গিয়েছে।

কেজরিকে শিশমহল খোঁচা

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : শিশমহল বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। দিল্লির পর এবার চণ্ডীগড়েও তাঁর একটি বিলাসবহুল বাংলো রয়েছে বলে বিজেপি দাবি করেছে। যদিও আপ পত্রপাঠ সেই দাবি খারিজ করেছে। আকাশ থেকে তোলা একটি ছবি দেখিয়ে দিল্লি বিজেপির তরফে শুক্রবার বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নিজেকে আম নাগরিক হিসেবে দেখানোর ভান করতেন, তাঁর আরও একটি বিশাল শিশমহল তৈরি করা হয়েছে। দিল্লির শিশমহল খালি করার পর এবার পঞ্জাবের সুপার

ছবি প্রকাশ বিজেপির

মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও একটি দুর্দান্ত শিশমহল তৈরি করিয়েছেন।' চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২-এ দুই একর জমির ওপর সেভেন স্টার লাক্সারি বাংলোটি পঞ্জাবের ভগবন্ত মান সরকার আপ সুপ্রিমোকে বরাদ্দ করেছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। এর জবাবে আপের তরফে বলা হয়েছে, 'ওই বাংলো বরাদ্দ করার চিঠিটা কোথায়? প্রধানমন্ত্রীর ভুয়ো যমুনার গল্পটি ফাঁস হওয়ার পর থেকেই বিজেপি আতঙ্কিত।' দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের বাসভবন ঘিরে শিশমহল ঘনীভূত হয়েছিল। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে কেজরিওয়ালকে লুটিয়েন্স দিল্লির ৯৫ লোধি এস্টেটে একটি টাইপ-৭ বাংলো বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ছত্তিশগড়ের নতুন বিধানসভা

নয়া রায়পুর, ৩১ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশ ভেঙে আলাদা রাজ্য ছত্তিশগড় গঠনের ২৫ বছর উদযাপন হচ্ছে শনিবার। ওইদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়া রায়পুরে নবনির্মিত ছত্তিশগড় বিধানসভা ভবনের দ্বারোদঘাটন করবেন। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকবেন। ২০০০ সালের ১ নভেম্বর ভারতের ২৬তম রাজ্য হিসেবে ছত্তিশগড়ের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বিধানসভার প্রথম অধিবেশন ওই বছর ১৪ ডিসেম্বর বসেছিল রায়পুরের রাজকুমার কলেজে। ২০২০ সালে সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি নতুন বিধানসভা ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন। নতুন বিধানসভা ভবনটি নয়া রায়পুরের সেক্টর ১৯-এ ৫২ একরেরও বেশি এলাকা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে।

একতা দিবসে মোদির তোপে নেহরু

সংঘে নিষেধাজ্ঞার দাবি খাড়গের

দেহি পদপল্লব মুদারম... জন্ম সার্ধশতবর্ষে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির পায়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রী মোদির। শুক্রবার গুজরাটের একতা নগরে।

একতা নগর ও নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : আদ্যন্ত গান্ধিবাদী। স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারে উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গান্ধিজির হত্যার পর আরএসএসকে নিষিদ্ধ করতেও পিছপা হননি। এহেন একজন কংগ্রেসি নেতাকে নিয়ে বিজেপি-কংগ্রেস দড়ি টানাটানি।

শুক্রবার সর্দার প্যাটেলের জন্মদিনকে একতা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সেই সূত্রেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আক্রমণ করেন কংগ্রেসকে। জবাবে প্যাটেলকে সামনে রেখে আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে সওয়াল করেছেন খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বিজেপিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সর্দার প্যাটেলই সেই ব্যক্তি যিনি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। বন্ধ করেছিলেন সরকারি কর্মীদের আরএসএসে যোগ দেওয়ার সুযোগ। যা ২০২৪ পর্যন্ত বহাল ছিল।

খাড়গে বলেন, 'সর্দার প্যাটেল আরও বলেছিলেন যে সরকারি চাকরিতে থাকাকালীন আরএসএসের জন্য কাজ করা উচিত নয়। তিনি সরকারি কর্মচারীদের আরএসএস এবং জামাত-ই-ইসলামির কার্যকলাপে অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, যা মোদি সরকার ৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে তুলে নেয়। আমরা দাবি করছি যে এই নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করা হোক।' কংগ্রেস প্রধানের বক্তব্য, 'সর্দার প্যাটেল দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্বাস করতেন যে সর্দার প্যাটেলের অবদান অপরিসীম। ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, সর্দার প্যাটেল আরএসএস সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আরএসএস গান্ধির মৃত্যু উদযাপন করেছিল এবং মিষ্টি বিতরণ করেছিল।'

বিজেপিও জবাব দিতে দেরি করেনি। দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'আইএনসি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নয়। এটি ভারতীয় নাৎসি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করে। ওদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও, আদালত আরএসএসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। তারা বলেছে যে আরএসএস একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং সরকারি কর্মচারীরা তাদের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারেন।'

শুক্রবার গুজরাটের নর্মদা জেলার একতা নগরে সর্দার প্যাটেলের ১৮২ ফুট উঁচু স্ট্যাচু অফ ইউনিটি মূর্তিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে আয়োজন করা হয়েছিল এক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের। দিনের শুরুতে সর্দার প্যাটেলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট করেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মদিনে গোটা দেশ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। ভারতের সংহতি রক্ষার জন্য তিনি ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি আমাদের জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন।' এরপর একতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্যাটেলের স্বপ্ন অপূর্ণ থাকার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেন মোদি। দেশভাগ থেকে কাশ্মীর সমস্যা, সব কিছুর জন্য দায়ী করেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে। যার সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ সামলেছেন প্যাটেল।

মোদি বলেন, 'সর্দার প্যাটেল অন্যদের মতো গোটা কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু সেটা হতে দেননি। যে কারণে কাশ্মীরের একাংশ আজও পাকিস্তানের দখলে রয়েছে।' বিশেষ রাজ্য হিসাবে কাশ্মীরকে আলাদা পতাকা ও সংবিধান দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'কংগ্রেসের ভুলের কারণে দেশকে দশকের পর দশক ধরে কাশ্মীরকে নিয়ে ভুগতে হয়েছে। কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগে কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

সব রাজ্যকে তলব

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : রাস্তার কুকুর সংক্রান্ত মামলায় আদালতের নির্দেশের প্রতি রাজ্যগুলির 'বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই' জানিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের অবশ্যই সশরীরে আদালতে হাজির হতে হবে।

ওই মামলায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার অনুরোধ শুক্রবার স্পষ্টভাবে খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন

পথকুকুর মামলা

বেঞ্চ জানায়, 'আদালতের আদেশ মানার প্রতি রাজ্যগুলির কোনও দায়বদ্ধতা নেই। যখন আমরা তাদের আসতে এবং সম্মতিপত্র দাখিল করতে বলি, তখন তারা ঘুমিয়ে থাকে। তাই এবার মুখ্যসচিবদেরই সশরীরে হাজিরা দিতে হবে ৩ নভেম্বর পরবর্তী শুনানিতে।'

আজহারের শপথ

হায়দরাবাদ, ৩১ অক্টোবর : তেলেঙ্গানার নতুন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ও কংগ্রেস নেতা মহম্মদ আজহারউদ্দিন। শুক্রবার রাজভবনে রাজ্যপাল জিষ্ণুদেব বর্মা তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। কংগ্রেসের দাবি, এটি সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অঙ্গীকারপূরণ। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি মহেশ গৌড় বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিনের ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করছি।' তবে বিজেপির অভিযোগ, ১১ নভেম্বরের জুবিলি হিলস উপনির্বাচনের আগে এই পদক্ষেপ 'আদর্শ আচরণবিধির লঙ্ঘন'। শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টাও বটে। আজহারউদ্দিন এখনও বিধানসভা বা পরিষদের সদস্য নন। তাঁকে আগামী ছয় মাসে পরিষদের সদস্য হতে হবে।

অভিযুক্তের আইনজীবীকে সমন নয়

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়ানো আইনজীবীকে তদন্তকারী অফিসাররা শুধু আইনি পরামর্শ দেওয়ার জন্য সমন জারি করতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ জারি করেছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এই ধরনের পদক্ষেপ আইনজীবী মহলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে।

প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, আইনজীবীরা বিচার প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মক্কেলকে নির্ভয়ে আইনি সহায়তা দেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত সমস্ত আইনজীবীর। তবে আদালত এও স্পষ্ট করেছে যে, যদি কোনও আইনজীবী অপরাধ ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর মক্কেলকে 'সাহায্য করে থাকেন', তবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা যেতে পারে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও আদালতের এই মূল বক্তব্যে সহমত হন।

ফ্লুয়ে জেরবার রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : একা দূষণে রক্ষা নেই, ফ্লু দোসর! একে তো তীব্র বায়ুদূষণে নাভিশ্বাস উঠেছে রাজধানী দিল্লি ও লাগোয়া এলাকার। তারপর এখন তার সঙ্গী হয়ে এসেছে জ্বর, সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় রোগ। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যসংকট উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে দিল্লিতে।

সম্প্রতি লোকাল সার্কেলস-এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের প্রতি চারটি পরিবারের মধ্যে তিনটি অর্থাৎ প্রায় ৭৫ শতাংশ পরিবারেই অন্তত একজন সদস্য দূষণজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে, দূষণের কারণে গলা ব্যথা ও কাশির মতো সমস্যা সবচেয়ে বেশি, যা প্রায় ৪২ শতাংশ পরিবারে দেখা গিয়েছে। এছাড়াও প্রায় ২৫ শতাংশ পরিবার চোখ জ্বালা, মাথাব্যথা বা ঘুমের সমস্যার শিকার। এই পরিস্থিতিকে 'উদ্বেগজনক' আখ্যা দিয়েছেন বিবেক নাঙ্গিয়ার মতো বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশবিদদের মতে, 'বাতাসের গুণমান অনেক জায়গায় স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, যা সরাসরি মানুষের ফুসফুস ও স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত হানছে। এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের যতটা সম্ভব ঘরে থাকার এবং মাস্ক ব্যবহার করা উচিত।'

মিষ্টি আচরণ ছিল রোহিতের

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : পাওয়াইয়ের স্টুডিওয় ১৭ শিশু সহ ১৯ জনকে পণবন্দি করে রাখলেও আগাগোড়া মিষ্টি আচরণ ছিল নিহত অভিযুক্ত রোহিত আর্যর। যদিও পরে আসল রূপ ধারণ করেছিলেন তিনি। অডিশনের কথা বলে শিশুদের আটকে রেখেছিলেন রোহিত। সেই সময় স্টুডিওয় নাতনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা প্রৌঢ়া মঙ্গলা পাতনকর ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, রোহিত আর্য আগাগোড়া মিষ্টি আচরণ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে। পাতনকর বলেন, 'রোহিত আর্য দীপাবলির পটকা ফাটিয়েছিলেন। আমাদের বলেছিলেন, বাইরে গুলিগোলা চলছে। তাই আমরা যেন বিল্ডিংয়ের বাইরে না যাই।' হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই প্রৌঢ়ার ধারণা, রোহিত আর্যর সঙ্গে আরও একজন পুরো পণবন্দি নাটকের নেপথ্যে রয়েছেন। ওই প্রৌঢ়া সংকটের সময় শিশুদের শান্ত রেখেছিলেন। স্টুডিওর বাইরে থাকা অভিভাবকদের ছবি পাঠিয়ে আশ্বস্তও করেছিলেন।

এদিকে অপহরণকারী রোহিত আর্যের কীর্তিতে শিউরে উঠেছেন অভিনেত্রী রুচিতা বিজয় যাদব। তিনি দাবি করেছেন, সম্প্রতি তাঁকে ফোন করে পণবন্দিদের নিয়ে একটি ছবি বানানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন রোহিত। সেই ঘটনা বাস্তবের রূপ নেওয়ায় স্তম্ভিত ওই অভিনেত্রী। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, '৪ অক্টোবর প্রথমবার ফোন করেছিলেন রোহিত। ২৩ অক্টোবর আবার ফোন করেছিলেন। তখনই ছবি তৈরির পরিকল্পনা জানিয়েছিলেন তিনি। প্রথমে ২৭ তারিখ, তারপর ২৮ তারিখ দেখা করার কথা হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ ৩০ অক্টোবর দেখা করার জন্য রাজি হয়েছিলাম।'

স্টুডিওয় পণবন্দি কাণ্ড

ওইদিনই এমন হাড়হিম ঘটনা ঘটায় বিস্মিত অভিনেত্রী। রোহিত আর্য ছিলেন অভিনয় প্রশিক্ষক এবং মোটিভেশনাল স্পিকার। আরএ স্টুডিওর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। অভিনয়ের ওয়ার্কশপ করতেন। শর্ট ফিল্মের অডিশনও নিতেন তিনি।

রোহিত মুম্বইয়ে থাকলেও তাঁর পরিবার পুনেতে থাকে। একটি ইউটিউব চ্যানেলও রয়েছে তাঁর।

মোমো চিত্তে

মম মোমো। দিন বদলের দিনে মোমো সত্যিই অনেকের মর্মে। কর্মেও বটে। মোমোর দোকান দিয়ে অনেকে উপার্জনও করছে ঢের। এই যে মোমো, এর উৎপত্তি তিব্বত ও হিমালয়ের আশপাশের অঞ্চলে। ধীরে ধীরে সেই খাবার জনপ্রিয় হতে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়ায়। তবে স্থানভেদে মোমো তার নিজস্ব ধরন, ধারণ এবং স্বাদ বদলেছে। সেই স্বাদ বদলের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় মোমোগুলি মোটামুটি এই রকম-- স্টিমড, তন্দুরি আর ফ্রায়েড। মোমোর রেসিপি বেশ সাধারণ। সামান্য ময়দা, সবজি, মাংস আর ভাপ। শুনতে বেশ স্বাস্থ্যকর লাগলেও খাবারটা কি স্বাস্থ্যকর? প্রশ্ন তুলতে পারেন পাঠকেরা।

জন্ম যেথা

সত্যি বলতে, মোমোর ধরন আর বানানোর ওপর নির্ভর করে এটি কতটা স্বাস্থ্যকর। বিশেষ করে রাস্তার পাশে ফুডকার্টে বানানো মোমো কতটা স্বাস্থ্যকর, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সে তুলনায় ঘরে বানানো মোমো যে বেশি স্বাস্থ্যকর, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

তেলেভাজা মোমোয় অস্বাস্থ্যকর তেল

ফ্রায়েড বা তেলে ভাজা মোমোয় অতিরিক্ত তেল ও চর্বি থাকতে পারে। অন্যান্য মোমোর তুলনায় তেলেভাজা মোমো তাই কিছুটা অস্বাস্থ্যকর।

চাটনিও ভালো নয়

মোমোর সঙ্গে দেওয়া চাটনি যতই আমরা চেটেপুটে খাই না কেন, সেটা আসলে কী দিয়ে তৈরি, তা অনেকেই জানি না। ফলে, রাস্তার পাশে দোকানে চাটনি খাওয়ার আগে ভাবুন।

কারণ, এই ধরনের চাটনিতে অতিরিক্ত লবণ ও অস্বাস্থ্যকর চর্বি থাকতে পারে। এসব ওজন বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য হৃদরোগের কারণ হতে পারে।

মোমো খাবেন না?

মোমো আপনার এত প্রিয়, অথচ এত খারাপ খারাপ কথা জানার পর প্রিয় খাবারটা খাবেন না? মোমো স্বাদে যেমন দারুণ, উপকারিতাও কম নয়, যদি বানানো হয় নিয়ম মেনে।

কোন মোমো ভালো

তন্দুরি বা ফ্রায়েড মোমোর তুলনায় স্টিমড মোমোকে সাধারণত স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে ধরা হয়। কারণ, এতে ক্যালরির পরিমাণ কম। এছাড়া ভাপে তৈরি হয় বলে এতে তেল-চর্বিও খুব একটা থাকে না। ভাপে মাংস আরও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, একইভাবে সবজিও।

পুষ্টিকর উপাদান

ঘরের তাজা ও পরিষ্কার উপাদান দিয়ে মোমো তৈরি করা হলে আপনি পাবেন প্রোটিন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। কম চর্বিযুক্ত মাংস ও বিভিন্ন ধরনের সবজি ব্যবহার করলে প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইবারের ভালো উৎস হতে পারে মোমো।

পরিমিত পরিমাণে

অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভালো নয়, সেটা স্বাস্থ্যকর খাবার হলেও। পরিমিত পরিমাণে খান। এটিকে নিয়মিত খাবার হিসেবে না খেয়ে মাঝেমধ্যে খেলে শরীরের তেমন কোনও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম।

মোমো তৈরির মেডইজি

যা যা লাগবে: ময়দা ২ কাপ, তেল ২ টেবিল চামচ, মুরগির কিমা দেড়কাপ, থেতো করা রসুন ১ টেবিল চামচ, আদা (মিহি কুচি) ৩ চা-চামচ, পেঁয়াজপাতা কুচি ২টি, লবণ স্বাদমতো, সয়াসস ২ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো আধ চা-চামচ, লেমন রাইন্ড বা লেবুর খোসা কুচি আধ টেবিল চামচ, মাখন ১ টেবিল চামচ।

সসের জন্য: টমেটো ২টি, শুকনো লংকা (২ টেবিল চামচ সিরকায় ৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা) ৬টি, রসুন ৮ কোয়া, আদা ১ টুকরো, ভাজা জিরে আধ চা-চামচ, লবণ সিকি চা-চামচ, চিনি (চাইলে) আধ চা-চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন: ময়দার সঙ্গে আধ চা-চামচ লবণ ও তেল মিশিয়ে ময়ান দিন। পরিমাণমতো জল মিশিয়ে ময়ান দিন এবং নরম খামির তৈরি করুন। ঠিকমতো ময়ান তৈরি করলে হাতে ময়ান লেগে থাকবে না।

কিমার সঙ্গে পেঁয়াজ, আদা ও রসুন কুচি, সয়াসস, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে মেখে নিন। ফ্রাইপ্যানে মাখন গলিয়ে কিমার মিশ্রণ অল্প আঁচে রান্না করুন। জল টেনে এলে পেঁয়াজপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে আরও ২-১ মিনিট ঢেকে রাখুন। এবার ঢাকনা খুলে কাঁচা লংকা ও লেবুর খোসার কুচি দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন। ওভেন বন্ধ করে মিনিট দুই রাখুন।

বেঁকে যায় আইলাইনার?

কিছু কৌশল, কিছু পদ্ধতি জানলেই এই সমস্যার সমাধান মিলবে খুব সহজেই

রিয়ার কথাই ধরুন। অমন ঝকঝকে মেয়েটা পড়াশোনায় অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকলেও রুপচর্চায় একেবারে বেখাপ্পা। বিশেষ করে আইলাইনার তার ধেবড়ে যায় প্রায়শই।

রিয়ার মতো অনেকের কাছেই দুই চোখের আইলাইনারের উইংস সমান করাটাকে মনে হয় পাটিগণিতের সরল অঙ্ক মেলানোর মতো জটিল। বারবার আইলাইনারের উইংস সমান করতে গিয়ে মাঝপথে সাজের বারোটা বেজে যায় প্রায়ই।

রিয়ার জন্য কতকগুলি টিপস এখানে দেওয়া যাক। শুধু রিয়া কেন, আপনার জন্যও রইল বেশকিছু টিপস।

ববি পিনের কেরামতি

প্রথমে ববি পিনের গোড়ায় আইলাইনার লাগিয়ে নিন। এরপর চোখের বাইরের কোণে ববি পিনটি চেপে ধরুন। এতে উইংসের মতো হালকা ছাপ পড়ে যাবে। সেই ছাপ ধরে আইলাইনার টেনে নিলে দুই চোখের উইংস প্রায় সমান হয়ে যাবে।

কাজে লাগান স্কচটেপ

চোখের বাইরের কোণে ছোট এক টুকরো স্কচটেপ লাগিয়ে নিন। টেপটিকে নির্দেশিকা হিসেবে ধরে আইলাইনার লাগিয়ে ফেলুন। কাজ শেষ হলে টেপ খুলে ফেলুন। তবে খুব বেশি আঠালো টেপ ব্যবহার করবেন না। চোখের আশপাশের ত্বকে কিন্তু তার প্রভাব পড়তে পারে। আর এসব কাণ্ড করতে গিয়ে চোখও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সিলিকনের অ্যাপ্লিকেটর

এটাও ব্যবহার করে দেখতে পারেন অনায়াসে। আইলাইনার দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একধরনের সিলিকনের অ্যাপ্লিকেটর পাওয়া যায়। ওই অ্যাপ্লিকেটর চোখের ওপর বসিয়ে তার পাশ দিয়ে আইলাইনার এঁকে নিন। দেখবেন, সহজেই সুন্দরভাবে আইলাইনার দেওয়া যায়। যাঁরা একদমই আইলাইনার দিতে পারেন না, তাঁদের জন্য এটি বেশ কার্যকর।

২১ নাকি ২২ কোন সোনা ভালো

সোনা এখন আকাশ ছুঁই ছুঁই। তবুও সোনার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি এতটুকু। তবে গয়নায় সোনার বিশুদ্ধতা নিয়ে মাথাব্যথা থাকতেই পারে। এই বিশুদ্ধতা মাপা হয় ক্যারেট দিয়ে। যেখানে২৪ ক্যারেট সোনা ১০০ শতাংশ খাঁটি বলে ধরা হয়। এই বিশুদ্ধ সোনা কিন্তু বেশ নরম হয়। যে কারণে খাঁটি বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে গয়না তৈরি করা যায় না। ২১ ক্যারেট এবং ২২ ক্যারেট সোনার গয়না দুটোই আসল সোনা দিয়ে তৈরি, তবে তাদের বিশুদ্ধতার মাত্রায় পার্থক্য রয়েছে।

২১ ক্যারেট সোনার বিশুদ্ধতার মাত্রা ৮৭.৫ শতাংশ, অর্থাৎ এতে ২১ ভাগ সোনা এবং ৩ ভাগ অন্যান্য ধাতু যেমন তামা বা রুপো থাকে। যা সোনাকে কম খাঁটি করে তুলে সোনার নমনীয়তা কিমিয়ে দেয়।

অন্যদিকে, ২২ ক্যারেট সোনার বিশুদ্ধতার মাত্রা ৯১.৬ শতাংশ, অর্থাৎ এতে ২২ ভাগ সোনা এবং ২ ভাগ অন্যান্য ধাতু থাকে। এই উচ্চতর বিশুদ্ধতার মাত্রার ফলে একটি সমৃদ্ধ, গাঢ় হলুদ রং এবং একটি নরম, আরও নমনীয় টেক্সচার তৈরি হয়।

সোনার পরিমাণ যত বেশি হবে, গয়না তত বেশি মূল্যবান হবে। তবে বিশুদ্ধতা যত বেশি হবে, সোনা তত নরম হবে এবং এতে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে। এই কারণে ২১ ক্যারেট সোনা মূলত সারাক্ষণ ব্যবহার করা হয়, এমন গয়না তৈরিতে সাধারণত ব্যবহার হয়।

অন্যদিকে, ২২ ক্যারেট সোনা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য বা মাঝে মাঝে পরা হবে এমন গয়না তৈরিতে ব্যবহার হয়। তবে নিত্যদিন যদি ব্যবহার করলে বেশ যত্ন নিতে হবে।

মনে রাখবেন, ১৮ ক্যারেট, ২১ ক্যারেট এবং ২২ ক্যারেট সোনা মূল্যবান এবং সুন্দর গয়না তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

নকল দারুচিনি

চিনবেন কীভাবে?

গ্রিক সিনামোমাম

গাছের নাম 'সিনামোমাম'। সেই গাছের ভেতরের বাকল থেকে দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়।। সিনামোমাম শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে, যার অর্থ 'মিষ্টি কাঠ'। গাছের এই বাকল গাছ থেকে কেটে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তা আপনা-আপনি রোলের মতো আকার নিয়ে থাকে, যাকে আমরা দারচিনি স্টিক বা কুইল নামে চিনি।

আসল চিনতে হলে

বাজারে মূলত দু-ধরনের দারুচিনি পাওয়া যায়— সিনামোমাম ভেরাম এবং সিনামোমাম ক্যাসিয়া। সিনামোমাম ভেরামটাকেই আসল দারুচিনি বলা হয়। এটা 'সিলন দারুচিনি' নামেও পরিচিত। এটি মূলত শ্রীলংকা ও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের স্থানীয় গাছ থেকে পাওয়া যায়।

খেয়াল করলে দেখবেন, আসল দারুচিনির স্বাদ মিষ্টি ও মৃদু। এতে ইউজেনল ও সিনামালডিহাইডের মতো ফেনলিক ও অ্যারোমাটিক যৌগের পরিমাণ বেশি থাকে। সাধারণত, আসল দারুচিনি পাওয়া তুলনামূলকভাবে কঠিন বলে এর দামও বেশি। এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও ব্যথা-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।

নকল চিনবেন যেভাবে

সিনামোমাম ক্যাসিয়া (অন্য নাম সিনামোমাম অ্যারোমাটিকাম) হচ্ছে নকল বা নিম্নমানের দারুচিনি। এটি মূলত দক্ষিণ চিনে উৎপন্ন হলেও বর্তমানে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ হয়। এর স্বাদ বেশ কষ ও কড়া।

ক্যাসিয়া দারুচিনিতে কুমারিন নামক যৌগের পরিমাণ অনেক বেশি। নিয়মিত ও দীর্ঘ মেয়াদে খেলে এটি লিভারের ক্ষতি করতে পারে এবং কিছু ওষুধের কার্যকারিতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে পারে, তাই সতর্কতা ও সচেতনতা জরুরি।

আসল নকল দারুচিনি চিনতে হলে

ক. চিনতে পারেন রং দেখে
আসল দারুচিনি:
হালকা ফিকে বাদামি বা হলদে-বাদামি।
নকল (ক্যাসিয়া) দারুচিনি:
গাঢ় লালচে-বাদামি।

খ. গঠন ও স্পর্শ করে
আসল: পাতলা, কাগজের মতো ছাল, যা একের বেশি স্তরে গুটিয়ে থাকে। হাত দিয়ে সহজে ভাঙা বা গুঁড়ো করা যায়।
নকল: পুরু, শক্ত ও এক স্তরবিশিষ্ট ছাল। হাত দিয়ে ভাঙতে কষ্ট হয়; সাধারণত ব্লেন্ডারে গুঁড়া না করলে ভাঙে না।

গ. গন্ধ শুঁকে
আসল: কোমল, মিষ্টি, হালকা লবঙ্গ বা সাইট্রাস ঘ্রাণযুক্ত। অতিরিক্ত ঝাঁঝালো নয়।
নকল: ঝাঁঝালো, কড়া ঘ্রাণ থাকে।

ঘ. স্বাদ পরীক্ষা
আসল: হালকা, মিষ্টি ও মৃদু স্বাদের হয়।
নকল: কড়া, কষ কষ, তিক্ত ও ঝাঁঝালো স্বাদের হয়।

স্যালাড মানেই শসা-টমেটো নয়

যম দুয়ারে কাঁটা?

স্যালাডের নাম শুনলে অনেকের মধ্যেই একটু অন্য রকমের ভাবনা হয়। খেতেও চান না অনেকেই। স্যালাড বলতে অনেকে আবার শুধু শসা-টমেটোকেই বোঝেন। এই ধারণা আসলে ভুল।

পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী, স্যালাডে শুধু সবজি নয়-- ফল, ডালজাতীয় শস্য যেমন মটরশুঁটি ও বিনস, বাদাম, বীজ এবং প্রোটিন যোগ করলে শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়।

স্যালাডে থাকা আঁশ হজমপ্রক্রিয়া কমিয়ে দেয় এবং দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন বেশি স্যালাড খেলে ক্যালরি গ্রহণ গড়ে ১২ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

স্যালাডের আঁশ মল নরম করে নিয়মিত পায়খানায় সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। একই সঙ্গে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকিও হ্রাস করে। এমনকি, নিয়মিত স্যালাড ও সবজি খাওয়ার অভ্যাস দীর্ঘস্থায়ী রোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

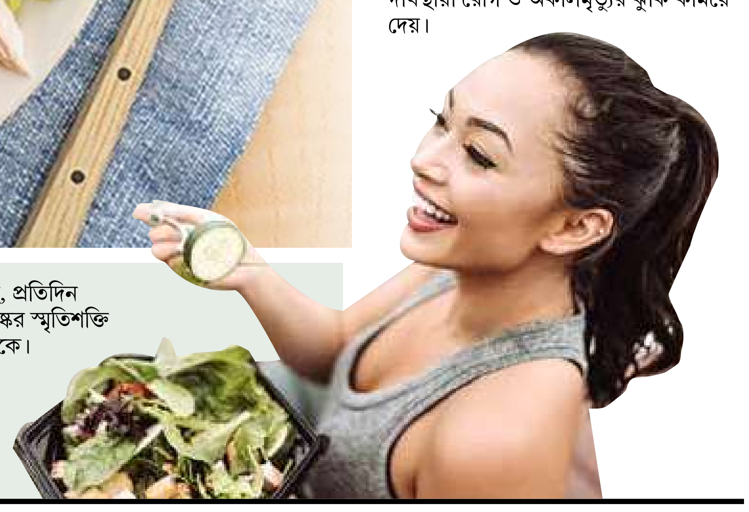

ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে দীর্ঘ আয়ু, মস্তিষ্কের সুস্থতা থেকে স্মৃতিবৃদ্ধি-- সবেতেই ভূমিকা রয়েছে স্যালাডের। ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ স্যালাড রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে হজম প্রক্রিয়া উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সবজিতে থাকা প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, বিশেষ করে ভিটামিন সি এবং ই শরীরকে রোগ থেকে সুরক্ষা দেয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন আধকাপ স্যালাড খেলে মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি প্রায় ১১ বছর পর্যন্ত তরুণ থাকে। পালং শাক ও কেলের মতো সবুজ শাকসবজি খাওয়ার ফলে অ্যালঝাইমার ও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমে।

মিলল উত্তরাধিকার

উত্তরবঙ্গের নাটককে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে এক দশকেরও আগে শুরু হয়েছিল অন্তরঙ্গ নাট্যচর্চার উৎসব। এবার সেই উৎসব এগারো বছরে পা দিল। উৎসব যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে সেই আভাস মিলল। সাক্ষী থাকলেন **ছন্দা দে মাহাতো**

উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরির লক্ষ্যে অনেকদিন থেকেই মনোনিবেশ করেছেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব উত্তালের প্রাণপুরুষ পলক চক্রবর্তী। সারা জীবন ধরে তিনি তাঁর কাজে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, ব্যক্তি নয়, সমষ্টি কোনও ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই লক্ষ্যে ১১ বছর আগে তাঁরা শুরু করেছিলেন অন্তরঙ্গ নাট্যচর্চার উৎসব। এবার সেই উৎসব ১১ বছরে পা দিল। উত্তরের বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য সংগঠক প্রদীপ লাহিড়ির স্মরণে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে এবারের সমারোহে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার মিলিয়ে মোট পাঁচটি নাটক প্রদর্শিত হয়।

এই প্রযোজনাগুলির মধ্যে দীপঙ্কর রায়ের নির্দেশনায় জলপাইগুড়ির 'রূপায়ণ'-এর 'নর নরক ও নারী' নাটকে কালোত্তীর্ণ স্রোতে বিচারহীনতায় লুণ্ঠিত, শোষিত, নির্যাতিত এক নগ্ন সামাজিক প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। যেখানে অপরাধীরা মুক্তির আলোকে আর অত্যাচারিতদের জীবন যেন অনন্ত নরকবাস! অভিনয়ে ছিলেন বিদ্যুৎ মিশ্র, হৃদি চন্দ, সুকন্যা সরকার, তন্নিষ্ঠা দাস, দৃশিতা চক্রবর্তী, প্রিয়তা দে চন্দ, তৃণা সোম ও কঙ্কণা নন্দী।

বনবিবির পালা আখ্যান অবলম্বনে অর্ণব মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'কোচবিহার অগ্নি নাট্য সংস্থা'র প্রযোজনা 'সোঁদর বনের পাঁচালি' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে সুন্দরবনের বিপদসংকুল জঙ্গলে মধু আহরণকারী শ্রমজীবীদের কথা। জীবিকার তাগিদে বনজ সম্পদ আহরণ করলেও প্রকৃতি যে কারও ব্যক্তি-সম্পদ নয় সেই বার্তাই অভিনয়ের মাধ্যমে পৌঁছে দেন অর্ণব মুখোপাধ্যায়, শুভ দাস, প্রিয়দর্শী রায়, সৌরভ গোপ, ঋতুপর্ণা দাস, আলপনা ভৌমিক।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ও গল্প নিয়ে শিলিগুড়ির 'বনমালা' প্রযোজিত নাটক ছিল 'ঘুম নেই'। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতা, ক্ষুধা, ক্লান্তি, প্রেম, বঞ্চনা ও সামাজিক টানাপোড়েন প্রতিফলিত হয়েছে এই নাটকে। অভিনয়ে ছিলেন সুপ্রতিম পাল, বিশাল সাহা, প্রিয়াংশু দে সরকার, শুভ্র চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ মালা (দাস), দীপা পাল ও ঈশা মণ্ডল। নাটক রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন বিশ্বজিৎ রায়।

গ্রিক নাটককার সোফোক্লেসের আন্তিগোনে নাটকের ছায়ায় 'সৃজনসেনা' পরিবেশিত 'অন্তে অনন্তে আন্তিগোনে' নাটকে উঠে আসে সমকালীনতার আবহে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীর আপসহীন প্রতিবাদের প্রতিচ্ছবি। অঙ্গন নাটকের ধারায় সমবেত অভিনয় নির্ভর এই প্রযোজনায় ক্রেয়ন চরিত্রে বিশেষভাবে নজর কাড়েন কৌশিক রায়। নির্দেশনায় ছিলেন পার্থপ্রতিম মিত্র।

বাদল সরকারের শতবর্ষে তাঁর লেখা 'নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র' নাটক পলক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় এদিন প্রদর্শন করে উত্তাল। দামি, মাঝারি এবং সস্তা এই তিন চরিত্র এবং এক নাট্যকারকে ঘিরে এই নাটক। সমাজ কাঠামোয় বসবাসকারী উচ্চবর্গীয়রা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করে তাদের শ্রেণি স্বার্থ বুঝে নিতে চায়। দেশের গরিব, খেটে খাওয়া বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ তাদের কাছে ব্রাত্য। তাদের কথা ভাববার অবকাশ নেই ওদের। মধ্যবর্গীয়রা গরিব তথা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রগতির আড়ালে তারাও অতি সন্তর্পণে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে চলে। সমাজের মোট জনসংখ্যার বিপুল অংশের সাধারণ মানুষের চাহিদা স্বল্প। অথচ দেশের অর্থনীতি এই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে অপারগ! তাদের সমস্যার কথাগুলো উপেক্ষিতই থেকে যায়। এই তিন গোত্রের চরিত্র তাদের নিজেদের কথা তুলে ধরবার দাবি নিয়ে আসে নাট্যকারের কাছে। নাট্যকারের এই দ্বন্দ্বই বাদল সরকারের নাটকের প্রধান উপজীব্য। অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেও এই নাটক এখনও সমকালীন। অভিনয়ে ছিলেন শ্যাম ভট্টাচার্য, আশিসকুমার শীল, প্রবীর দাস ও শুভম চক্রবর্তী। শব্দ প্রক্ষেপণে ছিলেন সুরজিৎ দাস। নাট্যের পাশাপাশি সংগীতকার সলিল চৌধুরীর গানে নৃত্য পরিবেশন করেন সেরিনা রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তালের পক্ষ থেকে 'অমল চক্রবর্তী স্মারক সম্মান' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট অভিনেত্রী মঞ্জু দাস এবং নাট্যকার, নির্দেশক, প্রাবন্ধিক ও কবি গৌতম চক্রবর্তীকে।

জমজমাট।। *নাটক 'নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র'-এর একটি মুহূর্ত।*

শুধুই রবীন্দ্রনাথ

শুধুই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে পথ চলার অঙ্গীকারে কিছুদিন আগে কোচবিহারের সাহিত্য সভা মঞ্চে আত্মপ্রকাশ ঘটল উত্তরবঙ্গ রবীন্দ্র পরিষদ গোষ্ঠীর। আয়োজক সংস্থার সভাপতি ডাঃ শুভাশিস চ্যাটার্জি তিন অতিথি ডাঃ অশোক ব্রহ্ম, নির্মল দে এবং বিদ্যুৎ পাল-কে নিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সভাপতি এবং সম্পাদক সৈকত ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে সংস্থার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বছরভর পথ চলার অঙ্গীকার ধ্বনিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মূলত শরৎ ঋতুর আবেশ মাখানো সংগীতের পরিবেশনে উপস্থিত শ্রোতাদের ভালোলাগার আবেশে ভরিয়ে তোলেন লোপামুদ্রা চ্যাটার্জি, ডাঃ শুভাশিস চ্যাটার্জি, মালবিকা মজুমদার, মৌসুমী চ্যাটার্জি তরফদার, সন্তোষ মজুমদার। সংস্থার সদস্য সোমা পালিত এবং সংহিতা সরকারের নির্দেশনায় মঞ্চে রবীন্দ্রনৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ফুটিয়ে তোলেন বিভিন্ন শিল্পীরা। মৌদীপা মজুমদার এবং সৌমী চক্রবর্তীর রবীন্দ্র কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনে। কোচবিহারের যুগ্ম শ্রম কমিশনার সুমন্ত রায়ের সংগীত পরিবেশন আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। প্রতিটি পরিবেশনার মাঝে অপূর্ব বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে সৌমী অনুষ্ঠানটিকে আলাদাভাবে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিলেন। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

বঙ্গপুতুল ২৫

প্রথম পর্বের রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করল বঙ্গপুতুল কলকাতার শিশির মঞ্চে। এই উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পুলহ সরকার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সুপর্ণা দেব, বিমান বসু, বিকাশ ভট্টাচার্য, পঙ্কজ মুন্সি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বঙ্গপুতুলের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্মান জানানো হয়। সম্মান জানান বঙ্গপুতুলের নির্দেশক ডঃ শুভ জোয়ারদার। এরপর প্রবীর সিনহার হস্তছায়া পুতুল নাটক 'দ্য হারমোনি' পরিবেশিত হয়। তবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দণ্ডপুতুল নাটক 'ধানসারির মাটি'। এটির নির্দেশনায় ছিলেন ডঃ শুভ জোয়ারদার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অনুপ ঘোষ ও সুনীতা কর। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় তৃপ্তি মিত্র সভাগৃহে। সমগ্র অনুষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতা করে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি। *–অরিন্দম ভট্টাচার্য*

নজরে তিস্তা

দ্যোতনা পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদনায় জলপাইগুড়ি স্কুল বোর্ডের বিদ্যাসাগর শ্রুতিকক্ষে সম্প্রতি প্রকাশিত হল, 'তিস্তা : উত্তরের জীবনরেখা' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা। এদিন বইটির আবরণ উন্মোচন করেন প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্রনাথ দাস, বিশিষ্ট আইনজীবী কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপক পাল, প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা প্রমুখ। ৪৭০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ৫২ জন লেখক ৪৩টি তিস্তা নদী সংক্রান্ত বিষয়ের উপর লিখেছেন। এদিন অতিথিরা গাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন দ্যোতনার কর্ণধার গৌতম গুহ রায়। বইটির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোকপাত করেন সুকল্যাণ ভট্টাচার্য। পাশাপাশি তিস্তা নদী, তার রূপ, ভয়াবহতা, তিস্তা নদী রক্ষা ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনাও হয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক রূপক পাল, পরিবেশবিদ অর্ণব ভট্টাচার্য, নদী রক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সঞ্জয় সাহা ও দেবব্রত চক্রবর্তী। *–অনসূয়া চৌধুরী*

মিত্র সম্মিলনীর পুরস্কার বিতরণী

৯৯ বছরের পথ পেরিয়ে এসে শতবর্ষের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী। কদিন আগে সংস্থার সুরেন্দ্র মঞ্চে গানের মধ্যে দিয়ে অনেক ব্যথার কথা বেরিয়ে এল। 'তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ, এ কি অভিশাপ, নাই প্রতিকার।' এ যেন জগৎ মাতার কাছে সন্তানের অনুযোগ। 'মিথ্যারই জয়, আজ সত্যের নাই অধিকার।' সকলের হৃদয় নিংড়ে এই আর্তি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের শিল্পী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগীততত্ত্ববিদ্যা বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্র কোচবিহারের বাসিন্দা জ্যোতির্ময় সেন। বহু শ্রুত এবং পরিচিত বাংলা গানগুলিকে তিনি সুরের সমুদ্র থেকে নতুন করে তুলে আনছিলেন। অসাধারণ তাঁর আবেদন। এই অনুষ্ঠানে এদিন শিল্পীকে সহযোগিতা করেন কিবোর্ডে অনির্বাণ দাস, গিটারে সুশান্ত দাস, তবলায় রানা সরকার এবং পারকাশনে শংকর দেবনাথ।

উপলক্ষ্য ছিল মিত্র সম্মিলনীর প্রাক উৎসব আয়োজন বয়সভিত্তিক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও বিজয়া সমারোহ। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানাগরিক গৌতম দেব এবং প্রাক্তন মহানাগরিক গঙ্গোত্রী দত্ত। বিভিন্ন বিভাগে এবারের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার সফল শিক্ষার্থী শিল্পীরা হল শান ভক্ত, অমৃতা পাল, সৌম্যদীপ পাল, জিথিষা গুহ, অরিত্র বর্মন, দীপায়ন দত্ত, প্রিয়শ্রী চৌধুরী, প্রত্যুষা রায়, আদিত্য সরকার, দেবাদ্রিতা মালাকার, জিনিয়া মল্লিক ও বিনিতা সাহা। মিত্র সম্মিলনীর তরফে সফল শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অশোক ভট্টাচার্য, সুজিত রাহা, সৌরভ ভট্টাচার্য। এছাড়া এদিন সংস্থার পুরোনো দিনের একটি স্মৃতি আলোকচিত্রও নতুন করে প্রকাশ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সোমা রায় চৌধুরী। *– ছন্দা দে মাহাতো*

সমবেত।। *শিলিগুড়িতে 'কেয়ার অফ দার্জিলিং' ও 'উইংস'-এর পরিচালনায় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।*

জমে উঠল প্রিয় মেলা

কালীপুজো উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরও ইসলামপুর শিয়ালতোরে আয়োজিত হল তিনদিনব্যাপী বাউল ও লোকসংস্কৃতি মেলা। মেলায় তিনদিনে লোকসংস্কৃতি পর্বে অংশ নেন নদিয়ার তর্জাশিল্পী মুরারি মহন্ত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চন্দন দাস বাউল, উত্তম মহন্ত, কোচবিহার জেলার তাপসী পাল, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের রিনা রায় এবং বাঁকুড়া জেলার শ্যামা হালদার।

ছিল লোকসংগীত পরিবেশনায় রায়গঞ্জের জয় প্রদীপ লোক দল। শিয়ালতোর নবীন সংঘের পরিচালনায় তিনদিনব্যাপী এই বাউল ও লোকসংস্কৃতি মেলায় বেশ ভিড় হয়েছিল। প্রিয় এই মেলার দিকে অনেকেরই নজর থাকে বলে জানালেন। *–সুরমা রানি*

একরাশ মুগ্ধতা

কিছুদিন আগে নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে 'তারাশঙ্কর নাট্যোৎসব'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, সহযোগিতায় ছিল 'শিক্ষা চিন্তন' গ্রুপ, শিলিগুড়ি। বিরসা মুন্ডা কলেজ, নকশালবাড়ি মঞ্চস্থ করে নাটক 'জায়েঁ তো জায়েঁ কাহাঁ'। নাটকটি লিখেছেন মৃত্যুঞ্জয় প্রভাকর, নির্দেশনায় লেখন রায়। আরেকটি নাটক এই দিনই অনুষ্ঠিত হয়। নাটকের নাম- বুদ্ধিরাম। নাটকটি শিলিগুড়ি ঋত্বিক প্রযোজনার। নাট্যরূপ দেন প্রণব ভট্টাচার্য, সামগ্রিক পরিকল্পনা ছিল শুভঙ্কর গোস্বামী, নির্দেশনায় ছিলেন কুশল বসু।

বাকি দিনগুলিতে মঞ্চস্থ হয় নাটক শশে ডোম, মতিলাল, ডাক-হরকরা, বাউল, জটায়ু ও স্থলপদ্ম। নাট্যোৎসবের শেষ সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় নাটক 'ডাইনি ও রাধা'। এটি লাভপুর, বীরভূমের 'দিশারী সাংস্কৃতিক চক্রের' একটি নাটকের নাট্যরূপ। নির্দেশনায় ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক পার্থপ্রদীপ সিংহ। উৎসবটি ঠিকমতো সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন দিলীপকুমার রায়, ক্যাপ্টেন নলিনীরঞ্জন রায়, নির্মাল্য ঘরামি, প্রহ্লাদ বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রাখি দাস। *–শুভজিৎ বোস*

নাটক 'মতিলাল'

ভাষাকে ভালো রাখতে

উপজাতীয় ভাষা ও সাহিত্য, আদিবাসী উৎসব, উপজাতিদের ওষুধ ও বিদেশি কবিতা। এসব নিয়ে আরও ভালোভাবে চর্চা করতেই সম্প্রতি শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চের কনফারেন্স হলে আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন 'কেয়ার অফ দার্জিলিং' ও প্রকাশনা সংস্থা 'উইংস'-এর পরিচালনায় একটি অন্য ধরনের সম্মেলন আয়োজিত হল। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ দীপক রায়, রাজীব চক্রবর্তী, ডঃ রঞ্জন রায়, ডঃ সমীরকুমার মণ্ডল, ডঃ মৃত্যুঞ্জয় রায় সরকার, গর্জনকুমার মল্লিক, ডঃ ভিআর অঞ্জনা, ডঃ আর জানাথা কুমারী, ডঃ ডি লেখা, ডঃ মীরা এমআর। বিদেশি কবিতার পরিবেশগত সম্যক ধারণার ওপর বক্তব্য রাখেন গএন্দ্রোমেচি বেনেকো (গ্রিস), মেটিন ইলদিরিম (তুরস্ক), অ্যাগরন সেলে (বেলজিয়াম), নিগার খালিলোভা (আজারবাইজান), ভাতশালা রাধাকিষান (মরিশাস), জালাটান ডেমিরোভিক (ইউএসএ)।

চাঁই, ধিমাল, বোড়ো, রাভা, রাজবংশী, অসুর, থারু ভাষাগুলির ব্যাকরণগত ও ভাষাগত পরিবর্তন ছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। ট্রাইবাল ফেস্টিভাল ও প্রাচীন সাহিত্যে উপজাতীয় প্রভাব নিয়ে কথা বলেন কমিটির পক্ষে ডঃ বীরেন্দ্র মৃধা, কৌশিক আচার্য, সুসৃতা রায় ও সুজাতা মৃধা। সেমিনারের উদ্যোক্তা তথা গবেষক ও কবি সুলেখা সরকার বললেন, 'মাতৃভাষার সঙ্গে আকর ভাষাগুলোকে টিকিয়ে রাখা ও সংরক্ষণ করা আমাদেরই দায়িত্ব। প্রধান ভাষাগুলির পাশে টিকে থাকবে উপজাতীয় ভাষা ও তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, এটাই তো নিয়ম। এজন্য প্রয়োজনীয় চর্চা চাই।' সম্মেলনে প্রাপ্ত সেমিনার পেপার্সগুলি প্রকাশিত হবে 'কেয়ার অফ দার্জিলিং'-এ। সেমিনারে প্রত্যেক বক্তাকে 'শীলভদ্র অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত করা হয়। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

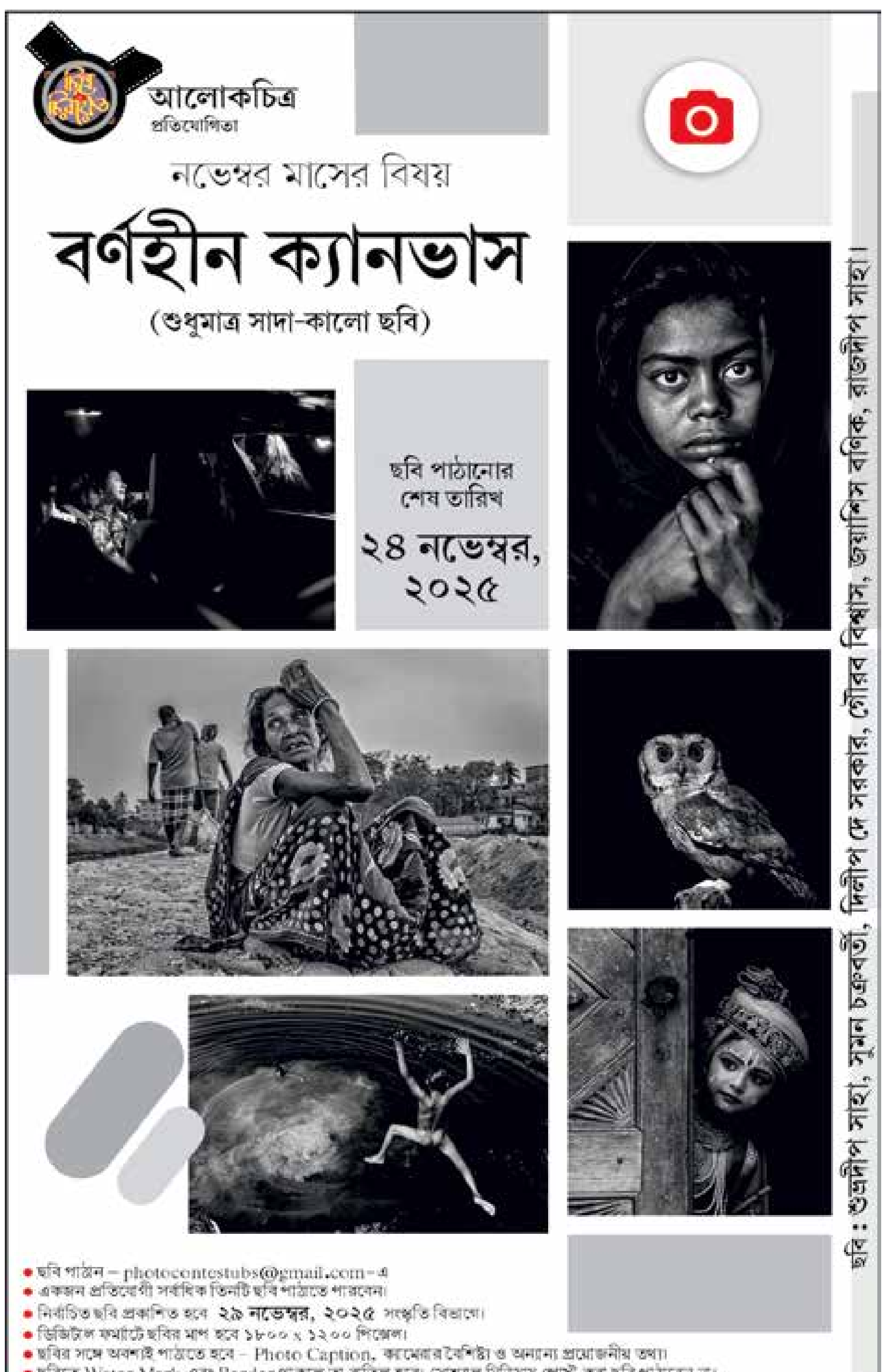

বইটই

হাইকু সংখ্যা

হাইকু। এতে অদ্ভুত ছন্দে কবিতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। পাঁচ, সাত, পাঁচ এই ঘরানায় হাইকুর শরীর গড়ে ওঠে। জাপানে জন্ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদে বাংলা তথা ভারতে এর প্রথম দেখা মেলে। হাইকুকে নিয়ে একটি সংখ্যা করবেন বলে আলিপুরদুয়ারের উত্তম চৌধুরীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল। তাঁর সম্পাদিত **দৃশ্যমুখ** পত্রিকা অবশেষে সেই ইচ্ছে পূর্ণ করল। সম্পাদক সহ ৯৭ জন এই **হাইকু সংখ্যা**য় এই ছন্দে কবিতা লিখেছেন। রণজিৎ দেব লিখেছেন 'অবুঝ।। স্রোতের টানে/সবই ভাসে জলে/বোঝে না যে সে।' অমিয়কুমার চৌধুরী লিখেছেন, 'রঙের কালো/এত দুর্নাম কেন?/ রাখেনি আলো।'

ছোটদের জন্য

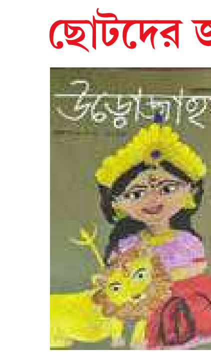

ছোটদের জন্য আজকাল আর লেখা হয় না বলে অনেকেই আক্ষেপ করেন। তরুণকান্তি বারিক সম্পাদিত **উড়োজাহাজ**-এর এবারের **পুজোসংখ্যা** সেই অভাব অনেকটাই পূর্ণ করল। একগুচ্ছ কবিতা আর গল্প দিয়ে সাজানো পত্রিকার এই সংখ্যার পাতায় পাতায় ছোটবেলার টান। পাঠকের উপরিপাওনা দারুণ সুন্দর সমস্ত ছবি। অদিতি ঘোষের লেখা 'সব গোল গোল্লা নয়' বা অনির্বাণ ঘোষের লেখা 'অবাক-ভোম্বল' খুব মজাদার। বাকি সমস্ত লেখাও সমান সুন্দর। বুম বোসের লেখা উপন্যাস 'পলাশপুরের প্যাঁচালো ব্যাপার' খুব 'ইন্টারেস্টিং'। আর ছয় বছরের ঐশানী দাসের আঁকা প্রচ্ছদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

উৎসবের আনন্দ

চলার পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়লেও উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার জগতের অন্যতম **উদীরণ** ঠিকমতোই তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ৪৯ বছর আগে থেকেই পত্রিকার নামী লেখকদের পাশাপাশি নবীনদেরও লেখার সুযোগ করে দিতে আগ্রহী। কিছুদিন আগে প্রকাশিত তাদের **উৎসব সংখ্যা**তেও একই বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। সুষ্ঠু বাতাবরণে সংস্কৃতির প্রসারই তাঁদের লক্ষ্য বলে প্রতিষ্ঠাতা ও সংখ্যা সম্পাদক স্বপন মজুমদার জানিয়েছেন। গল্প, কবিতা, বিশেষ নিবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্যে মোড়া এই সংখ্যাও পাঠকদের মন কেড়েছে। চন্দনকুমার গুহের লেখা 'ট্রি টপস' লেখাটি বেশ। কৌস্তভ চক্রবর্তীর সৃষ্টি প্রচ্ছদটির আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়।

সম্পর্কের গল্প

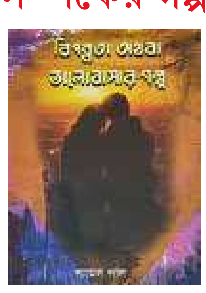

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শ্যামল পাল চাকরিসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে থেকেছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। 'সম্পর্ক' আসলে কী সেই উপলব্ধিও করেছেন। মানুষ একে অপরের সংস্পর্শে আসে আর সেখান থেকেই সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। বিপন্নতার জন্ম হয়। ভালোবাসার প্রয়োজন হয়। আবার উলটোদিকে ভালোবাসা থেকেও বিপন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়। সেই বিপন্নতা আর ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাগুলিকেই কেন্দ্র করে শ্যামলের গল্প সংকলন **বিপন্নতা অথবা ভালোবাসার গল্প**। সব মিলিয়ে ১২টি গল্প। প্রতিটি গল্পেই মানব সম্পর্ককে অদ্ভুত এক অণুবীক্ষণে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। পড়লে পাঠকদের ভালো লাগবে।

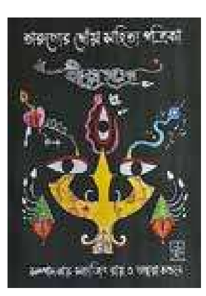

প্রতিবাদে সোচ্চার

'আমি দশভূজা, আমি ভেঙে ফেলি,/ পুরনো নিয়ম, মিথ্যা শৃঙ্খল/ আমার শরীরেই বিদ্যুৎ নাচে/ আমি রাস্তার ধুলোয় লেখা গান।' সুবীরকুমার ঘোষের লেখা 'আমি দশভূজা' কবিতার অংশ। প্রকাশিত হয়েছে আলিপুরদুয়ারের **তারুণ্যের ছোঁয়া সাহিত্য পত্রিকা**র **বীরাঙ্গনা সংখ্যা**য়। আশপাশে সমানে নারী নির্যাতন বাড়ছে। প্রতিবাদে তাঁরা এবিষয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছেন বলে পত্রিকার সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ও সহ সম্পাদক অন্তরা মণ্ডল জানিয়েছেন। বেশ কিছু কবিতা, গল্প, অণুগল্পে পত্রিকার এই সংখ্যা সাজানো। পাঠকের নজর যাতে প্রতিটি পাতায় পড়ে সেজন্য কোনও সূচিপত্রের ব্যবস্থা করা হয়নি। সুপ্রভ দাসের আঁকা প্রচ্ছদটি মনকে ভাবায়।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

মহাবিশ্বের পঞ্চত্বের কারণ কি 'বিগ ক্রাঞ্চ'

মহাবিশ্বের শেষটা কি হবে শীতল নিস্তব্ধতায়, নাকি এক প্রচণ্ড অগ্নিগর্ভ পতনে— সেই রহস্য জানতে আরও ২,০০০ কোটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন মনের সুখে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' করে যেতে বাধা নেই!

সুদীপ মৈত্র

সৃষ্টির শুরু যেমন, সমাপ্তি কি ঠিক তার উলটো? পদার্থবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এক গবেষণা এই প্রশ্নটাকেই উসকে দিয়েছে। এতদিন বেশিরভাগ বিজ্ঞানী মনে করতেন, আমাদের মহাবিশ্ব চিরকাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে, ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে একসময় বিলীন হয়ে যাবে। যাকে বলা হয় 'তাপীয় মৃত্যু' বা 'হিট ডেথ'। কিন্তু নতুন এক মডেল বলছে, না! এই মহাবিশ্বেরও একটি নির্দিষ্ট আয়ু আছে, তার শেষ হতে পারে এক প্রচণ্ড উলটো পথে। এরই নাম 'বিগ ক্রাঞ্চ' (মহাসংকোচন)।

কী বলছে নতুন গবেষণা

এই নতুন তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে আছে 'ডার্ক এনার্জি' নামে এক রহস্যময় শক্তির আচরণের ওপর। মহাবিশ্ব যে দ্রুত গতিতে প্রসারিত হচ্ছে, তার পিছনের মূল কারণ হল এই ডার্ক এনার্জি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, হয়তো এই ডার্ক এনার্জি চিরকাল একইরকম থাকবে না, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর বৈশিষ্ট্য পালটে যেতে পারে।

■ **মোট আয়ু :** ৩,৩৩০ কোটি বছর। নতুন হিসাব অনুযায়ী, আমাদের মহাবিশ্বের মোট জীবনকাল হতে পারে প্রায় ৩,৩৩০ কোটি বছর। মহাবিশ্বের শুরু (বিগ ব্যাং) হয়েছে আনুমানিক ১,৩৮০ কোটি বছর আগে।

■ বাকি আছে প্রায় ২,০০০ কোটি বছর। এর থেকে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত সংকুচিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে আমাদের হাতে এখনও প্রায় ২,০০০ কোটি বছর সময় আছে।

বিগ ক্রাঞ্চ কী

'বিগ ক্রাঞ্চ' হল 'বিগ ব্যাং'-এর ঠিক উলটো ঘটনা।

■ **বিগ ব্যাং :** ১,৩৮০ কোটি বছর আগে একটি অতি ঘন ও উত্তপ্ত বিন্দু থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও প্রসারণ শুরু।

■ **বিগ ক্রাঞ্চ :** নতুন মডেল বলছে, এখন থেকে প্রায় ১,১০০ কোটি বছর পরে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর থেকে শুরু হবে সংকোচনের পালা। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সমস্ত গ্যালাক্সি, নক্ষত্র এবং গ্রহ একে অপরের দিকে তীব্র গতিতে ধেয়ে আসতে শুরু করবে।

■ এই সংকোচন চলবে প্রায় ৮০০ কোটি বছর ধরে। শেষে সমস্ত পদার্থ ও শক্তি ফের এক অতি ঘন, উত্তপ্ত বিন্দুতে একত্রিত হবে—আর সেটাই হবে মহাবিশ্বের সমাপ্তি, যাকে বলা হচ্ছে 'বিগ ক্রাঞ্চ'। অনেকটা যেন মহাবিশ্ব নিজের ভিতরের দিকে ভেঙে পড়ছে।

বিপদ কি শিয়রে

না। আমাদের জন্য স্বস্তির খবর, এই ঘটনা যদি সত্যি সত্যি ঘটেও, তাহলেও

তা ঘটবে কয়েকশো কোটি বছর পরে। এর অনেক আগেই আমাদের সূর্য তার জীবনকাল শেষ করবে এবং পৃথিবী সম্ভবত বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং এই 'বিগ ক্রাঞ্চ' তত্ত্ব আমাদের বা আমাদের নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে না, কবিকল্পনাকে উসকে দেওয়া ছাড়া!

এই গবেষণার কুশীলবরা-- যাঁদের মধ্যে আছেন ডোনোস্টিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিজিক্স সেন্টার-এর হোয়াং ন্হান লু এবং সাংহাই জিয়াও টং ইউনিভার্সিটি-র ইয়ু-চেং কিউ—জোর দিয়ে বলছেন, 'এটা নিছক একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ। ডার্ক এনার্জি সম্পর্কে আরও প্রচুর তথ্য ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন এই তত্ত্বটিকে নিশ্চিত করার জন্য। তবে এটাও ঠিক যে, গবেষণালব্ধ নতুন তত্ত্ব কসমোলজি বা বিশ্বতত্ত্বের পুরোনো ধারণাকে এক নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মহাবিশ্বের শেষটা হবে শীতল নিস্তব্ধতায়, নাকি এক প্রচণ্ড অগ্নিগর্ভ পতনে— সেই রহস্য জানতে আরও ২,০০০ কোটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন মনের সুখে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' করে যেতে বাধা নেই!

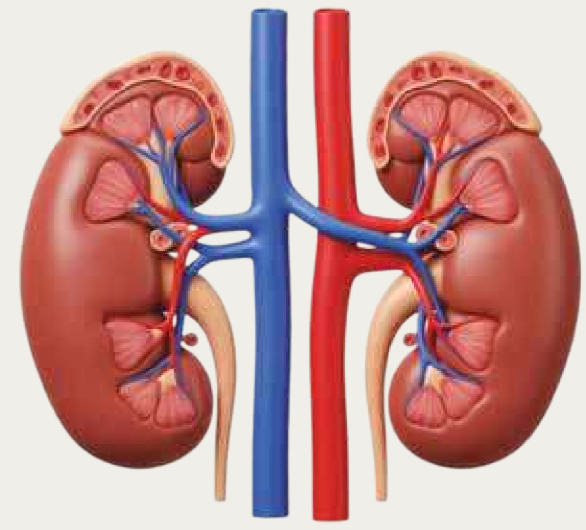

রক্তের গ্রুপ না মিলেলেও মিলবে কিডনি

সবাই জানেন, কিডনি আমাদের শরীরের কতটা জরুরি একটি অঙ্গ। কিডনি খারাপ হয়ে গেলে নতুন কিডনি লাগানোর দরকার হয়। এই নতুন কিডনি জোগাড় করতে গিয়ে জুতোর শুকতলা খসে যায় রোগীর পরিবারের।

কোথায় ছিল সমস্যা

আমাদের শরীরের রক্তের গ্রুপ আলাদা আলাদা হয়—যেমন এ, বি, এবি এবং ও।

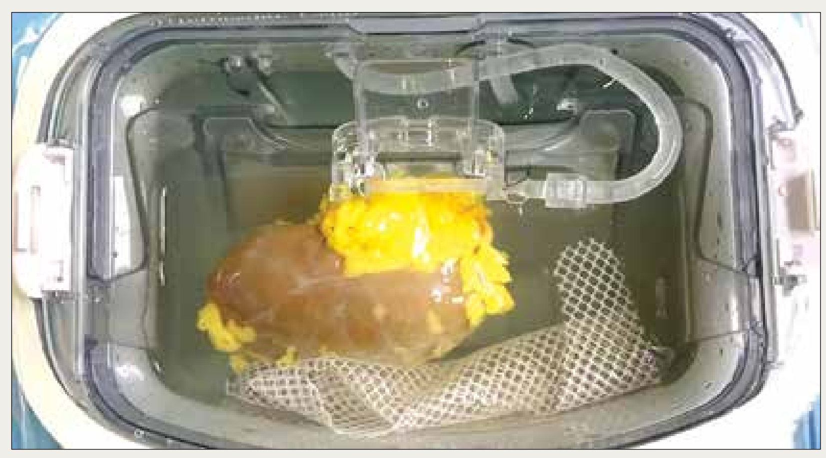

আগে নিয়ম ছিল, যার রক্তের গ্রুপ এ, সে শুধু এ বা এবি গ্রুপের কিডনি নিতে পারত। আর যাদের রক্তের গ্রুপ 'ও', তাদের জন্য শুধু 'ও' গ্রুপের কিডনিই দরকার হত। এই কারণে বহু শিশু এবং অসুস্থ মানুষকে মাসের পর মাস চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করতে হত একটি ঠিক কিডনির পথ চেয়ে। ডাক্তাররা একে বলতেন 'রক্ত-গ্রুপের বাধা'।

কী করলেন বিজ্ঞানীরা

কানাডার একদল বিজ্ঞানী এই কঠিন সমস্যার দারুণ সমাধান খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা এক ধরনের 'বিশেষ কাঁচি' ব্যবহার করেছেন! এই বিশেষ কাঁচিটির নাম 'এনজাইম'। এই এনজাইমটি কিডনির ওপর থাকা রক্তের গ্রুপ স্মারক 'নাম-ট্যাগ' বা চিনির মতো উপাদানকে কেটে বাদ দিয়ে দেয়। এনজাইম দিয়ে পরিষ্কার করার পর কিডনিটি এখন 'ইউনিভার্সাল ও গ্রুপ' কিডনি হয়ে গেল!

এই ও গ্রুপ কিডনিটি এখন এ, বি, এবি—যে কোনও রক্তের গ্রুপের মানুষের শরীরে বসানো যাবে। অর্থাৎ, এখন আর রক্তের গ্রুপ নিয়ে ভাবার সমস্যা নেই। যে কোনও রোগী এই নতুন কিডনি নিতে পারবেন।

ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার (ইউবিসি) এবং অ্যাভিভো বায়োমেডিক্যাল সংস্থার বিজ্ঞানী মনে করছেন, এই আবিষ্কারের ফলে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য আর কাউকে লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে না। হাজার হাজার শিশু ও অসুস্থ মানুষ খুব দ্রুত নতুন কিডনি পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। ইউবিসি-র গবেষক স্টিফেন উইদার্সের কথায়, 'আমাদের গবেষণায় প্রথমবার এই মডেলটাকে মানুষের ওপর প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। ভবিষ্যতে এই মডেল আরও উন্নত হবে।' গবেষণার খবরটি প্রকাশিত হয়েছে নেচার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নালে।

সন্ধান দিলেন বিজ্ঞানীরা

মেদের মারণাস্ত্র

ওজন কমানোর দৌড়ে নতুন এক তারকাকে খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নামটা অবশ্য একটু খটোমটো—ইকনোগ্লুটাইড। তবে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে সোজাসাপটা। শরীরের বাড়তি ওজনকে বিদায় জানানো আর ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ করাই এর আসল কাজ।

চিনা বিজ্ঞানীদের করা সাম্প্রতিক একটি 'ফেজ ৩ ট্রায়াল'-এ এই ওষুধ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে একই গোত্রের ওষুধ ডুলাগ্লুটাইডকে কয়েকহাত পিছনে ফেলে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'দুটি মাত্রাতেই ইকনোগ্লুটাইড শরীর ভালোভাবে নিতে পেরেছে। এই ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইকনোগ্লুটাইড টাইপ-২ ডায়াবিটিসের জন্য একটি নতুন চিকিৎসার বিকল্প হতে পারে।'

ইকনোগ্লুটাইডের বিশেষত্ব হল, এটি শরীরের 'cAMP' পথকে (যা বিপাকীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মূল কান্ডারি) একেবারে নিখুঁতভাবে সক্রিয় করে। অন্য জিএলপি-১ (শরীরের প্রাকৃতিক হরমোন, যা খাবার হজম ও শক্তি ব্যবহারে অনুঘটকের কাজ করে) ওষুধ যেখানে একাধিক রাস্তা ধরে কাজ করে, সেখানে ইকনোগ্লুটাইডের ব্যাপারটা অনেকটা একরোখা 'দফা এক দাবি এক' গোছের। ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুলনায় কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

> ৬২১ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে চালানো পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ডুলাগ্লুটাইডের তুলনায় ইকনোগ্লুটাইড খাওয়া অংশগ্রহণকারীরা প্রায় দু'গুণ বেশি ওজন কমাতে পেরেছেন। রক্তে শর্করাও কমেছে চোখে পড়ার মতো। তবে ওজন কমানোর সঙ্গে সঙ্গে একটু বমি ভাব বা ডায়রিয়ার মতো অতিথিও এসেছিল, যদিও সেগুলি সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে।

৬২১ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে চালানো পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ডুলাগ্লুটাইডের তুলনায় ইকনোগ্লুটাইড খাওয়া অংশগ্রহণকারীরা প্রায় দু'গুণ বেশি ওজন কমাতে পেরেছেন। রক্তে শর্করাও কমেছে চোখে পড়ার মতো। তবে ওজন কমানোর সঙ্গে সঙ্গে একটু বমি ভাব বা ডায়রিয়ার মতো অতিথিও এসেছিল, যদিও সেগুলি সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে।

গবেষকদের কথায়, 'রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণের প্রভাব ছাড়াও ইকনোগ্লুটাইডের দুই ডোজই ডুলাগ্লুটাইডের তুলনায় শরীরের ওজন, কোমরের মাপ, নিতম্বের মাপ এবং ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পরিমাণে কমিয়েছে।' মানে, শুধু ওজন কমানো নয়, কোমর-নিতম্ব-রক্তের চর্বি—সবই কমেছে।

তাহলে কি মেদ ঝরানোর যুদ্ধে 'ওজেম্পিক' আর 'ওয়েগোভি'র মতো পুরোনো তারকারা সরে গিয়ে জনতার নয়নের মণি হয়ে উঠবে ইকনোগ্লুটাইড? সময়ই তার উত্তর দেবে।

ছোট্ট তারা

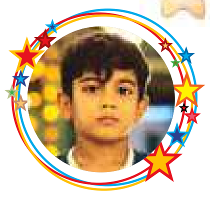

কোচবিহারের সেন্ট মেরিস প্রাইমারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র অরণ্য বোস। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের। ফোটোগ্রাফি করতে সে ভালোবাসে।

ফাঁসিরঘাটের সাঁকো ভাঙল চারদিনেই

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : চারদিনেই ভেঙে গেল ফাঁসিরঘাটের সাঁকো। দোসর অসময়ের বৃষ্টি। ছটপুজোর সময় তোর্ষার ফাঁসিরঘাটে পুরসভা এই সাঁকো তৈরি করেছিল। প্রায় দু'লক্ষ টাকা খরচ করে সাঁকো তৈরির পর জলপথ সমবায় পরিবহণ প্রাইভেট লিমিটেডের হাতে দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'দিনের বৃষ্টিতে তোর্ষায় জল বেড়ে যাওয়ায় শুক্রবার সাঁকো ভেঙে পড়ে। ফলে জল কমার পর ফের সাঁকো তৈরি না করা পর্যন্ত সেদিক দিয়ে যাতায়াত বন্ধ থাকবে। শহরে যাতায়াতে চরম ভোগান্তি হবে কোচবিহার-১ ব্লক সহ অন্য এলাকার বাসিন্দাদের।

এই ব্যাপারে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'আমরা সাঁকো তৈরির পর ছটপুজোর সময় তা ব্যবহার করি। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করে।' হেমন্তে হাজির 'বর্ষা'।

চলাচল বন্ধ

ক্যালেন্ডারের হিসেব ছাপিয়ে মন্থার দাপটে দু'দিন ধরে কোচবিহারে বৃষ্টি চলছে। অন্যবছর ছটপুজোর সময় তোর্ষায় জল অনেক কম থাকে। ফলে পুজো উপলক্ষ্যে তৈরি করা সাঁকো দিয়ে বাসিন্দারা চলাচল করেন। কিন্তু এবছর আগে থেকেই তোর্ষায় জলের পরিমাণ বেশি ছিল। দু'দিনের বৃষ্টিতে সেই পরিমাণ আরও বেড়েছে। যার জেরেই বিপত্তি। অন্যবছর ছটপুজোর সময় সাঁকো দিয়ে চলাচল শুরু হয়। এরপর পরবর্তী বর্ষায় জলের তোড়ে সাঁকো না ভাঙা পর্যন্ত সেদিক দিয়েই যাতায়াত চলে। কিন্তু এবছর সাঁকো তৈরির তিনদিনেই সাঁকো ভেঙেছে। তাহলে কি সাঁকো তৈরির গুণগত মান খারাপ ছিল? এই প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত জলপথ সমবায় পরিবহণ প্রাইভেট লিমিটেডের সদস্য সমীর ঘোষের মন্তব্য, 'সাঁকো অন্যান্যবারের তুলনায় মজবুত করা হয়েছিল। তবে এবার নদীতে জল অনেক বেশি। জলের তোড়ে সাঁকোর কিছুটা ভেঙে গিয়েছে। বাকিটা আমরা খুলে রেখেছি। পরবর্তীতে তা আবার তৈরি করা হবে।'

শহরের সঙ্গে কোচবিহার-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ফাঁসিরঘাট। এই পথ বন্ধ থাকলে প্রায় ১০-১২ কিমি ঘুরে ঘুঘুমারি হয়ে যাতায়াত করতে হয় কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়ি, মোয়ামারি, টাপুরহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষকে। সাঁকো নিয়ে এই সমস্যা মেটাতে স্থায়ী সড়কসেতুর দাবি উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে। ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির তরফে কাউসার আলম ব্যাপারী বলেন, 'কোচবিহার-১ ব্লক, মাথাভাঙ্গা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন কোচবিহার শহরে যাতায়াত করেন। তাঁদের ভোগান্তি হয়। ফাঁসিরঘাটে স্থায়ী সড়কসেতু তৈরি হলে সমস্যা মিটবে।'

ছটপুজোয় এই সাঁকো দিয়ে চলাচল করেছিলেন ছটব্রতীরা। দু'দিনের বৃষ্টিতে ভাঙল সাঁকো। ছবি : জয়দেব দাস

আজ শহরে

- পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আয়োজনে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে বিকেল ৫টা থেকে আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী এবং ডুয়ার্স নাট্যকথা নাট্যগোষ্ঠীর দুটি নাটক মঞ্চস্থ হবে।

মৃতদেহের ইসিজি, চাঞ্চল্য এমজেএনে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : মৃতদেহের ইসিজি! রোগীকে মৃত ঘোষণার (ডেথ ডেক্ল্যারেশন) জন্য এমনই আশ্চর্যজনক কাণ্ড চলছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযোগ, কিছুদিন থেকে হাসপাতালের ডাক্তার, জুনিয়ার ডাক্তার ও হাউস স্টাফরা রোগীর মৃত্যু হলেও ইসিজি না করিয়ে মৃত ঘোষণা করতে চাইছেন না। অথচ, চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাধারণত ডাক্তাররাই রোগীকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন এবং ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেন। মৃতদেহের ইসিজি করতে বেঁকে বসেছেন টেকনিসিয়ানরা। সারাদিনের ডিউটির পাশাপাশি মৃতদেহের ইসিজির মতো বাড়তি কাজ করতে চাইছেন না তাঁরা। টেকনিসিয়ানরা বলছেন, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ইসিজি মেশিন রয়েছে। সেরকম প্রয়োজন পড়লে ডাক্তারই ইসিজি করে নিক।

এমন ঘটনায় চিকিৎসা মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। হাসপাতালে মৃতদেহের ইসিজি কখনোই করা হত না। ৬ অক্টোবর এমজেএনে এক রোগীর মৃত্যুর পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হলে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর দেহ নড়ে উঠেছে বলে উত্তেজনা ছড়ায়। তড়িঘড়ি টোটো ডেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। চিকিৎসকরা ফের দেহটি পরীক্ষা করেন এবং রোগীর আত্মীয়কে আশ্বস্ত করার জন্য সেই মৃতদেহের ইসিজি করে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আর এরপর থেকে ডাক্তাররা রোগীর মৃত্যু হয়ে গেলেও মৃত ঘোষণা করার আগে ইসিজি করতে বাধ্য করছেন টেকনিসিয়ানদের। অন্তত অভিযোগ এমনই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক টেকনিসিয়ান জানান, এত বছর ধরে দেখে এসেছি ডাক্তার নিজেরা রোগীদের পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন, সেজন্য কখনোই ইসিজি করে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আর এরকম ধরনের কোনও নিয়মও হাসপাতালে নেই। অথচ, এখন যা চলছে সেটা চিকিৎসা বিজ্ঞানে হাস্যকর।

মৃতদেহের ইসিজি করানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতালে। কয়েকদিন যাবৎ রোগীকে মৃত ঘোষণা করার আগে ইসিজি করার অভিযোগের কথা স্বীকার করেছেন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডল। তাঁর কথায়, এ ধরনের অভিযোগ আমার কানে এসেছে। চলতি মাসে যে মৃত রোগীকে ইসিজি করা হয়েছিল, তা শুধুমাত্র সেই মুহূর্তে রোগীর আত্মীয়দের মানসিক শান্তির জন্য। এটা কখনোই নিয়ম হতে পারে না। একটা মেডিকেল কলেজে দিনে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। এভাবে কখনোই প্রতিটি মৃতদেহর ইসিজি করা সম্ভব নয়। এটা নিয়মবহির্ভূত। তাছাড়া এমজেএন মেডিকেল কলেজ রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন কোনও নিয়ম চালু করতে পারে না। তাঁর নির্দেশ, ডাক্তাররাই নিজে পরীক্ষা করে রোগীকে মৃত ঘোষণা করবেন। অন্য সব হাসপাতালে যা নিয়ম, এখানেও তাই হবে। এরমধ্যেই এই বিষয়ে একটি মিটিং ডাকা হবে।

আজব ঘটনা

- সম্প্রতি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে এক মৃত ব্যক্তির দেহ নড়াচড়ার গুজব ছড়ালে সেটিকে হাসপাতালে এনে ইসিজি করানো হয়
- তারপর থেকে সমস্ত মৃত রোগীকেই ইসিজি করাচ্ছেন হাসপাতালের বেশকিছু ডাক্তার
- বাড়তি এই কাজে নারাজ টেকনিসিয়ানরা
- হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, এমন কোনও নির্দেশই দেওয়া হয়নি

যানজটে আটকে রোগীরা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩১ অক্টোবর : জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে সময়ের হিসাব মাপতে হয় প্রতি সেকেন্ডে। কিন্তু, সেই সময়ই যদি থমকে যায় হাসপাতাল গেটের যানজটে! তখন তা অসহ্য যন্ত্রণার। খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষমুড়ি গ্রামের পুলিন বর্মন এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী এমনই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

কয়েকদিন আগে স্ত্রীর প্রসবযন্ত্রণা হলে গাড়িভাড়া করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের দিকে রওনা হন পুলিন। ড্রাইভার দ্রুত এয়ারস্ট্রিপের রাস্তা ধরে হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু, হাসপাতালের গেটের কাছাকাছি এসেই থমকে যায় গাড়ি। রাস্তাজুড়ে টোটো, অটোর যানজট। হাসপাতালের দিকে মাত্র ৫০ মিটার যেতে লেগে যায় দীর্ঘ ১০ মিনিট। বেঁচে যাওয়ার সেই সময়টা পুলিন মনে করিয়ে বলেন, 'যানজটে আটকে থাকার সময় স্ত্রীর অসহ্য যন্ত্রণা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। গাড়ি আটকে আছে, এগোচ্ছে না। মনে হচ্ছিল, একেকটা সেকেন্ড যেন একেকটা ঘণ্টা। হাসপাতালের গেটের মুখে এভাবে দিনের পর দিন যানজট, মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ-প্রশাসন, পুরসভা, কী করছে?'

পুলিনের এই জ্বালা ধামাচাপা পড়েনি রোগীর স্বজনদের কাছে। মহকুমা হাসপাতালের গেট সংলগ্ন রাস্তাটি একটি অঘোষিত বাণিজ্যিক করিডরে পরিণত হয়েছে। রাস্তার দু'ধারে গড়ে উঠেছে ওষুধের দোকান, প্যাথল্যাব, নার্সিংহোম ও হোটেল। এই দোকানগুলিতেই চলছে চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস। ফলে, বিপুল সংখ্যক রোগী ও স্বজনদের যানবাহনে রাস্তার পাশের ফুটপাথ দখল হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের সামনে যানজট।

এই সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন মাথাভাঙ্গার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কাকলি ঘোষ। তিনি বলেন, 'দুপুর পর্যন্ত এই রাস্তায় যানজট থাকে। ট্রাফিক মাঝেমধ্যে ব্যবস্থা নেয়, কিন্তু তা সাময়িক।' তবে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে তাঁর দাবি, মাসতিনেক আগে পুরসভা যানজট সমাধানে বেসরকারিভাবে টেন্ডার আহ্বান করে। যাঁরা কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু জটিলতা কাটিয়ে উঠতে না পেরে হাত তুলে দেন।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'নতুন মহকুমা শাসক কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দ্রুত আলোচনা সেরে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেব।'

অভিভাবক চায় পিবিইউ

ফের ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ গবেষকদের

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : উপাচার্য না থাকায় দিনের পর দিন সমস্যা বেড়েই চলেছে কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা বিভাগীয় ডিনের পদ। অভিযোগ, বারবার স্মারকলিপি প্রদান করা সত্ত্বেও উপাচার্য নিয়োগ করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে এইমুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের ক্ষোভ তুঙ্গে। শুক্রবার দ্রুত উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান গবেষকদের একাংশ। এরপর তাঁরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা জানান। সমস্যার কথা স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মাধবচন্দ্র অধিকারীর বক্তব্য, 'দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ করা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাবক না থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্মে সমস্যা হচ্ছে।'

গবেষকদের অভিযোগ, উপাচার্য না থাকায় তাঁদের গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে রয়েছে। গবেষণা শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ডিগ্রি পাননি। ডিগ্রি না থাকায় অনেকেই পোস্ট ডক্টরেট বা চাকরির ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজেও জটিলতা বাড়ছে। উপাচার্য নেই, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। হচ্ছে না ফিন্যান্স কমিটির বৈঠকও। কেউই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। সবমিলিয়ে, অচলাবস্থার মুখে পড়েছে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

এদিন দুপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গবেষকদের একটা বড় অংশের বিক্ষোভ শুরু হয়। উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সামনেও তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণা করছেন মন্মথ কর। তিনি বললেন, 'উপাচার্য না থাকায় গবেষকদের নানাভাবে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমরা কি পূর্বজন্মে কোনও গর্হিত অপরাধ করেছি? কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে, যাঁরা গবেষণাপত্র জমা করেছেন, তাঁরা যদি পিএইচডি ডিগ্রি না পান, তখন তার দায় কে নেবে? আমরা চাই, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হোক। আর সেক্ষেত্রে যদি দীর্ঘমেয়াদি কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে অন্তত গবেষকদের কথা ভেবে পার্শ্ববর্তী কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হোক।' দর্শন বিভাগের গবেষক রাকেশ বিশ্বাসের প্রশ্ন, 'পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভুলে গিয়েছে? এখানের গবেষকদের কি কোনও দাম নেই?' সঙ্গে তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, 'গবেষকদের গবেষণাপত্র দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকলেও, এবিষয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। আমরা উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেব।'

> কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে, যাঁরা গবেষণাপত্র জমা করেছেন, তাঁরা যদি পিএইচডি ডিগ্রি না পান, তখন তার দায় কে নেবে? আমরা চাই, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হোক। আর সেক্ষেত্রে যদি দীর্ঘমেয়াদি কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে অন্তত গবেষকদের কথা ভেবে পার্শ্ববর্তী কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হোক।
> –মন্মথ কর *গবেষক*

> দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ করা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাবক না থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্মে সমস্যা হচ্ছে।
> – মাধবচন্দ্র অধিকারী *রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)*

অবহেলায় শহিদ বেদি

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে রয়েছে ১৯৫১ সালের খাদ্য আন্দোলনের স্মারক। কোচবিহার শহরের সাগরদিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় থাকা ফলকটিতে লেখা নাম কবেই মুছে গিয়েছে। একসময়ের সাদা স্মারকের প্রায় গোটাটাজুড়েই এখন শ্যাওলা। যাঁদের নামে শহিদ বেদি তাঁদেরই নাম পড়ার মতো অবস্থা নেই। এমনকি ফলকটিকে কে বা কারা নষ্ট করেছে তাও বর্তমানে বোঝার উপায় নেই। বেশ কয়েক বছর ধরেই এভাবে পড়ে থাকলেও তা কেন প্রশাসনের নজরে আসেনি সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

১৯৫১ সালের ২১ এপ্রিল কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল। সেদিন আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের ছোড়া গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন কবিতা, বকুল, বন্দনা, বাদল এবং সতীশ। এই পাঁচ শহিদের সম্মানে পরবর্তীতে বেদি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ফলকের কোনও লেখাই এখন আর পড়া সম্ভব হয় না। শহিদ বেদির এই অবহেলায় ক্ষুব্ধ শহরের প্রবীণ আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার। তিনি বললেন, 'এ যেন ইতিহাস মুছে দেওয়ার চেষ্টা। খাদ্য আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মরণ যেন একটা বাৎসরিক উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই একদিনই ঘটা করে সব রাজনৈতিক দল তাঁদের সম্মান দেখান। কিন্তু এইসব দিকে কারও নজর নেই।' এই ধরনের লোকদেখানো স্মরণ না করে শহিদদের যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত বলেও তিনি দাবি করেন।

বিশিষ্টদের মতে, সব রাজনৈতিক দলের দৃঢ় পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। প্রশাসনের উচিত ফলকটি সংরক্ষণ করা যাতে কোচবিহারের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শহিদদের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়। তাহলেই তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

প্রশ্নে মা ক্যান্টিনের স্বচ্ছতা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : সকাল থেকে টানা বৃষ্টি। ছাতা মাথায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের মা ক্যান্টিনে খেতে এসেছিলেন মোশারফ হোসেন। মাটিতে বাঁশ গেড়ে তৈরি কাপড়ের প্যান্ডেলটি দমকা হাওয়ায় নড়ে উঠল। মনে হল, এই বুঝি পড়েই যাবে। খেতে খেতে বললেন, এরকমভাবে খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। উপায় তো নেই। প্যান্ডেল মাথায় ভেঙে পড়লে রক্ষে নেই।

গত মাসে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে শুরু হয়েছিল মা ক্যান্টিন। উদ্দেশ্য ছিল, হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনরা পাঁচ টাকার বিনিময়ে খাবার খেতে পারবেন। এই ক্যান্টিনে প্রতিদিন ১০০ জনের খাবার সুবিধা রয়েছে। কিন্তু এই ক্যান্টিন যেভাবে চলছে, তা দেখে ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজনরা। প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষও। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, মা ক্যান্টিনের আশপাশে ঝোপঝাড়ে ভরেছে। কোথাও জমে হাসপাতালের বর্জ্য। এরফলে এরকম পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। কাপড় দিয়ে তৈরি অস্থায়ী প্যান্ডেলে বৃষ্টি হলেই সমস্যা হয়। জল চুইয়ে পড়ে। রুমকি রায় নামে এক রোগীর পরিজনের কথায়, স্থায়ী শেড নির্মাণের পাশাপাশি যেখানে ক্যান্টিনটি রয়েছে তার আশপাশের পরিবেশ যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়টি হাসপাতাল প্রশাসনের দেখা উচিত। এদিকে, স্থায়ী শেড না থাকায় গোষ্ঠীর সদস্যরা মা ক্যান্টিন চালাতে বিপাকে পড়ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সদস্যার কথায়, স্থায়ী শেড হলে আমাদের সমস্যা কমবে।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, ক্যান্টিনটি দিনহাটা পুরসভা পরিচালিত। তবে ক্যান্টিনটি অস্থায়ী শেডে চলছে। এবিষয়ে পুরসভার সঙ্গে কথা হয়েছে, শুনেছি শীঘ্রই তারা স্থায়ী শেড তৈরির কাজ শুরু করবে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহাচৌধুরী বলেন, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে মা ক্যান্টিনের জন্য স্থায়ী শেডের বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি শেষ হলে শীঘ্র কাজ হবে।

প্যান্ডেলে চলে ক্যান্টিন। দিনহাটায়।

পূর্বপাড়া সেতু পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার দাবি

মেখলিগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে মেখলিগঞ্জের হলদিবাড়ি মোড় থেকে পূর্বপাড়া সেতু পর্যন্ত রাস্তাটি চওড়া করার দাবি জানিয়েছেন মেখলিগঞ্জবাসী। এই রাস্তা দিয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের করণ, মেখলিগঞ্জ থানা, আদালত সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে যেতে হয়। ফলে ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাশাপাশি মহকুমার দ্বিতীয় ব্লক হলদিবাড়ি থেকেও প্রচুর মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে নিয়মিত এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'রাস্তাটি চওড়া করার প্রয়োজন রয়েছে। আমি বিষয়টি পিডব্লিউডি-কে জানাব। বিধায়কের সঙ্গে কথা বলব।' মেখলিগঞ্জ পিডব্লিউডি-র তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সামাদ আলি বলেন, 'রাস্তা চওড়া করার বিষয়ে কোনও প্রস্তাব পেলে বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে।' মেখলিগঞ্জ শহরের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে বাগডোগরা-কুচলিবাড়িগামী রাস্তা। সেখানেই রয়েছে তিনবিঘা করিডর। যা দেখতে প্রচুর মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। তাছাড়া সীমান্ত এলাকা হওয়ার ফলে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু হলদিবাড়ি মোড় থেকে বাজারের মধ্যে দিয়ে পূর্বপাড়া সেতু হয়ে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে তা সংকীর্ণ হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরমধ্যে পুরসভা রাস্তার মাঝে ডিভাইডার দেওয়ার ফলে রাস্তাটি আরও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফলে যান চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়ছে। অন্যদিকে, বাজার এলাকায় যানজট তৈরি হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাই শীঘ্র রাস্তাটি চওড়া করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শহরের বাসিন্দা বাপি দাস বলেন, 'হলদিবাড়ি মোড় থেকে শহরের পূর্বপাড়া সেতু পর্যন্ত রাস্তাটি খুব সংকীর্ণ। শহরের জনবসতি এবং যানবাহনের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। তাই ভোগান্তি এড়াতে রাস্তাটি আরও চওড়া করা প্রয়োজন। প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ করা।' একই কথা জানিয়েছেন শহরের আরেক বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন। তাঁর মতে, 'এই রাস্তাটি চওড়া হলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। দুর্ঘটনার পরিমাণ কমবে।'

হলদিবাড়ি মোড় থেকে পূর্বপাড়া পর্যন্ত এই রাস্তা নিয়ে অভিযোগ।

> হলদিবাড়ি মোড় থেকে শহরের পূর্বপাড়া সেতু পর্যন্ত রাস্তাটি খুব সংকীর্ণ। শহরের জনবসতি এবং যানবাহনের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। তাই ভোগান্তি এড়াতে রাস্তাটি আরও চওড়া করা প্রয়োজন। প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ করা।
> **বাপি দাস,** *শহরবাসী*

রংদার

ঋত্বিক তোমার জন্য

জগদ্দল নামের গাড়িটি কতদিন থেকে তার কাছে আছে?
'অযান্ত্রিক'-এর বিমল বলেছিল, 'মা যেবার গেল, জগদ্দল সেবার এলো।'
তাঁর সিনেমার নানা আঙ্গিক বারবার দর্শকদের চমকে দিয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনকাল। খান আষ্টেক পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি; কিছু অসমাপ্ত কাজ।
তিনি আনখশির ব্যতিক্রম। ৪ নভেম্বর তাঁর জন্মশতবর্ষ।

প্রচ্ছদ কাহিনী ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম মিত্র ও শুভময় সরকার
ছোটগল্প শাশ্বত বোস
ট্রাভেল ব্লগ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
কবিতা পঙ্কজ ঘোষ, সুবীর সরকার, তুহিনা সুলতানা, মৌমিতা সরকার, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, অভিজিৎ সেন ও অনুভব দে

তুষারপাত সিকিমে, প্রতীক্ষা দার্জিলিংয়ে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : লাচুং তো বটেই, শ্বেতশুভ্র হল ছাংগু। আর তা দেখে প্রশ্ন উঠছে দার্জিলিংয়ে কবে? সিকিমে তুষারপাত শুরু হতেই, প্রতীক্ষা শুরু হয়ে গেল শৈলরানির। মন্থার পরোক্ষ প্রভাবে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা সমতলে, তখন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে তুষারকণা আছড়ে পড়ল সিকিম পাহাড়ের গায়ে। সমতলের মানুষ যখন দুর্যোগ-দুর্ভোগে নাকাল, তখন তুষারপাতে উচ্ছ্বসিত পাহাড়িয়ারা অপেক্ষা করছেন পর্যটকদের। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, তুষারপাতের খবর যত ছড়াবে, ততই শীত পর্যটনে সিকিমে ভিড় বাড়বে পর্যটকদের। তবে শক্তিশালী ঝঞ্ঝার প্রভাব যে দুই-তিনদিনের বেশি স্থায়ী হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। তাঁর বক্তব্য, 'রবিবার থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা যায়, ঝঞ্ঝার শক্তি ক্ষয় বা প্রভাব কমতে বেশি সময় লাগবে না।'

সান্দাকফু বা ফালুট, জাঁকিয়ে শীত পড়লে তুষারপাত ঘটে। ট্রেক রুটগুলি শ্বেতশুভ্র হয়ে ওঠে। তুষারপাতের টানে সে সময় ট্রেকিং করতে দার্জিলিংয়ে ছুটে আসেন অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী পর্যটকরা। হতাশ হতে হয় দার্জিলিং শহরে বেড়াতে আসা পর্যটকদের। '২২-এ তুষারপাত ঘটেছিল দার্জিলিং শহরের পাশাপাশি ঘুম, সোনাদাতেও। তারপর থেকে প্রত্যাশা দানা বাঁধলেও, প্রকৃতি সদয় হয়নি। এবছর জাঁকিয়ে শীতের দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে দার্জিলিং শহরেও তুষারপাত ঘটতে পারে বলে আশায় বুক বাঁধা শুরু হয়েছে, বর্ষা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে। মন্থার পরোক্ষ প্রভাবে টানা বৃষ্টি হওয়ায়, সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও তাপমাত্রার পতন ঘটেছে। তাতেই আশা বাড়ছে। যা আরও উসকে দিয়েছে সিকিম পাহাড়ের ভারী তুষারপাত।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অতি সক্রিয়তায় বৃহস্পতিবার মাঝরাত থেকে পূর্ব এবং উত্তর সিকিমে ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। অন্তত ১০০ সেন্টিমিটার তুষারপাতের সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছিল ওই পূর্বাভাসে। শুক্রবার সকালে স্পষ্ট, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মিলে গিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে। পূর্ব সিকিমের নাথু লা, ছাংগুতে এতটাই তুষারপাত হয়েছে যে, এদিন বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। এদিন সকালে তুষারপাত হয় ইয়ুমথাং, লাচুংয়েও। চলতি মরশুমে সিকিমে এদিনই তুষারপাত ঘটেছে, তা নয়। কিছুদিন আগেও তুষারপাত ঘটেছিল ছাংগু সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। কিন্তু এদিনের তুষারপাতের ব্যাপ্তি এতটাই ছিল যে, তা সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে অক্টোবরের শেষে এমন তুষারপাত ঘটেনি বলে বক্তব্য আবহবিদদের। শৈলরানি দার্জিলিংয়ের প্রতীক্ষাটা একারণেই।

ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগান, টন্ডুবস্তির গোট লাইন, কালিখোলাবস্তি, খেরকাটা গ্রাম, মাঝিয়ালিবস্তি, জিতি চা বাগান মিলিয়ে মোট পাঁচটি ত্রাণশিবিরে ৮০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। জলঢাকা, গাঠিয়া, ডায়না, কুজি ডায়নার মতো বিভিন্ন নদীতে জলস্তর বাড়লেও তা বিপদসীমার কাছে পৌঁছায়নি।

আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারারবাড়ি ও খাটোরবাড়ির মতো এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কে বৃহস্পতিবার রাতেই জলঢাকা বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই এলাকা থেকে প্রায় ৩০০ জনকে এদিন ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয় ও আমগুড়ি রামমোহন উচ্চবিদ্যালয়ে সরিয়ে আনে। ধূপগুড়ি ব্লকের বগরিবাড়ি, হোগলাপাতা এলাকার গ্রামবাসীদেরও তিনটি ত্রাণশিবিরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় ১১০টি পরিবারকে ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বানারহাট ব্লকের আংরাভাসা নদীর জল বাড়তেই নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে, ফের চিলার ঘাটে বাঁশের সাঁকো ভেসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ধূপগুড়ি, বানারহাট ও ফালাকাটা ব্লকের কিছু এলাকা। বিন্নাগুড়ির বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে ৪০ জন বাসিন্দাকে কমিউনিটি হলে সরানো হয়েছে। ক্রান্তির চেংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি ও দোলাইগাঁও এলাকায় প্রায় ৭৮টি পরিবারকে স্থানীয় এসএসকে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে কোচবিহার জেলাজুড়ে ধান ও সবজি চাষ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। কোচবিহার -১, মাথাভাঙ্গা ১ ও ২, তুফানগঞ্জ ১ ও ২, দিনহাটা-১ এবং হলদিবাড়ি ব্লকে চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে জমিতে কেটে রাখা আমন ধানের। আরও দু'-তিনদিন বৃষ্টি হলে ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা চাষিদের। এদিন বৃষ্টিতে কোচবিহার শহর লাগোয়া ফাঁসিরঘাটের সাঁকো ভেসে যায়। মালদার কালিয়াচকেও প্রায় একই অবস্থা। কালিয়াচক-৩ ব্লকেও জমিতে কেটে রাখা আমন ধান বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ায় শোচনীয় অবস্থা হয়েছে কৃষকদের।

প্রশাসন সূত্রে খবর, পাহাড়ে তিস্তা ব্যারেজ থেকে দু'দফায় ১৫২৪ কিউমেক এবং ১৬২৪ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। অন্যদিকে, কালিঝোরা ব্যারেজ থেকে প্রথম দফায় ১৩৩৬ কিউমেক এবং দ্বিতীয় দফায় ১৫৮৮ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। সিকিমের আবহাওয়া আধিকারিক ডঃ গোপীনাথ রাহা বলেন, শনিবারও বৃষ্টি থাকবে। তবে তীব্রতা কমবে। রবিবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

পরিকাঠামো ছাড়া

প্রথম পাতার পর

জেলার কোথাও যদি কোনওরকম আবর্জনা জমে থাকে, সেই অ্যাপে ছবি দিয়ে অভিযোগ করা যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে সেই আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু কে সেই পদক্ষেপ করবে বা সেই পরিকাঠামোই বা কোথায় বলে প্রশ্ন রয়েছে।

আসলে জেলার ছয়টি পুরসভার কাছে আবর্জনা পরিষ্কারের কমবেশি পরিকাঠামো রয়েছে। কিন্তু কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে সেই পরিকাঠামো নেই। স্বচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে শুকটাবাড়ি, নয়ারহাট, শিকারপুর সহ ৪৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত শুক্রবার পুরস্কার পেয়েছে। ট্রফি ও সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অনেককেই এদিন মঞ্চ থেকে অনেকটা যুদ্ধ জয়ের আনন্দ নিয়ে নামতে দেখা যায়। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপিকা রায় বলেন, 'তিনটি টোটো দিয়ে আমরা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করি।' কিন্তু তিনটি টোটো দিয়ে কি গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিষ্কার সম্ভব বলে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, 'আমরা শুধু বাজার এলাকা ও বাজার সংলগ্ন আশপাশের কিছু বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কার করি। সম্পূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত এই তিনটি টোটোর দ্বারা পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না।' প্রধানের কথায় এটি পরিষ্কার যে, এই স্বল্প পরিকাঠামোয় তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তা সত্ত্বেও কী কারণে এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দৃশ্যত স্বচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষণা করা হল বলে অনেকেরই প্রশ্ন।

তিন বছরে পাঁচটি অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য

এনবিএসটিসি'র বাসে ফের আগুন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : ফের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসে আগুন লাগল। শুক্রবার মা ভবানী চৌপথিতে কৃষ্ণনগর থেকে কোচবিহারে আসা বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যদিও যাত্রীদের আগেই নামিয়ে দেওয়ায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। চালক ও খালাসিও দ্রুত বাস থেকে নেমে প্রাণে বাঁচেন। পরে দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই নিয়ে গত তিন বছরে নিগমের অন্তত পাঁচটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। অবশ্য আগুন লাগার কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। নিগমের আধিকারিকদের একাংশের দাবি, আধুনিক বিএসসিক্স মডেলের বাসগুলিতেই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। চালকরা সেই মডেল সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এদিকে ক্রমশ এমন ঘটনা বাড়তে থাকায় বাসচালকদের এবিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

তবে প্রশ্ন উঠছে, বারবার অগ্নিকাণ্ড হলেও এতদিন কেন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল না? শুক্রবার সকালে কৃষ্ণনগর থেকে আসা নিগমের একটি বাস কোচবিহার বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের নামায়। এরপর বাসটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মা ভবানী চৌপথিতে পৌঁছাতেই বিপত্তি বাধে। নিগমের বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক অনুমান, বাসের সেলফ স্টার্টের জায়গা থেকেই আগুন লেগেছিল। প্রথমে চালক, খালাসি ও স্থানীয় মানুষ আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কোচবিহার দমকলকেন্দ্রের ইঞ্জিন এলাকায় পৌঁছায়। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি মেরামতির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এনবিএসটিসি'র ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি পরিদর্শন করছেন পার্থপ্রতিম রায়।

এদিন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি পরিদর্শন করেন। তিনি বললেন, 'ঘটনায় কেউ আহত হননি। বারবার বাসগুলিতে কেন আগুন লাগছে তা খতিয়ে দেখতে একটি ফায়ার অডিটর তৈরি করা হবে। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' এনবিএসটিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকমাস আগেই মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে একটি বাস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তার আগে ময়নাগুড়ি এবং জামালদহেও একই ঘটনা ঘটে। এমনকি শুক্রবারের ঘটনা নিয়ে কোচবিহার শহরেই তিনবার বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। গতবছর শুরুর দিকে 'পাবলিক জবে' থাকা একটি বাসে এবং ২০২২ সালের ডিসেম্বরে নিউ বাসস্ট্যান্ডে থাকা একটি বাসে আগুন লেগে গিয়েছিল।

বারবার এধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নিত্যযাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে কোনও বিপদের সম্ভাবনা তৈরি না হয় সেজন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ। এপ্রসঙ্গে কোচবিহারের বাসিন্দা রঞ্জিত ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যেই আমাদের বাসে চেপে যাতায়াত করতে হয়। পরিষেবার দিক থেকে এনবিএসটিসি'র সুনাম রয়েছে। তাই নিগমের বাসেই বেশি উঠি। কিন্তু এধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মনে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তাই কর্তৃপক্ষের এব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ করা উচিত।'

বৃষ্টি ভেজা ম্যাল... *শুক্রবার দার্জিলিংয়ে মৃণাল রানার তোলা ছবি।*

ইস্টবেঙ্গল

প্রথম পাতার পর

তারকাখচিত আক্রমণভাগের থেকেও ভালো খেলছেন বিশাল ও তাঁর সামনে থাকা ডিফেন্ডাররা। এদিন তো রাইট ব্যাকে মেহতাব সিং আলাদা করে চোখে পড়েন। তিন ম্যাচে ক্লিনশিট রেখেও ছিটকে গেল মোহনবাগান। কারণ গোটা টুর্নামেন্টে মোহনবাগানের গোলসংখ্যা মাত্র ২।

গোটা ম্যাচেই হলুদ কার্ডের ছড়াছড়ি হল। তুলনায় বেশি দেখলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। ম্যাচের পর দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে হাতাহাতি যেমন হল তেমনি ইস্টবেঙ্গলের ভিভিআইপি গ্যালারি থেকে মোহনবাগান কোচ-ফুটবলার-সাপোর্ট স্টাফদের উদ্দেশে ব্যঙ্গ ও কটূক্তি উড়ে এল। স্বাভাবিকভাবেই মোহনবাগান কর্তারা দ্রুত নেমে গেলেন।

মোহনবাগান : বিশাল, মেহতাব, টম, আলবার্তো, শুভাশিস (সুহেল), মনবীর (দিমিত্রিস), আপুইয়া, থাপা (দীপক), লিস্টন (রবিসন) সাহাল (কামিন্স) ও ম্যাকলারেন।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, কেভিন, জয়, মহেশ (এডমুন্ড), রশিদ, সাউল (সৌভিক), বিপিন (বিষ্ণু), মিগুয়েল ও হামিদ (হিরোশি)।

বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে আঘাত

ইটাহার, ৩১ অক্টোবর : ফের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হল এই বঙ্গে। কলকাতায় ছয় বছর আগে বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে এই মনীষীর মূর্তি ভাঙা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। এবার বর্ণপরিচয় স্রষ্টার মূর্তিতে আঘাত হানার ঘটনা ঘটল উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে। শুক্রবার দুপুরে স্থানীয়দের নজরে আসে, ইটাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তার বাঁকে বসানো কংক্রিট নির্মিত বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তির চিবুকের একটি অংশ ভাঙা। মুখমণ্ডলেও একাধিক ফাটল। বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় ইটাহারে। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় তোলেন। ঘটনাটি পুলিশের নজরেও আনা হয়। প্রশ্ন উঠছে, কে বা কারা এই জঘন্য কাণ্ড ঘটাল? কোনও অসৎ উদ্দেশ্য বা ষড়যন্ত্র করে এই মূর্তি ভাঙা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। বিদ্যাসাগরের এই অবমাননার বিরুদ্ধে শনিবার প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ-র উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি। ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে ইটাহারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মহল। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, কোনও দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি বা মদ্যপ কেউ এই কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, মূর্তির ভাঙা অংশ মেরামতির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যে বা যারা এই দুষ্কর্ম ঘটিয়েছে তাদের চিহ্নিত করতে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইটাহার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের সংযোগস্থলে ২০০৬ সালে ইটাহার হাইস্কুলের প্রয়াত শিক্ষক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কংক্রিট নির্মিত একটি আবক্ষমূর্তি বসানো হয়। মূর্তি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে একপাশে বিডিও অফিস, একপাশে পঞ্চায়েত কার্যালয় ও সামনে ইটাহার উচ্চবিদ্যালয়। চারপাশ সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া। এমন একটি স্থানে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এসে এই মনীষীর মূর্তি ভাঙার সাহস পেল, তা ভেবেই হতবাক হচ্ছেন সকলে। ইটাহার মূর্তি সংস্থাপন কমিটির আহ্বায়ক অজয় চক্রবর্তী বলেন, 'ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই।'

পৃথিবীর পাঠশালা

বরফের সমাধি, ৫০০ বছরের ঘুম

আকাশের প্রায় ২২,১১০ ফুট উপরে, মাউন্ট লুল্লাইলাকো আগ্নেয়গিরির চূড়ায় এক চমকে দেওয়া ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এই উচ্চতায় বাতাস এতটাই হালকা এবং ঠান্ডা যে সবকিছু জমে বরফ হয়ে যায়। এখানেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁজে পেয়েছিলেন লুল্লাইলাকোর সেই শিশুদের-ইনকা মমি, যারা ৫০০ বছর পরেও এমনভাবে সংরক্ষিত যে মনে হয় যেন তারা কেবল ঘুমিয়ে আছে। তাদের ত্বক, চুল এমনকি মুখের অভিব্যক্তিও অক্ষত!

এই অলৌকিকের পেছনে আছে প্রকৃতির কেরামতি। চরম ঠান্ডা, পাতলা বাতাস এবং শূন্য আর্দ্রতা— সব মিলে চূড়াটিকে বিশ্বের সবচেয়ে নিখুঁত ফ্রিজ-ড্রায়ারে পরিণত করেছে। বিজ্ঞানীরা এদের চুল আর দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা ভুট্টার কণা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে পারছেন। সবচেয়ে বিখ্যাত মমিটি হল ১৫ বছরের এক কিশোরী, যার নাম 'লা দোনসেলা'। এই শিশুরা সাধারণ শিকার ছিল না, এদের কাপাকোচা নামে এক পবিত্র ইনকা আচারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। তারা দেবদেবীর কাছে বার্তা বহনকারী হিসেবে পরিগণিত হত।

তুতানখামুনের সোনার পাহাড়

ভাবুন তো, তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে অক্ষত একটি ঘরে পা রাখলেন—আর দেখলেন ঘরটি আক্ষরিক অর্থেই সোনার আলোয় ঝলমল করছে! ১৯২২ সালে হাওয়ার্ড কার্টার যখন ফারাও তুতানখামুনের সমাধিকক্ষের দরজা খুললেন, তখন এমনটাই ঘটেছিল। এটি কেবল ধনসম্পদের ভাণ্ডার ছিল না, এটি প্রাচীন মিশরীয় জীবন, মৃত্যু এবং তাঁদের বিশ্বাসে প্রবেশ করার এক জানলাই ছিল।

কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ৫ মিটারেরও বেশি লম্বা কোয়ার্টসের তৈরি সারকোফ্যাগাস। আর তার ভেতরে ছিল একের পর এক কফিন, যেন রাজকীয় সমাধির রাশিয়ান ডল! ভেতরের কফিনটি তৈরি হয়েছিল ১১০ কেজি খাঁটি সোনা দিয়ে—যা প্রায় দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ওজনের সমান! তুতানের প্রতিটি আঙুল, পায়ের পাতা, এমনকি স্যান্ডেলও সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। আজকের বাজারদর অনুযায়ী, শুধু ভেতরের কফিনের সোনার দামই সাত মিলিয়ন ডলারের বেশি! তুতানখামুনের সমাধিটি কেবল সম্পদ নয়—এটি মানবসভ্যতার কল্পনা এবং কারুকার্যের এক অমূল্য টাইম ক্যাপসুল।

এআই অভিনেত্রী : মানুষ বনাম যন্ত্র

হলিউডে এখন নতুন আতঙ্ক! বাজারে এসেছে 'টিলি নরউড' নামে এক এআই-তৈরি অভিনেত্রী! মজার বিষয় হল, টিলি কোনও সত্যিকারের মানুষের নকল বা 'ডিপফেক' নয়, সে হল সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল এবং চলচ্চিত্র-নাটকে অভিনয় করার জন্য তৈরি হওয়া একটি সিন্থেটিক সৃষ্টি। শোনা যাচ্ছে, কয়েকটি ট্যালেন্ট এজেন্সিও তাকে সই করাতে আগ্রহী।

কিন্তু অনেকেই এতে খুশি নন। অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং তাঁদের ইউনিয়নগুলি রেগে আগুন হয়ে আছে! তারা খোলাখুলি জানিয়েছে : 'টিলি নরউড অভিনেত্রী নয়। সে হল অগণিত সত্যিকারের শিল্পীর কাজ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম—যা করা হয়েছে তাঁদের অনুমতি বা পারিশ্রমিক ছাড়াই।' এই ঘটনায় এখন বিতর্কের তুফান : এআই কি সত্যিই মানুষের অভিনয় কেড়ে নেবে? হলিউড কি এটাকে উদ্ভাবন হিসেবে স্বাগত জানাবে, নাকি শোষণ হিসেবে বাতিল করবে? হাজার হাজার মানুষের রুজিরোজগার নির্ভর করে থাকা এই শিল্পটির ভবিষ্যৎ তবে কী?

প্লাস্টিকখেকো শুঁয়োপোকা

আশ্চর্য এক আবিষ্কার! গ্রেটার ওয়াক্স মথের লার্ভা, যা মোম-শুঁয়োপোকা নামে পরিচিত, মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২,০০০টি শুঁয়োপোকা একটি পলিথিনের ব্যাগ খেয়ে ফেলেছে। প্রাকৃতিকভাবে প্লাস্টিক নষ্ট হতে যেখানে শত শত বছর লাগে, সেখানে এই কাজটি করেছে এই শুঁয়োপোকা। এই পোকামাকড়গুলি শুধু প্লাস্টিককে ছিঁড়ে ফেলে না, বরং হজম করে শরীরের ফ্যাটে রূপান্তরিত করে। তবে একটি সমস্যা হল, কেবল প্লাস্টিক খেয়ে তারা কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যায়। বিজ্ঞানীরা এখন চিনির মতো সম্পূরক খাবার দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। লক্ষ্য হল, এই শুঁয়োপোকা দিয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা। এটি প্রমাণ করে, প্রকৃতির কাছেই হয়তো প্লাস্টিক সংকটের সমাধান লুকিয়ে আছে।

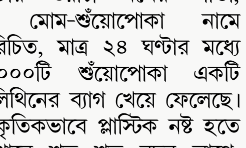

কোচবিহারে ক্ষতি আমন, সবজির

প্রথম পাতার পর

ঘোকসাডাঙ্গা, উনিশবিশা, পারডুবি, রুইডাঙ্গা সহ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় আমন চাষে দুর্দশার ছবি এখন স্পষ্ট। স্থানীয় চাষি শ্যামল বর্মনের কথায়, 'ধান পেকে গিয়েছে। দু'চারদিনের মধ্যেই কাটার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে বড় ক্ষতি হয়ে গেল।' বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস ফুলবাড়ি এলাকার চাষি নিতাইচন্দ্র সরকারের কথায়, 'দুই বিঘা জমির ধান কেটে জমিতে রেখে দিয়েছিলাম শুকানোর জন্য, যা এখন জলে ভাসছে। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে সব ধান নষ্ট হয়ে যাবে।'

চ্যাংরাবান্ধা, ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ধান চাষে। মেখলিগঞ্জ মহকুমার সহকারী কৃষি অধিকর্তা সঞ্জীব মৈত্রীর কথায়, 'বছরের এসময় আমন ধান চাষে রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখন বৃষ্টি চলছে। দু'তিনদিনে কমে গেলে ঠিক আছে। না হলে অবস্থা খুবই খারাপ হবে।' তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী, দিনহাটা-১ ব্লকের আলোকঝাড়ি, কোচবিহার-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও আমনচাষিরা বড় সমস্যায় পড়েছেন।

গত ৫ অক্টোবর জলঢাকা, ডুডুয়া ও মুজনাই নদীর প্লাবনে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে রাঙ্গাপানি বালাসি সহ পার্শ্ববর্তী চরগুলিতে কয়েকশো বিঘা জমির সবজি নষ্ট হয়ে যায়। সেই ক্ষতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাষিরা অনেকেই আবার নতুন করে বিভিন্ন সবজি ও পোখরাজ আলুর চাষ করেছেন। কিন্তু দু'দিনের বৃষ্টিতে ফের ক্ষতির মুখে পড়েছেন তাঁরা। বৃষ্টির পর রোদ উঠলে একদিকে যেমন বিভিন্ন সবজির চারা মরে যেতে পারে, অপরদিকে, মাটির নীচে থাকা আলুর বীজ পচে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফুলবাড়ির রাঙ্গাপানি বালাসি এলাকার চাষি শংকর রায়ের কথায়, 'নতুন করে টমেটোর চারা তৈরি করে জমিতে লাগিয়েছি। এবার বৃষ্টিতে হয়তো সেগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।'

মাথাভাঙ্গার বাইশগুড়ি, কাউয়ারডারা, পচাগড় এলাকার এখন অনেক চাষি বিভিন্ন সবজি ও আলু চাষের জমি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান আবহাওয়ায় তা পিছিয়ে গেল। জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুলডাঙ্গা গ্রামের কার্তিক বর্মনের দেড় বিঘা জমিতে কপি চাষ মাসখানেক আগের বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে। ফের ক্ষতির মুখে তিনি। একই গ্রামের সুশান্ত বর্মন এক বিঘা জমিতে বেগুন চাষ করে ক্ষতির মুখে পড়েছেন। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফেশ্যাবাড়ির শসাচাষি এরশাদ আলির বক্তব্য, 'বৃষ্টি প্রচুর শসা গাছ নষ্ট হয়েছে। পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে।' ঢাংঢিংগুড়ি এলাকায় কৃষক বীরেন রায় বলেন, 'আমি জমিতে কিছু দেশি আলু লাগিয়েছিলাম। বৃষ্টির ফলে যার পুরোটাই নষ্ট হওয়ার মুখে।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের কৃষকরা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অগ্রিম আলু চাষে। মহিষকুচি গ্রামের আলুচাষি দেবদুলাল প্রধান উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, 'মাত্র ১৫ দিন আগে দেড় বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। টানা বৃষ্টিতে জমি এখন জলমগ্ন। দ্রুত জল না নামলে ফসল পচে যাবে।'

তুফানগঞ্জ-২ সহ কৃষি অধিকর্তা রঞ্জিত বর্মা ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট প্রস্তুত করার কথা জানিয়েছেন।

উচ্চমাধ্যমিকে সেরা দশে

প্রথম পাতার পর

জানিয়েছে। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের কথায়, 'ওএমআর শিটে পরীক্ষার আয়োজন করার লক্ষ্যই ছিল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রথম থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করা। দু'একটি স্কুল দারুণ ফল করলেও সার্বিকভাবে সাধারণ পরীক্ষার্থীরা ভালো ফল করতে পারেনি। আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে।'

দীপান্বিতা পালের বাবা জগৎপতি পাল হরিরামপুর বেটনা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা তন্দ্রা ঘোষ মেয়ের স্কুলেই ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষিকা। দীপান্বিতা উচ্চমাধ্যমিকের পর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ভবিষ্যতে গবেষণা করতে চায়। প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় থেকেও ভালো ফল করায় এই ছাত্রীকে ঘিরে সবাই খুব খুশি। সাতগ্রামের সূর্য বর্মনও সবার সাবাসি কুড়িয়েছে। বাবা দিলীপ বর্মন মাথাভাঙ্গা শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের গাড়ির চালক, মা মাধবী বর্মন গৃহবধূ। দেড় বিঘা বন্ধকি জমিতে চাষাবাদ ও গাড়ি চালিয়ে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই কোনওরকমে দিন চলে। এই পরিস্থিতিতেও দাঁতে দাঁত চেপে সূর্যের লড়াই দেখে সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সূর্য ভবিষ্যতে আইআইটিতে পড়াশোনা করতে চায়।

লালঘাড় ধনেশের নয়া আস্তানা ঝান্ডি

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই দুই অঙ্কে পৌঁছে গিয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত পাখিপ্রেমীরা।

সাধারণত উত্তর-পূর্ব ভারতের গভীর পাহাড়ি জঙ্গলে রুফাস নেকড হর্নবিলের বাস। কালিম্পং জেলার ঝান্ডিতে এদের উপস্থিতি পরিবেশপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ বয়ে এনেছে। প্রবাসী বাঙালি, বিশিষ্ট ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় গত তিন বছর ধরে ঝান্ডিতে ঘাঁটি গেড়ে রুফাস নেকড হর্নবিল সহ অন্য বিপন্ন প্রজাতির পাখিদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। ঝান্ডিতে এসে কেউ যাতে এখানকার পাখিদের কোনওভাবেই বিরক্ত না করেন তা দেখার জন্য স্থানীয় একদল তরুণকে রীতিমতো শিখিয়ে পড়িয়ে একটি টিম তৈরি করেছেন অনিন্দিতা। তাঁর কথায়, 'ঝান্ডিতে এসে এথিক্যাল বার্ড ওয়াচিং করুন, কোনও অসুবিধে নেই। তবে পাখিদের কোনওভাবেই বিরক্ত করা চলবে না।'

ঝান্ডিতে এই মুহূর্তে ১৫০-রও বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। তাদের মধ্যে রুফাস নেকড হর্নবিল ছাড়াও স্কারলেট ফিঞ্চ, স্যাফায়ার ফ্লাই ক্যাচার, লার্জ নীলটাভা, হিমালয়ান কিউটিয়া, রেড হেডেড ট্রোগন-এর মতো নানা প্রজাতির পাখি রয়েছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে ঝান্ডি এখন এক কথায় পাখিদের স্বর্গরাজ্য।

তথ্য বলছে, সাধারণত ১০০-১২০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের লালঘাড় ধনেশ বা রুফাস নেকড হর্নবিল পাখিরা বড় বড় গাছে বাসা বাঁধে। মূলত গাছের ফল খেয়ে তার বীজ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দিয়ে বনসৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে আবার এই পাখিকে 'ফরেস্ট গার্ডেনার' বলা হয়ে থাকে।

স্থানীয় গাইড কৃষ্ণা ছেত্রী বলছেন, 'গত তিন বছরে এই পাখিদের জন্য ঝান্ডি পর্যটকদের অন্যতম ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে। একের পর এক হোমস্টে তৈরি হয়েছে। কিন্তু লাটপাঞ্চারের মতো পরিণতি, মানে পর্যটকদের ভিড়ে যেন ঝান্ডি থেকে পাখিরা বিদায় না নেয়, সেটা আমরা মনেপ্রাণে চাই।'

শান্ত, নিরিবিলি ও ঘন সবুজে মোড়া পাহাড়ি গ্রাম ঝান্ডি তার নিজস্বতা বজায় রাখুক। পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে চলতে থাকুক মেঘ ও রোদ্দুরের বিরামহীন খেলা। আর সবুজ পাহাড় তার সোনালি ভোরে ভরে উঠুক রংবেরংয়ের হরেক পাখিদের ডাকে, কামনা এতটুকুই।

এবারের কাপ আমাদেরই

প্রথম পাতার পর

মিডল অর্ডারে খেলার সুবাদে আমি জানি এই পজিশনে চাপ কেমন থাকে, আর সেই চাপকে জেমিমা কীভাবে সামলেছে!

সেমিফাইনালে তিন নম্বরে নেমে ওর ১৩৪ বলে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংসটি ছিল অনবদ্য। এটা কেবল ওর চমৎকার টেকনিকের প্রমাণ নয়, ওর মানসিক জোরের পরিচয়। ইংল্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দল থেকে বাদ পড়ার পরও ও ফিরে এসেছে। ও প্রমাণ করেছে, কীভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে এক প্রান্ত আগলে রেখে রানের চাকা সচল রাখতে হয়। ও নিঃসন্দেহে বড় মঞ্চের খেলোয়াড়, আর এই ইনিংসটা সেই কথাই বলছে।

আর আমাদের ক্যাপ্টেন হরমন! ওকে তো নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহুদিনের। আমরা একসঙ্গে কত চাপ সামলেছি, কত ম্যাচ জিতেছি। ওর লড়াকু মনোভাব আমাদের ড্রেসিংরুমের প্রতিটা মেয়েকে প্রেরণা জোগায়। মাঠে ও একজন অসাধারণ 'ক্যাপ্টেন কুল'।

গতকাল ওর ৮৮ বলে ৮৯ রানের ইনিংস ছিল নিছক রানসংখ্যা নয়, ছিল নেতৃত্বের চূড়ান্ত উদাহরণ। শুরুতে থিতু হতে যেটুকু সময়, তারপর একবার ছন্দ ফিরে পাওয়ার পর ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে যে আগ্রাসী শটগুলো খেলা শুরু করল, তাতে অস্ট্রেলিয়ানরা ছিটকে গেল। নক আউট ম্যাচে কীভাবে দলকে সাহস জোগাতে হয়, কীভাবে নিজের ওপরের চাপকে রানের পাহাড়ে পরিণত করতে হয়—হরমনপ্রীতের (কাউর) চেয়ে ভালো কেউ জানে না।

এই দুজনের গড়া ১৬৭ রানের ঐতিহাসিক পার্টনারশিপই আমাদের এই বিশ্বরেকর্ড গড়া জয়ের ভিত্তি গড়ে দেয়। শেষে দীপ্তি শর্মা আর আমার খুব প্রিয় ছোট বোন রিচা ঘোষের ঝোড়ো ক্যামিও জয়কে নিশ্চিত করে। রিচার ব্যাটিংয়ে যে সাহস আর নির্ভীকতা আছে, তা সত্যি বিরল। মাত্র ১৬ বলে ২৬ রান—ম্যাচের শেষদিকে এই ধরনের ইনিংসই আসল পার্থক্য গড়ে দেয়।

আমরা এখন ফাইনালে! ২০১৭ সালে লর্ডসের ফাইনালে জেতা ম্যাচ হেরে ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার কষ্ট আজও অনুভব করি। সেই কারণেই, এই দলটার ওপর আমার আস্থা আরও বেশি। আমার বিশ্বাস, আমরা এবার ট্রফিটা জিতবই!

ফাইনালে আমাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, যাদের কোনওভাবেই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। লরা উলভারডট, মারিজানে ক্যাপ, ক্লোয়ে ট্রাইওন এবং বিশেষ করে নাদিনে ডি ক্লার্ক—এই দলটা খুব বিপজ্জনক। বিশাখাপত্তনমে গ্রুপ পর্বে ডি ক্লার্ক আমাদের কাছ থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছিল—সেটা মাথায় রাখতে হবে।

তবে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো আমাদের মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। আমাদের মেয়েরা এখন বিশ্বাস করে, ৩৫০ রানও তাড়া করা সম্ভব। রিচা ও আমনজোৎ কাউরের মতো তরুণ ফিনিশাররা কোনও চাপ নিতে ভয় পায় না—ওদের জন্য আমাদের ড্রেসিংরুমের মেজাজ সবসময় প্রাণবন্ত। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

এই ফাইনালটি হবে স্নায়ুযুদ্ধের চরমতম পরীক্ষা। দেশের মাটিতে খেলা, গ্যালারিতে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমর্থন—এগুলো আমাদের জন্য বাড়তি শক্তি।

এবার আমাদের সামনে ইতিহাস গড়ার সুযোগ। আমি মনে করি, হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে এই দল সেই আকাঙ্ক্ষা আর দৃঢ়তা নিয়েই মাঠে নামবে। আমার মন বলছে, স্মৃতি, জেমিমা ও হরমনপ্রীতের ব্যাটিংয়ের অভিজ্ঞতা, আর দীপ্তি ও আমাদের তরুণ বোলারদের স্পিন-পেসের সঠিক সংমিশ্রণেই আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেব।

এবারের কাপ আমাদেরই!

এক মাস উৎকণ্ঠায় ছিলাম : জেমিমা

নভি মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : একটা গল্প শুনবেন? বলি তাহলে। ২০১৭ সালে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ৯ রানে হেরেছিল মিতালি রাজের ভারত। একজন উঠতি ক্রিকেটার হিসেবে মুম্বই বিমানবন্দরে ভারতীয় দলকে দেখতে গিয়েছিলেন জেমিমা রডরিগেজ। চোখে স্বপ্ন ছিল, একদিন দেশের জার্সিতে খেলবেন। দেশকে জেতাবেন।

বৃহস্পতিবার ক্রিকেট তাঁকে সেই সুযোগ দিল। নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ঘরের মেয়ে জেমিমার কাঁধে চেপে ৮ বছর পর মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছাল ভারত। সেটাও আবার সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে। ৩৩৯-এর রেকর্ড রান তাড়া করে!

মুম্বই স্বপ্নের নগরী। সেই মুম্বইয়েই ১৩৪ বলে ১২৭ রানের ম্যাচ জেতানো অপরাজিত শতরানে নতুন রূপকথা লিখেছেন ২৫ বছরের জেমিমা। আমনজ্যোৎ কাউরের শট বাউন্ডারি পেরোতেই জেমিমা ফাইনালে ওঠার আনন্দে বাইশ গজে কেঁদে ফেলেন। জেমিমার সেমিফাইনালের শতরান নিশ্চিতভাবে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে চিরকালীন হয়ে থাকবে। কিন্তু এই জেমিমাই এক মাস উৎকণ্ঠায় ভুগছিলেন, নিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতার উপর অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন।

ফাইনালে ওঠার স্বস্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কঠিন দিনগুলির গল্প শুনিয়েছেন জেমিমা। বলেছেন, '২০২২ সালের বিশ্বকাপে স্কোয়াডে জায়গা পাইনি। এবার সুযোগ পাওয়ার পর মনে হয়েছিল, সেরাটা দিতেই হবে। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরুর আগে মাসখানেক উৎকণ্ঠায় ভুগছিলাম। নিজের উপর অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম। মাকে ফোন করে রোজ কাঁদতাম। মানসিকভাবে খুব খারাপ অবস্থায় ছিলাম। বাবা-মায়ের পর দলে অরুন্ধতী রেড্ডি ও রাধা যাদব আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। এমনকি আমি অরুন্ধতীর সামনেও কেঁদেছি। ইংল্যান্ড ম্যাচে বাদ পড়া আমাকে নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সেমিফাইনালে নিজের দক্ষতা দেখাতে মরিয়া ছিলাম। বাকিটা ভগবান যিশুর আশীর্বাদ।'

তি-ন-শো-উ-ন-চ-ল্লি-শ। মহিলাদের ওডিআইয়ে এই রান তাড়া করে বৃহস্পতিবারের আগে কেউ জিততে পারেনি। জেমিমা, হরমনপ্রীত কাউররা সেটাই সম্ভব করে দেখিয়েছেন। অসাধ্য সাধন প্রসঙ্গে জেমিমা বলেছেন, 'ইনিংসের শুরুতে নিজের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কিন্তু শেষদিকে বাইবেলের লাইন আওড়াচ্ছিলাম। কারণ আমার মধ্যে শক্তি ছিল না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাইবেলে বলা আছে, নিজেকে শক্ত রাখো। ভগবান তোমার হয়ে লড়াই করবে। আমি সেটাই করেছি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার হয়ে লড়াই করেছেন।'

জেমিমা-হরমনপ্রীতের (৮৯) ১৬৭ রানের পার্টনারশিপ আস্কিং রেটের চাপ অনুভব করেনি ভারত। জেমিমার 'ক্যালকুলেটিভ রিস্ক'-এর প্রশংসা করে হরমনপ্রীত বলেছেন, 'জেমিমা অঙ্ক কষে ব্যাটিং করতে ভালোবাসে। দায়িত্ব নিতে পছন্দ করে। ওর উপর আমাদের সবসময় বিশ্বাস ছিল। জেমিমার ইনিংসটা স্পেশাল। ওর সঙ্গে ব্যাটিং বরাবরই উপভোগ করি। এদিনও ও সব হিসেব আমাকে বলে দিচ্ছিল। তাই আমাকে বেশি কিছু ভাবতে হয়নি।'

> মাকে ফোন করে রোজ কাঁদতাম। মানসিকভাবে খুব খারাপ অবস্থায় ছিলাম। বাবা-মায়ের পর দলে অরুন্ধতী রেড্ডি ও রাধা যাদব আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। এমনকি আমি অরুন্ধতীর সামনেও কেঁদেছি।
>
> **জেমিমা রডরিগেজ**

সেমিফাইনালের আগে কোচ অমল মুজুমদারের বার্তা ছিল, ম্যাচ ভালোভাবে ফিনিশ করতে হবে। কোচের নির্দেশ বৃহস্পতিবার যথাযথ পালন করেছেন জেমিমা। এই প্রসঙ্গে অমল বলেছেন, 'সেমিফাইনালের আগে মেয়েদের বলেছিলাম, আমরা প্রতি ম্যাচে শুরুটা ভালো করেছি। কিন্তু শেষটা ঠিকঠাক করতে পারিনি। এই জায়গায় উন্নতি করতে হবে। জেমিমা এদিন সেটাই করে দেখাল। মেয়েদের জন্য আমার এক লাইনের বার্তা ছিল- বিপক্ষের চেয়ে এক রান বেশি করতে হবে। জেমিমারা এই সমীকরণ মিলিয়ে দিয়েছে।'

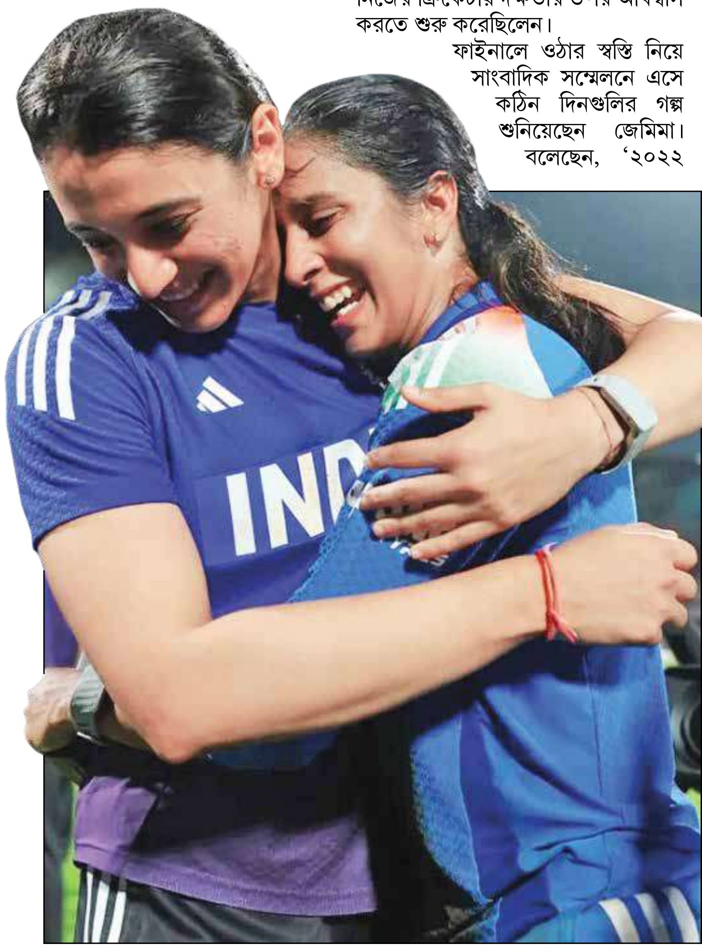

ফাইনালের টিকিট এনে দেওয়া জেমিমা রডরিগেজকে আলিঙ্গন স্মৃতি মান্ধানার।

'ফাইনালে জিতলে একসঙ্গে গান করব' প্রস্তাব সানির

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : জেমিমা রডরিগেজের ব্যাটিং মূর্ছনায় মোহিত আসমুদ্র হিমাচল।

বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে মুম্বই-কন্যার অলৌকিক ইনিংসে ভর দিয়েই অস্ট্রেলিয়া-বধ করে ফাইনালে উঠেছে ভারত। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। জেমিদের পারফরমেন্স প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে দেশবাসীকে।

অজিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানোর পর ট্রেডমার্ক গিটার বাজানোর ভঙ্গিতে সেলিব্রেশন করতে দেখা গিয়েছে জেমিমাকে। বাস্তবেই কিন্তু ভালো গিটার বাজান এই মুম্বই-কন্যা। এমনকি কয়েকবছর আগে বিসিসিআইয়ের একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে গিটার বাজাতে দেখা গিয়েছিল। সেইসময় মঞ্চে গান করছিলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার। এবার বিশ্বকাপ জিতলে সেই ঘটনার আরও একবার পুনরাবৃত্তি করতে চান সানি।

রোহিত শর্মা
ওয়েল ডান টিম ইন্ডিয়া

শচীন তেন্ডুলকার
চমৎকার জয়

গৌতম গম্ভীর
দুর্দান্ত পারফরমেন্স মেয়েদের

বিরাট কোহলি
অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের দারুণ জয়

যুবরাজ সিং
ঐতিহাসিক সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে ভারত

ঋষভ পন্থ
ফাইনালে ওঠার জন্য ভারতীয় মহিলা দলকে অভিনন্দন

শুভমান গিল
অসাধারণ জয়

সেমিফাইনালে জেমির ইনিংস দেখে মুগ্ধ কিংবদন্তি সানি বলেছেন, 'যদি ভারত বিশ্বকাপ জেতে, আমি জেমিমার সঙ্গে গান গাইব। ও যদি রাজি থাকে তাহলেই সেটা সম্ভব হবে। জেমিমা গিটার বাজাবে এবং আমি গান গাইব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'কয়েক বছর আগে বিসিসিআইয়ের একটি অনুষ্ঠানে আমরা দুইজনে একসঙ্গে পারফর্ম করেছিলাম। জেমিমা গিটার বাজিয়েছিল আর আমি গান গেয়েছিলাম। যদি ভারত জেতে, তাহলে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। অবশ্য জেমি যদি একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে পারফর্ম করতে রাজি হয়, তাহলে তা সম্ভব হবে।'

এদিকে, ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাতিল মনে করেন, বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে তাঁর খেলা ইনিংসের থেকে জেমির ইনিংসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'আমার ইনিংসের থেকে অনেক ভালো জেমিমার ইনিংস। ওর ঠান্ডা মাথায় শট নির্বাচন এবং মুম্বইয়ের চিরাচরিত খাড়ুস মানসিকতা ভারতকে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে। দারুণ সেঞ্চুরি করেছে জেমিমা। যখন মহিলা দলের কেউ সেঞ্চুরি করে তখন আমার ভালো লাগে।'

'ওর ইউএসপি মুম্বই ঘরানার মানসিকতা'

শিবশংকর পাল
(বাংলা সিনিয়ার দলের বোলিং কোচ)

বড্ড অমায়িক মেয়েটা। প্রথম আলাপ হয়েছিল বছর কয়েক আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের শিবির চলছিল সেখানে। রিচা ঘোষও সেই সময় ছিল ভারতীয় দলের শিবিরে।

রিচাই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় জেমিমা রডরিগেজের। অনুশীলনের মাঝে জেমিমাকে ডেকে রিচা বলেছিল, 'মেরা স্যর হ্যায়। বহুত কিছু শিখা হুঁ মে ম্যাকো স্যর সে'। শুনেই আমার সঙ্গে দ্রুত আলাপ জমিয়ে ফেলেছিল জেমিমা। ওর সঙ্গে আমার আলাপ, বন্ধুত্বের সেই শুরু।

পরে বহুবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কথাও হয়েছে। প্রায়ই কথা হয় ফোনে। কিছুদিন আগেই ভারতীয় মহিলা দলের বাংলাদেশ সফরের আগে জেমিমা দলের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল। তখনও জেমিমার সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে কিছু সময় কথা বললেই বুঝতে পারবেন, মেয়েটার মধ্যে অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস রয়েছে। কিছু করে দেখানোর তাগিদও সাংঘাতিক। ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এত অল্প বয়সে কীভাবে এতটা পরিণত হলে? জবাবে বলেছিল, ক্রিকেটই ওর জীবনে সবকিছু। তাছাড়া ক্রিকেটার হওয়ার যুদ্ধে সাফল্য পেতে গিয়ে জীবনে অনেক কিছু শিখেছি।

জীবনে এগিয়ে চলার পথে জেমিমার শিক্ষাটা যে সঠিক, গতরাতের ইনিংস তার প্রমাণ। জেমিমা বরাবরই শান্ত স্বভাবের। লক্ষ্যে স্থির। প্রাণোচ্ছলও। শতরান করেও উচ্ছ্বাস দেখায়নি ও। এমন মানসিকতার ক্রিকেটার খুঁজে পাওয়া কঠিন। আসলে মুম্বইয়ে জন্ম ও বড় হওয়া জেমিমার জীবনে আশীর্বাদ। মুম্বই ঘরানার ক্রিকেট সংস্কৃতি জেমিমাকে মানসিকভাবে এতটাই শক্তপোক্ত করে তুলেছে যে, কোনও কিছুই এখন কঠিন বলে মনে করে না জেমিমা। ওটাই জেমিমার ইউএসপি। শুনছিলাম, গতরাতে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নামার কথাই ছিল না ওর। আচমকা মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করা, শেষপর্যন্ত উইকেটে পড়ে থেকে দলকে ম্যাচ জিতিয়ে ফাইনালে তোলা- এমনটা করতে গেলে বিশেষ কিছু থাকতেই হবে একজন ক্রিকেটারের মধ্যে। জেমিমার মধ্যে সেটা রয়েছে প্রবলভাবে।

ব্যাটিং স্টান্স বদলেছে জেমিমা। আশীর্বাদ হিসেবে ও বর্তমান ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে সঙ্গে পেয়েছে অমল মজুমদারকেও। ব্যাটিং নিয়ে অমলের থেকে জেমিমা ঠিক কী পরামর্শ পেয়েছে, জানা নেই। কিন্তু অমলের পরামর্শ জেমিমাকে আরও সমৃদ্ধ করবেই। জেমিমা যদি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নয়া সুপারস্টার হয়ে থাকে, তাহলে বাংলার মেয়ে রিচার কথাও আলাদাভাবে বলতে চাই আমি। রিচাও নিজেকে অনেক বদলে ফেলেছে। উইকেটকিপিংয়ের পাশে যেভাবে ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিচ্ছে, এককথায় অসাধারণ। গতরাতে জেমিমার উপর থেকে চাপ কমানোর কাজটা দারুণভাবে করেছিল রিচা।

সবশেষে একটা কথা মানতেই হবে আমাদের, জেমিমার ব্যাটে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নবজাগরণ ঘটে গিয়েছে গতরাতেই।

বছর কয়েক আগে কলকাতায় জেমিমার সঙ্গে শিবশংকর পাল।

ভারতের ৯০তম গ্র্যান্ড মাস্টার ইলামপার্থি

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : নতুন আরও এক গ্র্যান্ড মাস্টার পেল ভারত।

ইলামপার্থি আভালপুন্ডুরাই রবিকুমার। বয়স ১৬। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে অনুষ্ঠিত বিজেলজিনা ওপেনে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারানোর সুবাদে গ্র্যান্ড মাস্টার সম্মান অর্জন করলেন ইলামপার্থি। দেশের ৯০তম গ্র্যান্ড মাস্টার হল তামিল এই দাবাড়ু। এর আগে ভিয়েতনামে হ্যানয় ওপেন ও সিঙ্গাপুর ওপেনে যোগ্যতামানের দুইটি শর্ত পূরণ করেছিলেন ইলামপার্থি। এবার তৃতীয় তথা চূড়ান্ত গ্র্যান্ড মাস্টার যোগ্যতামান অর্জন করলেন তিনি।

এদিকে, ৮৮তম টাটা স্টিল দাবায় অংশগ্রহণ করছেন না বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন। মেগা ইভেন্টে সবচেয়ে বড় নাম ভারতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ।

সাব-জুনিয়ারের সেমিতে বাংলা

অমৃতসর, ৩১ অক্টোবর : টানা তৃতীয় জয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল বাংলা। শুক্রবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে ৪-০ গোলে হারাল তারা। বাংলার হয়ে গোলগুলি করে সাগ্নিক কুণ্ডু, ভোলা রাজোওয়ার, প্রিয়াংশু নস্কর ও সোহেল লস্কর। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে মণিপুরের মুখোমুখি হবে বাংলা।

অভিষেকের প্রচেষ্টায় জল ঢাললেন সূর্যরা

ভারত-১২৫
অস্ট্রেলিয়া-১২৬/৬ (১৩.২ ওভারে)
(অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী)

মেলবোর্ন, ৩১ অক্টোবর : ম্যাচ সবে শেষ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তখনও হয়নি। গম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদব, মরনি মরকেলরা। একপেশে হারের ময়নাতদন্ত? রবিবারই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। ব্যর্থতার মেলবোর্নেই কি তাই প্রাথমিক আলোচনা সেরে ফেলা? ঘটনা যাইহোক, জঘন্য ব্যাটিং, পাওয়ার প্লে-তে হতশ্রী বোলিং- আতশকাচের নীচে একাধিক বিষয়।

জোশ হ্যাজেলউডের দুরন্ত প্রথম স্পেলের কথা সূর্য বললেও দলের সামগ্রিক ব্যর্থতা আড়াল করা যাচ্ছে না। অভিষেক শর্মা অবশ্য স্বমেজাজেই ছিলেন। মেঘলা মেলবোর্নে ঝড় হয়ে আছড়ে পড়ছিলেন। কিন্তু সতীর্থদের ব্যর্থতার লম্বা তালিকা সেই প্রয়াসে জল ঢেলে দেয়।

সিনিয়ারদের ব্যর্থতার মাঝে চমক হর্ষিত রানার। শিবম দুবের আগে হর্ষিতকে (৭ নম্বরে) নামতে দেখে অনেকেই অবাক। কারও মনে গৌতম গম্ভীরের হর্ষিত-প্রীতি নিয়ে তীর্যক মন্তব্য। যদিও সবাইকে ভুল প্রমাণ করলেন হর্ষিত (৩৩ বলে ৩৫)। অভিষেকের ৩৬ বলে ৬৮ (৮টি চার ২টি ছক্কা) আর হর্ষিতের ইনিংস সরিয়ে রাখলে বাকি দশজন মিলে (শ্রীযুক্ত অতিরিক্তকে ধরে) মাত্র ২২ রান! সবমিলিয়ে ১৮.৪ ওভারে ১২৫-এ অল আউট!

হ্যাজেলউড (১৩/৩), জেভিয়ার বার্টলেট (৩৯/২), নাথান এলিসদের (২১/২) তৈরি মঞ্চে মিচেল মার্শের (২৫ বলে ৪৬) দাপট। শেষদিকে জসপ্রীত বুমরাহ, মাঝে বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপরা চেষ্টা চালালেও ট্রাভিস হেড (২৮), জোশ ইনগ্লিসদের (২০) ছোট ছোট ইনিংসই যথেষ্ট ছিল ১২৫ অতিক্রম করতে। তাও হাতে ৪০ বল রেখে!

ভারত-অজি যুদ্ধের স্বাদ নিতে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এদিন উপস্থিত ৮২ হাজারের বেশি দর্শক! তবে ক্রিকেট উৎসবের সূচনায় অবশ্য মন ভারী করে দেওয়া নীরবতা পালন। ঘাড়ে বল লেগে প্রয়াত স্থানীয় সতেরো বছরের ক্রিকেটার বেন অস্টিনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই দল কালো রিবন পরে খেলতেও নামে।

সকালের দিকে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি। দিনভর মেঘলা আকাশ। সঙ্গে মেলবোর্নের চেনা বাউন্স। প্রতিপক্ষের হোঁশ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যা যথেষ্ট হ্যাজেলউডের। দুরন্ত প্রথম স্পেলেই (৩-০-৫-৩) ভারতীয় ব্যাটিংয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন।

জোশের সুইংয়ে বেলাইন ভারত

ম্যাচের প্রথম বলেই শুভমানের উইকেট পেয়ে গিয়েছিলেন হ্যাজেলউড। ডিআরএস নিয়ে রেহাইও পান শুভমান গিল। হেলমেটেও বল লাগল। শেষপর্যন্ত যে অস্বস্তির ইতি পড়ে তৃতীয় ওভারে, মিড অফে ক্যাচ দিয়ে আউট শুভমান (৫)।

দ্বিতীয় ওভারে বার্টলেটকে ঠেঙিয়ে ১৭ রান এসেছে অভিষেকের সৌজন্যে। কার্যত 'আনপ্লেয়বল' হ্যাজেলউডকে দেখে খেলা যেত। কিন্তু 'বল দ্যাখো আর মারো' নীতিতে শুভমানের পিছু পিছু জোশের ঝোলায় সূর্যকুমার (১), তিলক ভার্মাও (০)। রক্ষণাত্মক শটে পরাস্ত অধিনায়ক। তিলক অভিনব শটের গোলকধাঁধায় আটকে যান।

ভয়ডরহীন ক্রিকেট ঠিক আছে। তবে পরিস্থিতি, পিচ, প্রতিপক্ষ বোলারকে মাঝেমধ্যে সম্মানও করতে হয়। এদিন যদিও তার ছিটেফোঁটা দেখা যায়নি ভারতীয় ব্যাটিংয়ে। ফল যা হওয়ার তাই। ব্যর্থদের দলে সঞ্জু স্যামসনও।

তিলকের বদলে এদিন তিন নম্বরে সঞ্জু। পেস-বাউন্স পছন্দ করেন কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটার। কিন্তু এলিসের শিকার হয়ে দ্রুত ডাগআউটে সঞ্জু (২)। এরপর কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত, শশী থারুররা কী প্রতিক্রিয়া দেন গম্ভীরের বিরুদ্ধে, সেটাও দেখার।

শেষ তিন ম্যাচে হ্যাজেলউড নেই। মেলবোর্নে খেলেই শেফিল্ড শিল্ডে যোগ দেবেন অ্যাসেজের প্রস্তুতি নিতে। যাওয়ার আগে নিজের জাত আরও একবার চেনালেন। প্রথম স্পেলে ৩ ওভারে ৫ রানে তিন শিকার। সবমিলিয়ে ৪-০-১৩-৩। ২৪ বলের মধ্যে ১৫টা ডট!

অভিষেক কিন্তু তার মধ্যেও লড়লেন। ম্যাচের আগে দীর্ঘক্ষণ থ্রো ডাউন নেন। কথা বলতে দেখা যায় হেডের সঙ্গেও। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ওপেনিং পার্টনার। 'ট্রাভিষেক' জুটি আপাতত প্রতিপক্ষ শিবিরে হলেও সম্পর্কের রসায়ন টের পাওয়া যাচ্ছিল মেলবোর্নেও।

অভিষেক এদিন প্রথম বল থেকেই স্বমেজাজে। দরকার ছিল শুধু উলটো দিকে কারওর সাহায্য। দুর্ভাগ্য মেলবোর্নে দলকে সমর্থন জোগাতে উপস্থিত হাজারো ভারতীয় সমর্থকদের, ৯ জন ব্যাটারই দুই অঙ্কে পা রাখতেই ব্যর্থ। চার-চারটি শূন্য! পঞ্চাশ পেরোনোর আগেই অর্ধেক ব্যাটার ডাগআউটে!

প্রতিরোধ বলতে অষ্টম উইকেটে অভিষেক-হর্ষিতের ৫৬। ৪৯/৫ থেকে দলের স্কোরকে একশো পার করে কিছুটা মুখরক্ষা। তবে ম্যাচ রক্ষা হয়নি। রবিবার তৃতীয় ম্যাচে ছবিটা না বদলালে, সিরিজ বাঁচানো কঠিন হবে সূর্যদের।

অর্ধশতরানের পর অভিষেক শর্মা।

হ্যাজেলউডে মজে অভিষেকও

'টি২০-তে এই রকম স্পেল দেখিনি আমি'

দুরন্ত বোলিং করা জোশ হ্যাজেলউডকে অভিনন্দন জোশ ইনগ্লিসের। মেলবোর্নে।

মেলবোর্ন, ৩১ অক্টোবর : ৩৭ বলে ৬৮।

মেলবোর্নের হারা ম্যাচে ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবির মাঝেও ঝলমলে অভিষেক শর্মা। জোশ হ্যাজেলউডের পেস-সুইংয়ে বাকিরা যখন বেলাইন, তখনও স্বমেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। ৮টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে বোঝালেন, কেন তিনি টি২০ ফরম্যাটের একনম্বর ব্যাটার। হ্যাজেলউডের শিকার না হলেও জোশ-ম্যানিয়ায় আচ্ছন্ন তিনিও, স্বীকার করলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। রাখঢাক না করে অভিষেক বলেন, টি২০ ফরম্যাটে এরকম স্পেল তিনি আগে দেখেননি। ওডিআই সিরিজে দলে ছিলেন না। তবে চোখ রেখেছিলেন হ্যাজেলউডের বোলিংয়ের দিকে। যদিও হ্যাজেলউডের প্রথম স্পেল (৩-০-৫-২) যাবতীয় পরিকল্পনা গুলিয়ে দিয়েছে। অভিষেক বলেছেন, 'ও আমাদের ভোগাবে, জানতাম। কিন্তু আজ যে রকম বল করেছে আমি অবাক! সত্যি বলতে, টি২০-তে এরকম বোলিং দেখিনি আমি। আমার কাছে এটা নতুন অভিজ্ঞতা।'

বোলারদের শাসন করতে ভালোবাসেন। হ্যাজেলউডের থেকে নিজের উইকেট বাঁচিয়ে রেখে এদিন সেটাই করছিলেন। অভিষেক বলেন, 'ব্যাটার হিসেবে আধিপত্য দেখাতে পছন্দ করি। তবে উলটো প্রান্ত থেকে হ্যাজেলউডের বোলিং দেখছিলাম। বুঝে গিয়েছিলাম, যা পরিকল্পনা করে এসেছে, একেবারে তার নিখুঁত বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে। অসাধারণ।' বাকি তিন ম্যাচে অবশ্য হ্যাজেলউডকে সামলাতে হবে না। অ্যাসেজের প্রস্তুতিতে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন। যা শোনার পর অভিষেক বলেছেন, 'এটা জানতাম না। তবে ও তিন ফরম্যাটে খেলার জন্যই পারফেক্ট। আমি নিজেও সবসময় সেরাদের টক্কর নেওয়া উপভোগ করি।' শিবম দুবের আগে সাতে নেমে হর্ষিত রানার ব্যাটিং অবাক করেছে। অভিষেক যদিও অবাক নন। বলেছেন, 'ও ভালোই ব্যাটিং করে। নেটে আমাকে পেলেই ছক্কা হাঁকায়। ক্রিজে এসে বলে 'চলো স্বাভাবিক খেলাটা খেলি আমরা'। পার্টনারশিপ দরকার। সেটাই করেছে। আমাদের ডান-বাম কম্বিনেশনও বেশ কার্যকর। এই কারণেই শিবমের আগে হর্ষিত।'

সতীর্থদের পাশেও দাঁড়াচ্ছেন। অভিষেকের যুক্তি, দলের অনেকেরই এটা প্রথম অজি সফর। পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়ে এলেও এখানকার কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। আর প্রত্যাশার চেয়ে এদিন পিচে বাউন্স বেশি ছিল। সঙ্গে অজিদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং। কৃতিত্ব প্রাপ্য হ্যাজেলউডদের।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের মতে, পাওয়ার প্লে-তে ৪ উইকেট হারানোয় ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। এরপর ফিরে আসা সহজ ছিল না। অজিরা দুর্দান্ত বল করছিল। অভিষেককে অবশ্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। সূর্য বলেছেন, 'অসাধারণ প্রতিভা। বেশ কিছুদিন ধরেই এরকম ব্যাটিং করছে। এই আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্যই পরিচিত। আশা করব এটা চালিয়ে যাবে।'

পাওয়ার প্লে-তে বোলিংও ঠিকঠাক হয়নি। প্রথম স্পেলে অনিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন জসপ্রীত বুমরাহ-হর্ষিত রানা। তবে সূর্যের যুক্তি, হাতে খুব বেশি রান ছিল না। ১২৫ রানের পুঁজি নিয়ে প্রত্যাঘাত সহজ নয়। হারা ম্যাচে শেষদিকে বুমরাহর দ্বিতীয় স্পেল আশা দেখাচ্ছে। ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তাও বাতলে দিচ্ছেন সূর্য। জানান, ক্যানবেরায় ভেস্তে যাওয়া ম্যাচে যেভাবে শুরু করেছিলেন তাঁরা, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে সিরিজের শেষ তিন ম্যাচে। লক্ষ্যপূরণ হবে তো? উত্তর আপাতত সময়ের হাতে।

প্রত্যাবর্তনে রান পেলেন না পন্থ

বেঙ্গালুরু, ৩১ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্টে ব্যাকফুটে ভারত।

বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের স্কোর ছিল ৯ উইকেটে ২৯৯। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে শেষ উইকেটে আরও ১০ রান যোগ করে তারা।

অর্ধশতরানের পথে আয়ুষ মাত্রে।

জবাবে ব্যাট হাতে ভালো শুরু করলেও নিয়মিত উইকেট হারানোয় ৬০ ওভারও ব্যাট করতে পারল না ভারত 'এ' দল। প্রথম উইকেট জুটিতে ৯০ রান করেন বি সাই সুদর্শন ও আয়ুষ মাত্রে। ব্যক্তিগত ৬৫ রানে সাজঘরে ফেরেন আয়ুষ। সুদর্শন করেন ৩২। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে রান পেলেন না ঋষভ পন্থ। ২০ বল খেলে ১৭ রান করেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে পায়ে চোট পান ঋষভ। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে রিহ্যাব সেরে মাঠে ফিরলেন তিনি। এরপর বড় রান বলতে আয়ুষ বাদোনির ৩৮। ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২৩৪ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর বিনা উইকেটে ৩০। ১০৫ রানে এগিয়ে প্রোটিয়া 'এ' দল।

খালি স্টেডিয়ামে সামান্য আওয়াজ ইস্টবেঙ্গলেরই

নীরব মোহনবাগান সমর্থকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ৩১ অক্টোবর : মোহনবাগান বাস ঢোকার সময়ে গেটে দাঁড়ানো ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কটূক্তির পালটা জবাব হিসাবেই বোধহয় বুড়ো আঙুল তুলে থাম্বস আপ দেখালেন আপুইয়া। তবে এসবেও জমল না সুপার কাপের মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ।

একমাত্র বিক্রিযোগ্য পণ্যও অবিক্রিত থেকে গেল স্রেফ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কর্তাদের সৌজন্যে। গোয়া ছাড়া সদ্যই সারা দেশ উৎসব মরশুম শেষ করেছে। ফলে বাড়তি উৎসাহ নিয়ে সুদূর গোয়ায় আসার আগ্রহ যে সমর্থকরা বিশেষ দেখাবেন না একথা তাঁদের বোঝা উচিত ছিল। যদিও উচিত কাজ করার অভ্যাস তাঁদের বিশেষ নেই। ইস্টবেঙ্গলের দিকে যদিও বা শ-খানেক সমর্থককে দেখা গেল, মোহনবাগানের দিকটা ছিল পুরোপুরি শূন্য। ২১ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে একুশশো দর্শকও হল না। অথচ এই টুর্নামেন্টই কলকাতায় করলে চিত্রটাই হয়তো অন্যরকম হত। গোয়ার মাঠে ভিআইপি নিয়ে মেরেকেটে শ-পাঁচেক দর্শক দেখলেন কলকাতা ডার্বি। এমনিতে সুপার কাপে এমনিই মাঠে ঢোকা যাচ্ছে। কিন্তু ডার্বি বলেই বোধহয় ১০০ টাকা দাম রাখা হয়েছিল টিকিটের। কিন্তু বিক্রির বেহাল অবস্থা দেখে ফের ফ্রি করে দেওয়া হয়। যা নিয়ে খানিক বিভ্রান্তিও হল। একই বিভ্রান্তি গ্যালারিতে যাওয়ার গেট নিয়েও। মোহনবাগানের জন্য নর্থ এবং ইস্টবেঙ্গলের জন্য সাউথ গেট নির্দিষ্ট করা হলেও সংশ্লিষ্ট দুই ক্লাবকে সম্পূর্ণ উলটো বলা হয়েছে। ফলে মোহনবাগান বাসের সামনে দাঁড়িয়ে কটূক্তি করার সুযোগ পেয়ে গেলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। মোহনবাগানের দুই-একজন সমর্থক এলেও তাঁরা সেই নিরব প্রতিবাদেই থেকে গেলেন। এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকেও দেখা গেল দুই দলের সমর্থক হিসাবে। ছেলেটি ইস্টবেঙ্গল ও তাঁর বান্ধবী মোহনবাগানের সমর্থক বলেই বসলেন আলাদ আলাদা গ্যালারিতে। তবে পরিবারের ভয়ে কিনা জানা নেই, কেউই নিজের নাম জানাতে রাজি হলেন না।

এদিনও সকাল থেকেই আবহাওয়া খারাপ। সকাল থেকে দফায় দফায় হওয়ার পর ম্যাচ শুরুর আগেও ঝেঁপে বৃষ্টি এল। কিছুক্ষণ পর থেমে গেলেও গোটা ম্যাচ জুড়েই দফায় দফায় সেই বৃষ্টি সমস্যায় ফেলেছে ফুটবলারদের। দুই দলের কর্তাদের মধ্যে মোহনবাগানের তরফে স্পোর্টস ডিরেক্টর বিনয় চোপড়া ছাড়া ক্লাবের সহ সভাপতি উত্তম সাহা, কোষাধ্যক্ষ সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কয়েকজন কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যকে দেখা গেল। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলের দেবব্রত সরকার ছাড়াও কিছু আধা কর্তা ছিলেন। দুই পক্ষের কর্তাদের দেখা গেল সৌজন্য বিনিময় করতেও। এছাড়াও এফসি গোয়া, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি সহ বিভিন্ন দলের কোচ, কর্তারাও কলকাতা ডার্বি দেখতে উপস্থিত ছিলেন।

সুপার কাপের ডার্বি দেখতে ফতোরদায় পৌঁছে গেলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

আটকে গেলেন জেমি ম্যাকলারেন। ইস্টবেঙ্গলকে সেমিফাইনালে তোলার লক্ষ্যে সফল মহম্মদ বসিম রশিদ। ফতোরদায় শুক্রবার।

ডার্বি দেখে মন ভরল না দীপেন্দু, মেহতাবদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : ডার্বি ড্র করে সুপার কাপের সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গলের মহারণ দেখে হতাশ প্রাক্তনীরা।

দীপেন্দু বিশ্বাস

মোহনবাগান মাঝমাঠে ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডারের অভাব চোখে পড়ল। দলটাকে দেখেও মনে হয়েছে প্রচণ্ড চাপে রয়েছে। তুলনায় ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলল। নকআউটের আগে অস্কার ব্রুজোঁ অনেকটা সময় পাবেন প্রস্তুতির। তবে মাঠের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে কারণে ডার্বি উপভোগ্য হল না।

মেহতাব হোসেন

মাঠ খারাপ। তাই ভালো ফুটবল দেখা গেল না। তুলনায় ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলল। রক্ষণ, মাঝমাঠ অনেক বেশি জমাট মনে হয়েছে। আশা করা যায় আরও তৈরি হয়ে সেমিফাইনালে নামবে ইস্টবেঙ্গল। উলটোদিকে মোহনবাগানের আরও ডাইরেক্ট ফুটবল খেলা উচিত ছিল। দ্বিতীয় বলের জন্যও যাওয়া উচিত ছিল জেমি ম্যাকলারেনদের।

লালকমল ভৌমিক

ইস্টবেঙ্গল যোগ্য দল হিসাবেই নকআউটে খেলবে। অস্কারের কৌশলও বেশ ভালো লাগল। আশা করা যায় এই দলটা আরও উন্নতি করবে। লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিংয়ের অফ ফর্ম পার্থক্য গড়ে দিল। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার পরিকল্পনাও বুঝতে পারলাম না। আরও আগে দলে পরিবর্তন আনা উচিত ছিল। জেসন কামিন্স, রবসন রোবিনহোদের নিয়ে বাকি মরশুম চালানো কঠিন হবে।

রহিম নবি

ডার্বি দেখে মন ভরল না। বড় ম্যাচের মতো খেলা হয়নি। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোনও দলই খুব ভালো ফুটবল খেলেনি। ব্রুজোঁর দল বল ধরে খেলার চেষ্টা করেছে। এটা ইতিবাচক দিক। তবে ইস্টবেঙ্গলের সার্বিক পারফরমেন্স দেখলে সেমিফাইনালের আগে চিন্তা থাকছেই।

দুই স্পিনারে ত্রিপুরা অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : প্রবল গরম। কলকাতার চেয়ে একটু বেশিই।

আর সেই হাঁসফাঁস গরমের মধ্যেই মিশন ত্রিপুরার পরিকল্পনায় ডুবে বাংলা। কাল চলতি রনজি ট্রফি মরশুমের তিন নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে টিম বাংলা। প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা। যারা কয়েকদিন আগেই হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৪৭ রানে অল আউট হয়েছে। এমন দলের বিরুদ্ধে তিন নম্বর ম্যাচ খেলতে নামার আগে সতর্ক বাংলা দল।

সতর্কতার কারণ হিসেবে সামনে আসছে নানা তথ্য। এক, জোড়া জয় দিয়ে রনজি অভিযান শুরুর পর সাফল্যের ছন্দ বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ রয়েছে বাংলা দলের সামনে। দুই, অভিমন্যু ঈশ্বরণের অনুপস্থিতিতে শনিবার প্রথমবার বাংলার নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন অভিষেক পোড়েল। তিন, আগরতলার শুকনো, প্রায় ঘাসহীন বাইশ গজ দেখার পর দলের কম্বিনেশন নিয়ে দোলাচল রয়েছে। যদিও রাতের দিকের খবর, তিন পেসার ও দুই স্পিনারে প্রথম একাদশ নামাতে চলেছে বাংলা। অফস্পিনার রাহুল প্রসাদের আগামীকাল রনজি অভিষেক হতে চলেছে।

শুধু দলের বোলিং আক্রমণে বদল হতে চলেছে, এমন নয়। হনুমা বিহারী, বিজয় শংকরদের মতো তারকাদের ভিড়ে ঠাসা দলের বিরুদ্ধে কাল বাংলার ওপেনিং জুটিও বদলাতে চলেছে। অধিনায়ক অভিমন্যু ভারতীয় 'এ' দলে থাকার কারণে নেই বাংলা দলে। অন্য ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় পায়ের চোটের কারণে তিন সপ্তাহ ক্রিকেটের বাইরে। এমন অবস্থায় আগামীকাল সুদীপ ঘরামির সঙ্গে কাজি জুনেইদ সইফি অথবা সাকির হাবিব গান্ধির মধ্যে কেউ একজন ওপেন করবেন। মাঝে আদিত্য পুরোহিতের নামও শোনা গিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আগরতলা থেকে বলছিলেন, 'আমাদের ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে। আগামীকাল ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচে নতুন ওপেনিং জুটিতে খেলতে হবে আমাদের। কারা দলের হয়ে ওপেন করবেন, আলোচনা চলছে।' দলের ওপেনিং জুটি নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও বোলিং নিয়ে তেমন সংশয় নেই।

মহম্মদ সামি খেলবেন বলেই খবর। দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দল নির্বাচনের আগে কোনও ম্যাচ ছাড়তে চাইছেন না তিনি। নতুন বলে সামির সঙ্গে থাকবেন তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ। তিন নম্বর জোরে বোলার হিসেবে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের থাকার কথা। আর অলরাউন্ডার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ থাকছেনই। তাঁর সঙ্গেই স্পিন বিভাগের দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন আগামীকালই রনজি অভিষেক হতে চলা রাহুল। সবমিলিয়ে, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে নয়া কম্বিনেশন নিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর টিম বাংলা।

অনুশীলনে খোশমেজাজে বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পাল, তারকা পেসার মহম্মদ সামি ও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। শুক্রবার আগরতলায়।

শুভজিৎকে শুভেচ্ছা গুরপ্রীতের

সাদা-কালো ব্রিগেডের প্রশংসায় সুনীল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ৩১ অক্টোবর : তাঁরই শট আটকাতে মাঠের মধ্যেই হাততালি সুনীল ছেত্রীর! ম্যাচের শেষে পিঠ চাপড়ে উৎসাহ নিজের আদর্শ গুরপ্রীত সিং সান্ধুর। এক তরুণ ফুটবলারের এগিয়ে যাওয়ার পথে হয়তো এই দুটি ঘটনাই পাথেয় হয়ে থাকবে।

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোন দিয়ে যাওয়ার সময়ে গুরপ্রীত জানিয়ে দিলেন মাত্র একটাই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন এবং সেটা হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোলকিপার শুভজিৎ ভট্টাচার্যকে নিয়ে। দেশের এক নম্বর গোলকিপারের বক্তব্য, 'খুব ভালো লাগল একজন তরুণ গোলকিপারকে এত সাহস নিয়ে খেলতে দেখে। এই যে বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পাচ্ছে, এটা ওর পরে খুব কাজে লাগবে। একজন ফুটবলারের জন্য যত বেশি ম্যাচ খেলবে ততই ভালো। ওর জন্য আমার তরফ থেকে সবসময় শুভেচ্ছা থাকবে। আশা করব শুভজিৎ আরও ভালো প্রস্তুতি এবং ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। আরও এগিয়ে যাওয়ার শুভেচ্ছা রইল।' সুনীল ছেত্রী আবার শুধু শুভজিৎ নন, গোটা মহমেডান স্পোর্টিং দলটারই খেলার প্রশংসা করলেন, 'আশা করব এদের সব সমস্যা মিটে যাবে। এরপরেও ওরা যা খেলেছে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ওরা নাকি অনুশীলন করারও সুযোগ পায়নি। তারপরেও আমাদের জন্য ম্যাচটা সহজ ছিল না। ওদের জন্য শুভেচ্ছা রইল। আশা করি এখান থেকে ওদের যাত্রা স্বাভাবিক হবে।'

এরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো হেভিওয়েট দলের বিপক্ষে এতটা ভালো খেলল, এখন গোয়ার অন্যান্য দলের কাছেও এটা আলোচনার বিষয়। মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু বলছিলেন, 'আমি ছেলেদের শুধু বলেছিলাম, তোমরা নিজেদের জন্য খেলো। ক্লাব, টুর্নামেন্ট, আমি সবার কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবো। প্রস্তুতির আরও একটু সময় পেলে আর একটু ভালো করতে পারতাম। পেনাল্টিটা ছিল কিনা জানি না। ম্যাচটা হয়তো আমরা ১-০ বা ১-১ করতে পারতাম।' পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আর একটু ভালো হবে, আশায় মেহরাজ। বলে দিলেন, 'ছেলেদের জন্য আমি গর্বিত।' এদিনটা মীরামার সমুদ্র সৈকতে হালকা রিকভারি করালেন। রবিবারের ম্যাচের আগেরদিনই আবার অনুশীলন করাবেন। কারণ দলে ফুটবলার কম থাকায় চোট-আঘাতের বিষয়টাও মাথায় রাখতে হচ্ছে মহমেডান কোচকে।

সুপার কাপে আজ

ইন্টার কাশী এফসি
বনাম জামশেদপুর এফসি

সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট, **স্থান :** ব্যাম্বোলিম

সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে

এফসি গোয়া বনাম
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** ফতোরদা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিওহটস্টার

ইপিএল থেকে অনেককিছু শিখেছি: অ্যামোরিম

লন্ডন, ৩১ অক্টোবর : খারাপ সময় কাটিয়ে ছন্দে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। মরশুমের শুরুটা খুব ভালো না হলেও আচমকা টানা তিন ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে ঢুকে পড়েছে রেড ডেভিলস। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে তারা। সেই ম্যাচের আগে কোচ রুবেন অ্যামোরিম বলেছেন, 'ইপিএলের জার্নিটা খুব বড়। খারাপ-ভালো সব মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছি আমরা। এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তিন সপ্তাহ আগের পরিস্থিতির সঙ্গে এখনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিষয়, আমি ম্যান ইউতে রয়েছি। এখানেও আরও কয়েকবছর থাকতে চাই।'

আপাতত ম্যান ইউয়ের লক্ষ্য নটিংহামকে হারিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখা।

আইপিএলে হয়তো ঋষভ-যুবি যুগলবন্দি

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : দীর্ঘ বিরতির পর ২০২৬ আইপিএলে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে যুবরাজ সিংয়ের। একেবারে হেডকোচের ভূমিকায়। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী মরশুমে ঋষভ পন্থের ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়েন্টসের দায়িত্বে দেখা যাবে জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী যুবরাজকে।

লখনউর দায়িত্ব নিতে চলেছেন

লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির এক আধিকারিকের দাবি, যুবরাজের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্বে। আলোচনা বেশ ফলপ্রসূ। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজি যুবরাজকে পেতে অত্যন্ত আগ্রহী। গত কয়েক বছরে বারবার দল, অধিনায়ক বদলে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে পৌঁছোতে পারেনি লখনউ। শেষ দুইবার প্লে-অফেও জায়গা পায়নি।

কোচ বদলে ২০২৬ সালে লক্ষ্যপূরণের ভাবনায় লখনউ। আর সেই ভাবনার ফসল, বর্তমান হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের ছুটি হতে চলেছে। অজি কোচকে সরিয়ে পন্থদের হেডকোচের হটসিটে বসতে চলেছেন যুবরাজ। সূত্রটি আরও দাবি করেছে, সিলমোহর পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো যুবরাজের নাম ঘোষণা করা হবে।

শুভমান গিল, অভিষেক শর্মাদের ব্যক্তিগতভাবে কোচিং করিয়েছেন যুবরাজ। বর্তমানে প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্যদের তৈরি করতে ব্যস্ত। কিন্তু আইপিএল বা কোনও দলের হেডকোচের ভূমিকায় কখনও দেখা যায়নি তাঁকে। ২০১৯ সালে অবসর নেওয়ার পর কখনও পেশাদার কোচিংয়ের পথে হাঁটেননি যুবরাজ।

অভিষেক, শুভমানদের সাফল্য যদিও কোচ হিসেবে যুবির দক্ষতা সর্বসমক্ষে এনে দিয়েছে। নজর কেড়েছে আইপিএলের একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির। শোনা গিয়েছিল 'প্রিয় ছাত্র' অভিষেকের ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদে নামও। তবে চোখ আপাতত লখনউ-যুবরাজ গাঁটছড়ায়। শেষপর্যন্ত ঋষভ ব্রিগেডের দায়িত্ব নাকি নতুন কোনও টুইস্ট অপেক্ষা করে আছে কোচ যুবিকে নিয়ে, সেটাই দেখার।

১০ পদক জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : সল্টলেক স্টেডিয়ামে রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের অ্যাথলেটিক্সে ১০টি পদক এসেছে জলপাইগুড়ির ঘরে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম যথাক্রমে শুভদীপ গুহ (লং জাম্প), প্রদীপ্ত রায়প্রধান (ট্রিপল জাম্প), মনোজ রায় (শট পাট ও ডিসকাস থ্রো)। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ১০০ মিটারে তৃতীয় ও ২০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছে অলীক হোসেন। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম স্বপ্ননীল দত্ত। অনির্বাণ অধিকারী অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে প্রথম হয়েছে। সে ছুড়েছে ৫৬.৬৮ মিটার। অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় হয়েছে খোকনকুমার রায়। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের হ্যামার থ্রোয়ে দ্বিতীয় প্রিয়াংশু দাস।

ম্যাচ স্থগিত

ফালাকাটা, ৩১ অক্টোবর : টাউন ক্লাবের গোল্ড কাপ ফুটবলে শুক্রবার বৃষ্টির জন্য উত্তর ২৪ পরগনার অশোক নগর বনাম শিলিগুড়ির নবাঙ্কুর সংঘ ও শিলিগুড়ির বিএসকে বনাম অসমের কোকরাঝাড়ের ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। টাউনের সভাপতি শুভব্রত দে বলেছেন, 'প্রচন্ড বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে আছে। ফলে স্থগিত করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। স্থগিত হওয়া দুইটি ম্যাচ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিফাইনাল রবিবার। ফাইনাল সোমবার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা জাহির বক্স খান - কে 07.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86E 97826 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শিখেছি যে, জীবন এক মুহূর্তেই বদলে যেতে পারে। আমার জন্য সেই মুহূর্তটি এসেছে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে। এক কোটি টাকা জেতায় আমার স্বপ্নগুলো পূরণ করার পথ খুলে দিয়েছে এবং আমাকে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। এজন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আদিত্যর ৭৮

বালুরঘাট, ৩১ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে বালুরঘাটে শুক্রবার শিলিগুড়ি বিকাশ ৬৭ রানে উত্তর দিনাজপুর কুলিক বার্ডকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে শিলিগুড়ি ৮ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা আদিত্য শর্মা ৭৮ রান করেন। বিকাশ রায় ৩৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রেজুয়ান আনসারিও (১৭/২)। জবাবে উত্তর দিনাজপুর ১৮.৪ ওভারে ১০৯ রানে অল আউট হয়েছে। অর্ক দাস ৪২ রান করেন। আদিত্য ১৩ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

একই মাঠে অন্য ম্যাচে দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাইগার ৬ উইকেটে উত্তর ২৪ পরগনা চ্যাম্পসের বিরুদ্ধে জয় পায়। উত্তর ২৪ পরগনা প্রথমে ১৯.৫ ওভারে ১০৬ রানে গুটিয়ে যায়। সন্দীপন দাস ৩২ রান করেন। ম্যাচের সেরা আকাশ ঘটক ও মহম্মদ নৌশাদ সাগির ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন প্রদীপ্ত প্রামাণিকও (২১/২)। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৬.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। যুবরাজ দীপক কেশবানি ৪৭ রান করেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন আদিত্য শর্মা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জেলা সংস্থার ক্রিকেট শুরু কাল

রায়গঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট রবিবার শুরু হবে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম ডিভিশনে ১০টি ও দ্বিতীয় ডিভিশনে ১৪টি দল খেলবে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ঐক্য সম্মিলনী ও বিদ্রোহী। পরে মুখোমুখি হবে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ও নেতাজি পাঠাগার।

প্রতীকার ফুটবল শুরু আজ

গঙ্গারামপুর, ৩১ অক্টোবর : বোড়ডাঙ্গি প্রতীকার সংঘের দুইদিনের স্বর্ণকমল মিত্র ও বিভা মিত্র ট্রফি ফুটবল শনিবার শুরু হবে। বোড়ডাঙ্গি ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে ১৬টি দল খেলবে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পাবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

সেমিতে টাউন

বালুরঘাট, ৩১ অক্টোবর : টাউন ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল আয়োজকরা। বৃহস্পতিবার রাতে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে কালিম্পংয়ের শের ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের ম্যাচের সেরা অজয় ওঁরাও জোড়া গোল করেন।

ম্যাচের সেরা অজয় ওরাওঁ। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ক্রিকেটের দলবদল শুরু

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ও সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দুইদিনের দলবদল শুক্রবার শুরু হল। এদিন সংস্থার দপ্তরে দুই ডিভিশন মিলিয়ে ১৪টি ক্লাবের ১৩০ জন ক্রিকেটার সই করেছেন।

চ্যাম্পিয়ন ফ্যালকনস

হলদিবাড়ি, ৩১ অক্টোবর : হলদিবাড়ি মাজার শরিফের নৈশ ডায়মন্ড গ্লোবাল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ব্লু ফ্যালকনস। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে আঙুলদেখা ব্যবসায়ী সমিতিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রতিযোগিতার সেরা ফ্যালকনসের রুবেল মহম্মদ। সেরা ডিফেন্ডার একই দলের কৌশিক রায়। সেরা স্ট্রাইকার আঙুলদেখার উজ্জ্বল রায়। সেরা গোলকিপার একই দলের বাপি রায়।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ব্লু ফ্যালকনস। ছবি : অমিতকুমার রায়